উপন্যাস সিরিজের ঊনবিংশ সংখ্যা

শিবরাত্রি

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্‌, এ

প্রণীত।

১লা চৈত্র, ১৩২৭।

শিশির পাবলিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ,
"শিশির পাবলিশিং হাউস"
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—আবদুল গফুর,
নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস
২৪২-১, অপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

সত্যং শিবং সুন্দরম্ ।

পরমস্নেহাস্পদা

শ্রীমতী ছায়া দেবীকে

এই

'শিবরাত্রি'

উৎসর্গ করিলাম।

আশীর্ব্বাদ করি

জীবন তার শিবময় হউক !!

শিব-রাত্রি

১

"ও পিসিমা! পিসিমা!—দেখ গো, কে এয়েছে দেখ!"

"কে রে! বাবা যোগীন্ এলি! আহা! আয় বাবা আয়! কত কাল যে মুখখানি দেখি নি!"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধা পিসিমা ভাগীরথী দেবী গৃহ হইতে বাহির হইয়া প্রণত ভ্রাতুষ্পুত্র যোগীন্দ্রনাথকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন।—

"ওরে, মা নেই বাপ নেই—পুণ্যি ছিল, তারা স্বর্গে গেছে,—বুড়ো একটা পিসি কম্মের দোষে এই পাপ পিথিমীতে প'ড়ে আছি,—তা কি এম্নি ক'রে ভুলে থাকতে হয়রে বাবা!"

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "ভুলে কি আর আছি পিসি মা? চিঠি পত্তর ত লিখ্ছি।"

"তা ত লিখ্ছিস্,—খরচ পত্তরও যখন যখন যা দরকার হয় দিচ্চিস্! তা মুখখানি চোকে না দেখ্লে কি বুকটা জুড়োয়

বাবা ? এই ত কত বচ্ছরের মধ্যে বাড়ী মুখো একবার হ'লি নে ; ঘর দোর সব ত গোল্লায় গেল। এই আমি যে কদিন আছি, এর পর তোর বাপপিতেমোর ভিটে যে একেবারে শেয়াল কুকুরের বাসা হবে। বেহ্মজ্ঞানী হ'য়েছিস্, না হয় পাল পার্ব্বণ কিছু ক'র্‌বি নে,—তা বাপপিতোমোর বাস্তুভিটে—তা কি এমনি ক'রে আঁধার ক'রে রাখ্‌তে আছে বাবা ?"

যোগীন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কি ক'র্‌ব পিসিমা ! জাতমারা ক'রে রেখেছ তোমরা, গাঁয়ে এসে কি থাক্‌বার যো আছে ?"

"তা কেন থাক্‌বে না ? এসে যদি মাঝে মাঝে থাকিস্, ধ'রে কি আর কেউ মার্‌ত তোকে ? তবে বেহ্মজ্ঞানী হ'য়েছিস, জাত ধর্ম্ম কিছু মানিস্ নে, খাওয়া দাওয়া তোর সঙ্গে কেউ ক'রবে না। তাই বলে কি লাঠি মেরে কেউ তোদের তাড়িয়ে দিতে পারে ? গাঁয়ে ত মোছলমানও কত আছে। আছে, তাদের ধর্ম্ম নিয়ে তারা আছে। কে তাদের কি ব'ল্‌তে যায় ? তোরা কি তাদের চাইতেও আলাদা হ'য়ে গেছিস্ ? আর তোদের যে' বেহ্ম— তাঁর পূজো কি আমরাই করি নে ? এই ত গিরোদা (গৃহদাহ) হ'লে সবাই বেহ্মপূজো করে—আবার গে—"

যোগীন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিলেন, "ও পিসিমা, আমরা তোমাদের সে বেহ্মোর পূজো করি নে,—জান্‌লে ?"

"ওমা, তবে আবার কোন্ বেম্মোর পূজা ক'রিস্। কয়জন বেম্মো আবার আছেন রে?"

"আমরা ত বলি একজন,—আর তিনি 'ব্রহ্ম'। আর তোমরা সেই তেত্রিশ কোটী দেবতার সঙ্গে যাঁর পূজো কর, তিনি হ'লেন ব্রহ্মা।"

"ও তাই বল্! তা তফাৎ ত হবেই। শ্যাম হ'লেন কেষ্ট, আর শ্যামা হ'লেন কালী। ওই একটা 'আ' তেই কত তফাৎ হয়ে গেল। তা তোদের বেম্মো কেমন রে? কি ধেয়ান পড়িস্?—"

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "পিসিমা! এ সব ধর্ম্মতত্ত্বের কথা এখন থাক্। তা এলাম এদ্দিন পরে, দুটি খেতে টেতে দেবে ত? না, বল, শুধু তোমার পায়ের ধুলো নিয়েই—কালীনগরে চ'লে যাই,—সেইখেনে গিয়েই খাওয়া দাওয়া ক'রি গে।"

"ষাট! কালীনগরে কেন যাবি খেতে? বাড়ীতে এলি এত কাল প'রে—বুড়ো একটা পিসি র'য়েছি—তা খেতে যাবি ছুটো কালীনগরে! ওমা, বলে কি? কেন, কালীনগরে কি?"

"সেইখেনেই দেবেনদের বাড়ীতে একটা কাজে এসেছিলাম।"

"ও তাই বল্! আমিও ত বলি, বলি যোগীন্ হঠাৎ কেন বাড়ীতে এল? বুড়ো পিসির এত বড় ভাগ্যি আজ কিসে হ'ল? ত কালীনগরে এসেছিলি,—তাই বুঝি দয়া ক'রে একটু দেখা দিতে এলি? হারে কপাল!"

শিব-রাত্রি

"যেখান থেকেই যে ভাবে এসে থাকি, দেখা ত পেলে পিসিমা? তা, না এলে বুঝি ভাল হ'ত?"

"ষাট্! ষাট্! অমন কথা ব'ল্‌তে আছে রে যোগীন? এসেছিস্, তবু মুখখানি একবার দেখ্‌লাম। তা, আয় ঘরে আয়! কাপড় চোপড় ছেড়ে একটু বোস্, ঠাণ্ডা হ। ডাব আছে, পেপে আছে, কেটে কুটে দি, খা। তারপর মাছের ঝোল ভাত রেঁধে দিচ্ছি,—ও বাড়ীর তারককে পয়সা দেব, সে মাছ তরকারী দুধ কিনে দেবে এখন। আয়, ঘরে আয়!"

"ঘরে কি নেবে পিসিমা? আমার যে জাত গেছে—"

"বালাই! জাত কেন যাবে? একেবারে মোছলমান খিষ্টেন ত হ'স্‌নি আর! তবে অনাচার টার করিস্—তা একটু দাঁড়া বরং—আমার শিবের আর মালার ডুঙ্গিটা আর জলের কলসীটা চালায় নিয়ে রেখে আসি!"

"আবার অতটা হাঙ্গামা ক'র্‌বে! তা, ঘরে নাই গেলাম। এই বারান্দাতেই বেশ দিনটা কাটিয়ে দিতে পারব। সন্ধ্যে বেলায় ত চ'লেই যাব।"

"ওমা যাট্! তাও কি হয়? ঘরের ছেলে ঘরে একবার আস্‌বি নে? তুই আজ বাড়িতে এসেছিস্, বারান্দায় বসে থাক্‌বি, আমি তাই প্রাণে ধ'রে দেখ্‌তে পারি? হাঙ্গামা আর কি? কি জানিস্ বাবা, তোরা অনাচার ক'রিস্, মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে,—তা আমরা

পাপী মানুষ কিনা, তাই। নইলে দেবতার কি আর ছুঁৎ লাগে? দেবতা কোথায় না আছেন?"

ভাগীরথী ঘরে উঠিয়া মালার ডুঙ্গি, জলের কলসী, পূজার ও আহার্য্যের আরও দুই চারিটা জিনিষ চালায় নিয়া রাখিয়া আসিলেন। চারিদিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলেন, এমন আর কোনও দ্রব্য আছে কি না, বিধর্ম্মী ভ্রাতুষ্পুত্রের গৃহ প্রবেশে যাহার বিশুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কিন্তু চোখে কিছু পড়িল না। ভাবিলেন, দূর হ'ক ছাই, না হয় একটা জিনিস ফেলাই যাইবে। তাই বলিয়া যোগীন্ কতক্ষণ পরের মত বাহিরে বসিয়া থাকিবে?

"আয় ঘরে আয়! হাস্‌ছিস্ যে! ভাব্‌ছিস্ বুড়ীকে ছুঁৎ রোগে ধ'রেছে?"

যোগীন্দ্রনাথ ঘরে উঠিতে উঠিতে কহিলেন, "বুড়ী গুঁড়ী—ছুঁৎ রোগ ত তোমাদের সবারই আছে।"

"তা জাতধর্ম্ম একটা থাক্‌লে তা মেনে চ'ল্‌তে হয় না কি? তবে মহাপুরুষ কি যোগী সন্ন্যাসী যাঁরা—তাঁরা আচার নিয়ম শুনেছি কিছু মানেন না। তা আমাদের কি আর তেম্‌নি পুণ্যের জোর আছে বাবা?"

যোগীন্দ্রনাথ আর কোনও বাগ্‌বিতণ্ডা না তুলিয়া জামা উড়নী ছাড়িয়া রাখিয়া পিসিমার আস্তৃত মাদুরটির উপরে বসিলেন।—সকালে বন্ধুর গৃহ হইতে প্রচুর 'চা' যোগ করিয়াই আসিয়াছেন।

পিসিমার প্রদত্ত গ্রাম্য ফলসহ জলযোগে বিশেষ স্পৃহা তাঁহার ছিলনা, কিন্তু পিসিমার মন ও মান রক্ষার্থ কিছু 'মুখস্থ' ও উদরস্থ করিতেই হইল। নতুবা সর্ব্বনাশ! পিসিমার সজল অনুযোগ হৃদয়স্থ করিতে তাঁহাকে নিতান্তই দুঃস্থ হইয়া পড়িতে হইত। ভ্রাতুষ্পুত্রকে জলপানে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া ভাগীরথী বাজার হইতে ত্বরিত মাছ তরকারী দুধ ইত্যাদি আনাইলেন,—দ্বিপ্রহরের মধ্যেই পাঁচ ভাগ রাঁধিয়া আনিয়া কাছে বসিয়া খাওয়াইলেন,—তারপর বিশ্রামের জন্য যথালভ্য শয্যা পরিপাটি পূর্ব্বক বিছাইয়া দিলেন। যোগীন্দ্রনাথ ফুল ভাল বাসিতেন, কতকগুলি ফুল আনিয়াও বালিশের কাছে রাখিলেন। শেষে উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিয়া আনিয়া, নিজে স্নান করিয়া আসিলেন। চালায় গিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া পূজা আহ্নিক সারিলেন,—নিজের হবিষান্ন পাক করিয়া আহার করিলেন। এই বৃদ্ধবয়সেও পিসিমার কর্ম্ম-কুশলতা, ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া যোগীন্দ্রনাথ একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন।

একটু গড়াগড়ি দিয়া ভাগীরথী উঠিলেন। তখন বেলা পড়িয়াছে, একবাটি ক্ষীর, কিছু মুড়ী, কলা ও মিষ্ট আনিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্মুখে রাখিলেন।

যোগীন্দ্রনাথ চমকিয়া কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি ক্ষেপেছ পিসিমা? এ খাবে কে? আমি কি আর সেই ছেলে মানুষটি এখনও আছি?"

ভাগীরথী গালে হাত দিয়া কহিলেন, "ওমা বলে কি! কত বুড়ো হ'য়েছিস্ রে যোগীন্? বয়েস ত এই বিয়াল্লিশ মোটে হ'ল। তোর বাবা বায়ান্ন বছর বয়সেও অমন দু' তিনবাটি ক্ষীর খেতে পার্ত্তো। সঙ্গে আরও কত আম খেত, কাঁটাল খেত——"

যোগীন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিলেন, "তোমার সে বৃকোদরের দ্বাপর যুগ এখন আর নেই পিসিমা; তোমরাই ত ব'লে থাক ঘোর কলি উপস্থিত! তা কলি কিনা, মানুষ সব বেজায় ক্ষীণজীবী হ'য়ে প'ড়েছে। চল্লিশ পার হ'লেই এখন সব বুড়ো, আর সবারই অম্বল অজীর্ণ হয়।"

"পোড়া কপাল! তাই ব'লে এই ক্ষীরটুকু খেতে পারবিনি· সবে ত একসের দুধ মেরে এই ক্ষীর ক'রেছি।"

"সর্ব্বনাশ! এক—সের—দুধের ক্ষীর! পাতলা এক পোয়া দুধ যে এখন পেটে সয় না।"

"অবাক্ ক'ল্লে! ক'দিন তা হ'লে আর বাঁচ্‌বি? পোড়া যম ত আমাদের চক্ষে দেখবে না। কত কাল যে আর এই পাপের বোঝা বইব,—আর কত দুঃখুই যে অদেষ্টে আরও আছে! তা খা—খা! ওরে, আমি ব'ল্‌ছি কিছু হবে না।"

"তুমি বল্লেই যদি কিছু না হ'ত পিসিমা, তবে আর ভাবনা ছিল কি? তুমি ত একশ বছর পরমায়ু হ'ক, একথা হাজার

বার আমাকে ব'লেছ। তা যে হবে না, এ কথা লিখে প'ড়ে দিতে পারি।"

"কেন হবে না? খেলেই পেরমাই বাড়ে। এই বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এক পোয়া দুধ খেতে পারবিনে, পেরমাই দাঁড়াবে কিসের জোরে? খুব খা দা, দেখিস্ পেরমাই হবে।"

"ওই ক্ষীর যদি খাই, পেরমাই আজ এই বিয়াল্লিশেই দাঁড়াবে। এক পাও আর এগোবে না।"

"বালাই! বালাই! অমন কথা ব'ল্‌তে আছে? আমি হাতে ক'রে এনেছি, ও অমেত্তো। তা সব না খাস্, একটু খানি গালে তুলে দে। নইলে প্রাণটা আমার পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে।"

ক্ষীরের বাটী পিসিমা ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্মুখে সরাইয়া দিলেন।—

"তা হ'লে—একটু খানি হাতে তুলে বরং দেও—ছুঁয়ে আর নষ্ট কেন ক'র্‌ব? পাড়ার ছেলেরা খাবে।"

"তা খাবে। তাদের আবার জাত বিচের আছে কিনা? আরও আজকাল কার ছেলে। খা' না তুই তুলে একটু—"

যোগীন্দ্রনাথ একটুখানি ক্ষীর তুলিয়া লইলেন। ভাগীরথী একটা সন্দেশও হাতে গুঁজিয়া দিলেন। অগত্যা তাহাও মুখে দিয়া হাত মুখ ধুইয়া যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "তা হ'লে আজকে উঠি পিসিমা। থাকৃতে আর পারব না,—আজ রাত্তিরেই ওখানে কাজ আছে।"

"তা কবে যাবি ক'ল্‌কেতা ?"

"কালই যেতে হবে।"

"তা আমাকেও কেন অম্‌নি নিয়ে যা না ?"

"তুমি ! তুমি যাবে ক'ল্‌কেতায় ? বল কি পিসিমা ?"

ভাগীরথী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "তা যদি নিয়ে যেতিস্‌ বাবা—গঙ্গাস্নান ক'রে কালীদর্শন ক'রে আস্‌তাম। কপালে ত তা ঘটেই না। বৌমাকে, ছেলেমেয়েদের কতকাল দেখিনি। সেই উর্মিকে কোলে নিয়ে কত কাল হ'ল এসেছিল—আর বাছাদের চক্ষেও দেখিনি।"

যোগীন্দ্রনাথ কি ভাবিয়া একটু হাসিলেন, শেষে কহিলেন,—"তা—আমাদের খিষ্টেনী বাড়ীতে কি তোমার পোষাবে পিসিমা ?"

"তা তোরা ত একেবারে খিষ্টেন হ'স্‌ নি !—তারা খিষ্ট ভজে, গরু শুয়োর খায়। রাম বল! তা তোরা হ'লি বেহ্মজ্ঞানী, অত অনাচার ত করিস্‌ নে। না, করিস্‌ ?"

"না—অতটা করিনে পিসিমা, তবে—"

"তবে আর কি ? আর কিছু বলিস্‌ নে, আমি শুন্‌তে চাই নি। তা আমায় নিয়ে চ, আলাদা একটা ঘরে থাক্‌ব,—একটু গঙ্গাজল আনিয়ে দিস্‌, পুজো আহ্নিক ক'র্‌ব, একমুঠো হবিষ্যি রেঁধে খাব! তোদের অনাচারে আমার কি আস্‌বে যাবে ?"

"তা যেতে চাও যাবে,—কিন্তু অসুবিধে—তোমার কিছু হবে। সেটা বোঝ—"

"কিচ্ছু অসুবিধে হবে না আমার। তীর্থে যাব—অসুবিধে কিছু হ'লেই বা কি? দুদিন না খেলেই বা কি এসে যাবে?—তোর বাড়ীতে প'ড়ে আছি—গেলেই ত এদিককার সব ফুরিয়ে গেল। এই একটা আবদার আমার রাখবিনি যোগীন্?"

"আচ্ছা ইচ্ছে যদি এতই হ'য়েছে, যাবে। তৈরী হ'য়ে থেকো। সন্ধ্যার পর আমি এসে তোমায় নিয়ে যাব।"

২

পিসিমাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কিছু চিন্তাকুল চিত্তে যোগীন্দ্রনাথ বন্ধুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। চিন্তার কারণ ছিল। যোগীন্দ্রনাথ নিজে যারপরনাই সদাশয় ও আনন্দময় স্বভাবের লোক ছিলেন। কলিকাতায় যখন তিনি কলেজে পড়িতেন, তখন ব্রাহ্মসমাজে খুব যাতায়াত করিতেন, কতিপয় ব্রাহ্ম যুবকের সঙ্গে বন্ধুত্বও জন্মে। ক্রমে ব্রাহ্মপরিবারভুক্তা আই এ পরীক্ষোত্তীর্ণা রূপবতী কোন যুবতীর প্রতি চিত্তও বিশেষ আকৃষ্ট হইল। ইহার সঙ্গে দাম্পত্য মিলনের প্রয়োজন যখন অতি তীব্রভাবেই অনুভব করিলেন, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিও মনের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তিনি জাগাইয়া তুলিলেন। পিতামাতা তখন

পরলোকে। ইহলোকে এক বিধবা পিসিমা ছিলেন। দীক্ষা ও উদ্বাহ—পর পর দুইটি সংস্কার সহজেই সম্পন্ন হইয়া গেল। তারপর পিসিমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া এক পত্র লিখিলেন। তখন আর পিসিমা কি করিবেন? পরলোকগত ভ্রাতৃ-ভ্রাতৃবধূ, পিতামাতা প্রভৃতি প্রিয়জনসমূহের জলপিণ্ড তর্পণাদির অভাবজনিত দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়া, যথাবিধি বিলাপ পরিতাপ পূর্ব্বক ভ্রাতৃবংশতিলক সবধূ শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া উত্তর পাঠাইলেন। প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে ও ষষ্ঠীদেবীর কৃপায় বহু সুসন্তান তাহাদের হউক, জলপিণ্ডাদির অভাবে ক্ষুৎপিপাসায় তাঁহারা যতই ক্লিষ্ট হউক, বংশের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিবে, পুন্নাম নরকে তাঁহাদিগকে পতিত হইতে হইবে না, ইহাই তাঁহাদের কতকটা সান্ত্বনার স্থল হইবে তা অভাগী পিসিমাতাকে যোগীন্ যেন একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায় না, মধ্যে মধ্যে তাহাদের চন্দ্রবদনদ্বয় দর্শনে যেন তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। ইত্যাদি।

প্রথমে কিছুকাল মধ্যে মধ্যে পিসিমাতাকে এই সুধাবিতরণে যোগীন্দ্রনাথ কার্পণ্য বড় করিতেন না। ক্রমে যখন ছোট ছোট আরও দুই একটি চন্দ্রের উদয় হইতে আরম্ভ করিল, পৌত্তলিকতার কোনও কলঙ্কপাত কোমল সেই চাঁদগুলিতে পাছে হয়, এই ভয়ে তাহাদের জননী অনসূয়া বড় ভীত হইয়া উঠিলেন। বর্ষার জঙ্গলের

মতই পৌত্তলিকতা পল্লীগ্রামগুলিকে ছাইয়া ঢাকিয়া আঁধার করিয়া রাখিয়াছে। কে জানে, কোন অলক্ষ্য সূত্র ধরিয়া সেই জঙ্গলের কোন কণ্টকিত গুল্ম ইহাদের উর্ব্বরহৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইবে, কোন আঁধার ছায়া তাহাদের নির্ম্মল চিত্তফলকে দুরপনেয় কাল দাগ ফেলিবে,—তাই ইহাদের লইয়া কিছুতেই আর তিনি পল্লী-গ্রামে যাইতে চাহিলেন না।—সেই অবধি যোগীন্দ্রনাথ নিজেও আর বড় বাড়ী আসিতে পারেন নাই। যখন একটু আধটু ইচ্ছা হইয়াছে, অনসূয়া নানা রকম অসুবিধা দেখাইয়াছেন। শেষে এই ইচ্ছা হওয়াটার তাঁহার দুর হইয়া গেল।

এখন পৌত্তলিকতার প্রতি এতাদৃশী বিদ্বেষিণী অনসূয়া যে গৃহের কর্ত্রী, সেই গৃহে পরমপৌত্তলিকা পিসিমাতার অবস্থান যে নানা রকমে অতি অশান্তিজনক হইবে ইহা উপলব্ধি করিয়া যোগীন্দ্রনাথ সত্যই বড় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না। পিসিমা এমন ধরিয়া পড়িলেন,—এখন কি প্রকারে তিনি বলিবেন, না, তোমাকে আমার বাসায় লইয়া যাইতে পারিব না?—যাহা হউক, নিতান্ত যদি অসুবিধা দেখা যায়, বাসার পাশেই তাঁহার বন্ধু অনিলবাবুর বাসায় পিসিমাতা যে কয়দিন থাকেন রাখিয়া দিবেন। এই অনিলবাবু উদার মতালম্বী হিন্দু—অর্থাৎ হিন্দু সমাজভুক্ত, কিন্তু কোনওরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান গৃহে কখনও হয় না। সুতরাং ইঁহার সঙ্গে স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে অনসূয়ার

কোনওরূপ আপত্তি ছিল না।—ছেলেমেয়েরাও সর্ব্বদা ইঁহার গৃহে যাইত। ইঁহার গৃহে অবস্থিতি হেতু তাহাদের মুখদর্শনসুখে পিসিমা বঞ্চিত হইবেন না,—আবার, অনিলবাবু এবং তাঁহার স্ত্রীও আদর করিয়া পিসিমাতাকে রাখিবেন।

তবে পিসিমাতাকে লইয়া গিয়া একেবারে বাসায় উঠিবেন, অপ্রত্যাশিত এই অতি অপ্রীতিকর ও ভয়াবহ ঘটনায় না জানি অনসূয়া কি বিশ্রী একটা কাণ্ড ঘটাইয়া ফেলেন! তাই তাঁহাকে পূর্ব্বেই একটু সাবধান করিবার অভিপ্রায়ে একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন, পিসিমাতাকে লইয়া পরদিন প্রাতঃকালে তিনি কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

যথাসময়ে যোগীন্দ্রনাথ পিসিমাতাকে লইয়া কলিকাতায় পৌঁছিলেন। পূর্ব্বে যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে অবশ্য এইটুকু সুবিধা হইল যে তাঁহার দর্শনমাত্র অনসূয়ার মূর্চ্ছা হইল না,—অথবা এমন কিছু একটা গোলমাল তিনি করিলেন না, যাহাতে যোগীন্দ্রনাথ পিসিমাতার নিকটে অতি অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে পারেন।—অতি গম্ভীর বদনে একটি নমস্কার করিয়া তিনি বৃদ্ধা পিসী শাশুড়ীকে বসিবার জন্য একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। ছেলেমেয়েরাও তদ্রূপ নমস্কার করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল,—মাতৃশাসনভয়ে কাছে ঘেঁসিয়া বেশী কথা কহিতে সাহস পাইল না। ভাগীরথীরও

মনটা কেমন দমিয়া গেল।—নাতিনাতিনীদের আদর করিয়া কাছে ডাকিতে পারিলেন না। ভ্রাতৃষ্পুত্রবধূ-নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানির দিকে একবার দৃষ্টিপাত ভ্রাতৃষ্পুত্রের মুখপানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তিনি একবার চাহিয়া রহিলেন। যোগীন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া কহিলেন, "উর্ম্মি, তোর দিদিমাকে একখানা আসন টাসন কিছু এনে দে।"

কন্যা উর্ম্মিমালা একখানি আসন আনিয়া মাটিতে পাতিয়া দিয়া কহিল "এইখেনে বসুন দিদিমা।"

ভাগীরথা নিঃশব্দে সেই আসনে বসিলেন।—যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "কোন ঘরে উঁনি থাকবেন ঠিক করেছ ?"

অনসূয়া পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "এ দিক্‌কার সব ঘরই ত অকুপায়েড (জোড়া), ফার্ণিচার (আসবাবপত্র) সব রিমুভ করে (সরিয়ে) একটা যায়গা ক'রে দেওয়া সোজা নয়। বারান্দার ওদিকে বাথরুমটার পাশে যে ছোট ঘরটা আছে—ময়লা কাপড়চোপড়গুলা রাখা হত, সেইখেনে থাকতে পারেন।"

"রান্নাবান্না ?"

"আমাদের ত বামুনেই রাঁধে,—নিরিমিষ তরকারীও হয়।—তা ওঁর যদি তেমন প্রেজুডিস্ (কুসংস্কার) থাকে, ঐ ঘরেই আলগা উনুনে রেঁধে খেতে পারেন।"

"আচ্ছা, তাই হোক আজকে ত! ও বেহারী, ওরে

পিসিমার জিনিষপত্রগুলো ওই বাথরুমের পাশের ঘরটাতে নিয়ে যা ত।"

ভৃত্য বেহারী ঘরে ঢুকিতেই ভাগীরথী তাঁহার মালার ও শিবের ডুঙ্গিটি সরাইয়া নিজের কাছে রাখিলেন। বেহারী জিনিষপত্র লইয়া গেল। উমি পিতার আদেশ পাইয়া ভাগীরথীকে লইয়া গিয়া সেই ঘরে পৌছিয়া দিল।

তখন অনসূয়া কহিলেন, "তুমি একি কাণ্ড করলে বল দিকি ?"

"কি করব অনু, উনি ধরে প'লেন—"

"তাই বলে একটিবার আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লে না, আমার সুবিধে অসুবিধে কি হবে কিছু জানলে না, একেবারে বাড়ীতে এনে তুল্লে,—এটা কি তোমার উচিত হ'য়েছে ?"

"কেন, টেলিগ্রাম ত করেছিলাম কাল।"—

"সে ত খবর দিয়েছিলে ওঁকে নিয়ে আসছ। আমার মতের অপেক্ষা ত করনি।"

"সময় পেলুম কই অনু ? তা কি আর অসুবিধে এমন হবে ? ওই একপাশে উনি থাকবেন, দুটি রেঁধে খাবেন, ক্ষতি আর কি হবে ?"

রুক্ষস্বরে অনসূয়া উত্তর করিলেন, "শুধু রেঁধেই যদি দুটি খেতেন, ক্ষতি এমন কিছু ছিল না। উনি নাইতে যাবেন গঙ্গায়— পূজা আহ্নিক করবেন—"

"তা ত করবেনই। কিন্তু তাতেই বা আমাদের ক্ষতি কি?"

"না, আমাদের এ ঘরে ওসব চ'লতে পারে না।—পৌত্তলিকতার কোনও অনুষ্ঠান এখানে হ'তেই পারে না! গৃহের পবিত্রতা আমি নষ্ট হতে দিতে পারিনে! যা পাপ বলে মনে করি, নিজের ঘরে তার কোনও প্রশ্রয় আমি দিতে পারব না। ছেলেমেয়ের সামনে অতি কুদৃষ্টান্ত এতে দেখান হবে। এর পর তারা যদি কোন অন্যায় করে, কি ব'লে শাসন করব? আর এও ত জান, এই সব পাপের সংস্পর্শ হতে দূরে কত সাবধানে আমি ওদের রাখি।"

"বল কি অনু? চুরীও না, ডাকাতিও না, নিজের ঘরে ব'সে উনি পূজো আহ্নিক ক'রবেন—তাতে কি এমন পাপ আমাদের হবে?"

অনসূয়া দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন, "পৌত্তলিকতার উপরে আর বড় পাপ কিছু নেই,—হ'তে পারে না! কারণ ঈশ্বরের অবমাননা হয় এতে। ব্রাহ্মগৃহে কোনও পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হ'তেই পারে না।"

"বড় যে সর্ব্বনেশে কথা ব'লছ অনু! গঙ্গাস্নান না ক'রে, পূজো আহ্নিক না ক'রে, যে উনি খাবেনই না কিছু। বুড়ো পিসি, শেষে উপোস করিয়ে মারব!"

"আগেই এটা ভাবা উচিত ছিল তোমার! আমাকে যদি

জানাতে, আমি বুঝিয়ে দিতে পাত্তুম, এ বাড়ীতে একদিনও ওঁর থাকা চল্‌তে পারে না।"

"তা হ'লে এখন কি বল? ওঁকে কি বাড়ী থেকে পথে বের ক'রে দেব? সেটা কি দয়ার কাজ হবে, না ভদ্রতার ব্যবহারই হবে?"

অনস্থয়া নীরবে কিয়ৎকাল ভ্রূকুটি করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কদিন ওঁকে রাখ্‌তে চাও এখানে?"

"কদিন আর চাইনে অনু। যদি বল, কালই অনিল বাবুকে ব'লে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে ওঁকে রেখে দেব। কিন্তু উনি আমার পিসি—মাতে আর ওঁতে তফাৎ কিছু দেখিনি কখনও।—বাড়ীতে নিয়ে এসেছি, এক সন্ধ্যে অন্ততঃ না খাইয়ে ওঁকে বের ক'রে দিতে পারব না। খাওয়াতে হ'লে, ওঁকে গঙ্গাস্নান করাতে হ'বে, ওঁর পূজো আহ্নিকের ব্যবস্থাও সব ক'রে দিতে হবে। পাকের জন্যে গঙ্গাজল আনিয়ে দিতে হবে। আর ওই বাথরুমের পাশের ঘরে ওঁকে যায়গা দিয়েছ, আজ মেথর ওঁর দোরের কাছ দিয়ে সেখানে যেতে পারবে না।"

অনসূয়া চমকিয়া উঠিলেন।

"সর্ব্বনাশ! সে কি ক'রে হ'তে পারে? মেথর ত এই ন'টায় আস্‌বে, আবার বিকেলে আস্‌বে,—ঘর ধুয়ে ফেনাইল না

দিয়ে গেলে দুর্গন্ধ হবে যে, ছেলেপিলেদের হেল্‌থ এফেক্ট ক'র্‌বে (স্বাস্থহানি হবে) যে !"

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "হয় অন্য একটা ঘর ওঁকে দেও, না হয় বাথরুম আজ ব্যবহার ক'রো না,—আর না হয় উর্ম্মি নিজে গিয়ে ধু'য়ে ফেনাইল দিয়ে আসবে। না, ফেনাইল দরকার নেই। ওঁকেও ত যেতে হবে! গোবর দিয়ে বরং——"

"গোবর! ক্ষেপেছ তুমি! গোবর!" গোবরের নামে বিকট চিৎকার করিয়া উঠিয়া অনসূয়া প্রায় মূর্চ্ছা যাইবার মত হইলেন।

"ওগো গোবরটা নেহাৎ অশুদ্ধ জিনিস নয়,—ওটাও ভাল একটা disin-fectant (শোধক দ্রব্য)। কেমন পার্‌বিনা উর্ম্মি ?"

উর্ম্মি কহিল, "কেন পারব না ? আজকে আমিই ঘর ধুয়ে টুয়ে দেব——"

ভ্রূকুটিকুটিল অগ্নিদৃষ্টিতে অনসূয়া উর্ম্মির দিকে একবার চাহি-লেন। কিন্তু দৃষ্টি ব্যর্থ হইল। মাতার নিকট হইতে এইরূপ একটা রোষপ্রকাশের সম্ভাবনা বুঝিয়া উর্ম্মি সে দিকে আদৌ ফিরে নাই,—পিতার মুখের দিকেই চাহিয়াছিল।

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "বেশ ত, তুই ক'র্‌বি। এ সব মাঝে মাঝে নিজেদের হাতে করা ভাল,—নইলে কেউ পারে না। মেথর যদি দৈবি একদিন না এল, একেবারে অসহায় হয়ে প'ড়্‌তে

হয়। বামুন না এলে তবু হোটেলে গিয়ে কি খাবার টাবার এনেও একদিন চালিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মেথর নইলে একটি দিনও চলেনা। যত সভ্য হচ্চি আমরা, ততই অন্যের উপরে নির্ভরতা আমাদের বাড়্ছে। মেথররা যদি ধর্ম্মঘট একদিন করে, সহর শুদ্ধ লোকের ত্রাহি ত্রাহি ডাক্ ছাড়্তে হয়। তবে কি বল অনু? এই বন্দোবস্তই আজ হ'ক্। কাল সকালেই ওঁকে অনিলবাবুদের বাড়ীতে রেখে আস্ব।"

অনসূয়া নিতান্ত অপ্রসন্নভাবে কহিলেন, "তা—উপায় যদি আর নাই থাকে, একদিন কাজেই এটা সইতে হবে,—যদিও গৃহের পবিত্রতা নষ্ট ক'র্তে আমি একেবারেই রাজি নই।"

যোগীন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া কহিলেন, "তা নাহয় অনুতাপ ক'রে কাল এ জন্য একটা বিশেষ প্রার্থনা করা যাবে।"

অনসূয়া কহিলেন, "কেন, উনি কি একদিন আমাদের ধর্ম্মমতের মর্য্যাদা রাখ্তে পারেন না?"

"কি, গঙ্গাস্নান পূজো আহ্নিক সব ছেড়ে? না, তা পারেন না। না খেয়ে বরং দুদিন কাটিয়ে দিতে পারেন,—কিন্তু এটা বাদ দিতে পারেন না।"

অনসূয়া কহিলেন, "তা হ'লে তুমি নিজে যা হয় কর গে। আমি সে সব বন্দোবস্ত কিছু ক'রে দিতে পার্ব না, আমার ছেলে-পিলেরাও পার্বে না।"

"আচ্ছা, তাই হবে।" যোগীন্দ্রনাথ ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন,—সাড়ে আটটা বাজিয়াছে।

"ও বেহারী! যা—যা, শীগ্‌গির একটা গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়। গঙ্গায় যাবে।"

উর্ম্মি কহিল, "চা টা খাবে না বাবা?"

"না, না,—আর সময় নেই। আফিসে যেতে হবে যে।"

যোগীন্দ্রনাথ অবিলম্বে পিসিমাকে লইয়া গঙ্গায় গেলেন। পূজা আহ্নিক ভাগীরথী ভাগীরথীতীরেই সারিয়া আসিলেন। বেহারী সঙ্গে গিয়াছিল, সে এক কলসী গঙ্গাজল লইয়া আসিল। এদিকে ভ্রূকুটিকুটিলাননা অনসূয়া আদেশ দিলেন,—উর্ম্মিমালা চাউল, ডাইল, তরকারী, দুধ ইত্যাদি আহার্য্য দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিয়া আসিল। ঝি দোকান হইতে কিছু কাঠ আনিয়া এবং উনানের জন্য কয়েকখানি ইট নিয়া সাজাইয়া রাখিল।

ফিরিতে যোগীন্দ্রনাথের বেলা প্রায় সাড়ে দশটা হইল। এগার টায় আফিস, উর্ম্মি তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা ও খান চারি বিস্কুট লইয়া আসিল, কোনও মতে তাই গলাধঃকরণ করিয়াই তিনি আপিসে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর স্থানান্তরিত হইবার প্রস্তাব শুনিয়াই ভাগীরথী কহিলেন, "তা আমায় বরং আজ রাত্তিরেই বাড়ী পাঠিয়ে দে না যোগীন? পরের বাড়ীতে—কোথায় গিয়ে থাক্‌ব——"

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "না, না, সে হয় না পিসিমা। এসেছ, কদিন থাক। কালীঘাটে যাবে, আরও কত দেখ্‌বে শুন্‌বে, শেষে পাঠিয়ে দেবো। অনিল আমার আপনার ভেয়ের মত। সেখানে কোনও অসুবিধে তোমার হবে না।"

"তোদের দেখ্‌তে পাব ত বাবা ?"

"পাবে না ! বল কি পিসিমা ? রোজ যাব। আফিস থেকে ফির্‌বার সময়, তোমার পাতের ভাত দুটি খেয়ে আস্‌ব। রোজই দুটি ক'রে পেসাদ রেখে দেবে আমার জন্যে—সেই আমার বিকেলের জল খাওয়া হবে। উর্ম্মি টুর্ম্মি ওরাও যখনই সময় হয়, তোমার কাছে যাবে,—গল্প সল্প ক'র্‌বে।"

ভাগীরথী আর অপত্তি করিলেন না।

৩

সেদিন শিবরাত্রি। দুপরের পর ভাগীরথী অনেকগুলি শিব গড়িয়া একখানি পিঁড়ির উপরে সাজাইয়া রাখিতে ছিলেন। উর্ম্মি আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। সকালে সন্ধ্যায় নয়,—কারণ তখন পৌত্তলিক আহ্নিকের সময়। মাত্র বেলা দুইটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েরা যখন ইচ্ছা অনিলবাবুর বাড়ীতে গিয়া দিদিমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারে, এইটুকু অনুমোদন তারা মাতার নিকটে পাইয়াছিল। শান্তিপ্রিয় যোগীন্দ্রনাথও এই আপোষে রাজি হইয়াছিলেন।

ঊর্ম্মি কহিল, "ওকি দিদিমা, অতগুলো মাটির ঢিপি বানিয়েছ কেন? কি হবে ওদিয়ে?"

"মাটির ঢিপি! ওমা, মেয়ে বলে কি? অবাক্ ক'ল্লে! মাটির ঢিপি কিলো?"

"তবে কি ও গুলো?"

"ও ত শিব। আজ শিবরাত্তির যে। কেন, তোরা শিবও দেখিস্ নি কখনও?"

"শিব! ওই তোমাদের মহাদেব ত? সে ত ছবি টবিতে দেখেছি। তা ত ও রকম মাটির ঢিপির মত নয়?"

ভাগীরথী কহিলেন, "ওই ছবিতে যে মহাদেব দেখেছিস্, এই শিবও তিনিই। এও তাঁর এক মূর্ত্তি।"

ঊর্ম্মি হাসিয়া কহিল, "এও নাকি আবার মূর্ত্তি! এ ত মাটির পুতুল—যা তোমরা পূজো কর—তাও হয় নি! হাত নেই, পা নেই, নাকমুখ চোক্ কিচ্ছু নেই—কেবল এক একটা মাথার মত বের ক'রে দিয়েছ!"

ভাগীরথী আবার হাসিয়া কহিলেন, "পাগলীর কথা শোন! শিব ত এই রকমই!"

"ওই গুলো পূজো ক'র্‌বে নাকি?"

"ছি দিদি! গুলো গুলো ব'ল্‌তে নেই। এঁরা হ'লেন দেবতা!"

"হুঁ। দেবতা ত ভারী! ওই সব ঢিপিগুলো আমিই ভেঙ্গে এক্ষুণি একটা মাটির দলা ক'রে ফেল্‌তে পারি। দেবতা ত তোমার এই!"

ভাগীরথী পিঁড়িখানি পিছনের দিকে একটু সরাইয়া রাখিলেন; কে জানে, চপলা বালিকা সত্যই যদি এইরূপ একটা বিগর্হিত কার্য্য করিয়া ফেলে! দেবতার কোপে অমঙ্গল যাহা হইবার, তাহা ত হইবেই, আবার এতগুলি শিব তাঁহাকে ফের গড়িতে হইবে। শেষে হাসিয়া কহিলেন, "তা পার্‌বি নে কেন? আমিও পারি। হাতে গড়া জিনিষ ভাঙ্গ্‌তে কে না পারে?"

"হাতে গ'ড়ে হাতে ভাঙ্গা যায়, সে আবার কেমন দেবতা তোমাদের দিদিমা?"

"কি ক'র্‌ব দিদি? ভক্তি তেমন নেই, দেবতা নিজে ত মূর্ত্তি ধ'রে দেখা দেবেন না! কাজেই হাতে গ'ড়ে নিতে হয়।"

"হাতে গ'ড়ে নিলে ত সে পুতুল হ'ল।"

"পুতুল! ওমা, পুতুল কেন হবে? পুতুল নিয়ে ত খেলা করে? তা কি পূজো কেউ করে? এই যে শিব গড়িয়েছি,—পূজো যখন ক'র্‌ব, এর মধ্যেই আমার দেবতা আস্‌বেন। মনে মনে এতেই আমার দেবতাকে তখন দেখ্‌তে পাব।"

উর্ম্মি একটু হাসিয়া কহিল, "দেবতা ত তোমাদের সেই মহাদেব, যার ছবি দেখেছি! তা সে মহাদেব কে তা জান?"

"ওমা, তাই যদি জান্‌ব, তা হ'লে আর এই পাপের বোঝা ব'য়ে এখনও এই পিত্থিমীতে প'ড়ে আছি? কবে যে ত'রে যেতাম!"

"তা এই সব ভুল থেকে ত'রে যেতে চাও কি দিদিমা? বড় একজন পণ্ডিত অনেক গবেষণা ক'রে এর তত্ত্ব বের ক'রেছেন।"

"তা পণ্ডিত যোগীঋষিরাই ত এর তত্ত্ব জানেন। " আমরা মুখ্যু মেয়ে মানুষ—কি আর জানব?"

"ও দিদিমা, ইনি তোমাদের সেকেলে যোগীঋষি দলের পণ্ডিত কেউ নন! তারা ত এ সব তত্ত্ব খুবই বুঝ্‌ত! ইনি হলেন এ কালের একজন বড় প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত।"

"পেত্নীতত্ত্বের পণ্ডিত! ও তাই বল্‌। তা মহাদেব হ'লেন ভূতনাথ, ভূতের সাথে সাথে পেত্নী ত থাক্‌বেই। তা পেত্নীতত্ত্ব যে জানে, ভূতের তত্ত্ব সে ত জানবেই। আর তা হলে ভূতনাথ মহাদেবের তত্ত্বই বা জান্‌বে না কেন?"

উর্ম্মি হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিস্মিতা ভাগীরথী কহিলেন, "হাসলি যে বড়? ওলো, এ সব হাসির কথা নয়। তোরা বেম্মজ্ঞানী কিনা, কিছু মানিস্‌নে, তাই দেবতার কথায় এত হাস্‌ছিস্‌। তা হাস্‌তে নেই বাছা, ওতে অকল্যেণ হয়।"

উর্ম্মি কহিল, "আমি বল্‌ছিলাম কি দিদিমা—ভূতপেত্নীর কথা নয়। পেত্নীতত্ত্ব নয়—হি—হি—হি!—প্রত্নতত্ত্ব—প্রত্নতত্ত্ব।"

"আমিও ত তাই ব'লছি! তোরা না হয় ভূতকে পেত্ন বলিস—যেমন পেত্ন আর পেত্নী,—আমরা বলি ভূত আর পেত্নী। একই ত কথা হ'ল,—"

"নাঃ, তোমার সঙ্গে আর পারব না দিদিমা। আচ্ছা পেত্ন-পেত্নীর কথা এখন থাক্। বড় একজন পণ্ডিত অনেক আলোচনা ক'রে যা বলেছেন—যদি শোন ত বলি।"

"তা বল্ না! নতুন তত্ত্ব যদি কিছু পাই, সে ত ভাগ্যির কথা।"

"আচ্ছা, তা হ'লে শোন। ওই যে মহাদেবের পূজো তোমরা কর, ও দেবতা টেবতা কিচ্ছু নয়। দেবতা ত কিছু নেই-ই, সব তোমাদের মনগড়া পুতুল,—তা ও মহাদেব সেই মনগড়া পুতুলও নয়। সেকেলে একজন বিলেতের লোক—খুব তেজী আর জোয়ান ছিল—ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এদেশে এসেছিল।"

"ওমা, বলে কি মেয়ে!"

"শোনই আগে। অনেক কাল আগে—কত হাজার বচ্ছর আগে—সে দেশের লোক সব একেবারে বুনো ছিল, বনের জন্তু সব মেরে কাঁচা তাই খেত, আর তা'র চামড়া প'রত, হাড়টাড় গুলোও গেঁথে মালা টালা ক'রে তাই দিয়ে সাজ্‌ত। নাইত না, মাথায় চিরুণী দিত না, তাই চুলটুলগুলো জটা বেঁধে থাক্‌ত।"

"তা থাক্‌ত। তাই বলে মহাদেব কেন বুনো সাহেব হ'তে যাবেন?"

"তা ছাড়া আর কে হবেন ? গায়ের রংও যে একেবারে সাদা, ঠিক সাহেবদের মত। এদেশের লোক ত কাল।"

"তা মহাদেব ত আর এদেশের লোক নন, দেবতা। তার গায়ের রঙ সাদা হতে বাধা কি ?"

"দেবতা হ'লে ত ? তা শোনই কথাটা। সেই লোকটা ত এদেশে এল। দেশ-বিদেশে যাবার ঝোঁক সাহেবদের তখনও বেশ ছিল। এদেশে তখন অনার্য্য জাতির বাস ছিল মেলাই, তাদের সব রঙ একেবারে কাল, আর বড় বিকট চেহারা। কেউ গাছের পাতা জুড়ে প'র্‌ত, কেউ বা একেবারে ন্যাংটাই থাকৃত। তা সাদা সেই জঙ্গলী সাহেবটা এদেশে না এসে, একদল লোক জুটিয়ে নিয়ে হিমালয় অঞ্চলের একটা পাহাড়ী জঙ্গলী দেশ দখল ক'র্ত্তে চাইল। তখন সেখানকার একটা দুর্দ্দান্ত অনার্য্য জাতির সঙ্গে গেল তার যুদ্ধ বেধে। অনার্য্যদের এক রাণী কি রাজকন্যে যেই হ'ক্—খাঁড়া হাতে ক'রে যুদ্ধ ক'র্ত্তে এল, আরও কত কাল কাল ন্যাংটা মেয়ে খাঁড়া তুলে নাচ্‌তে নাচ্‌তে তার সঙ্গে এল। একযোগ হ'য়ে হাক্ ডাক ছেড়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ তারা বাধিয়ে দিল। তাই সেই মেয়েগুলোর নাম হ'ল শেষে হাকিনী ডাকিনী যোগিনী আর খুব কাল ব'লে তাদের সেই সর্দ্দার মেয়েটার নাম হ'ল কালী। খুব যুদ্ধ হল, কাটাকাটি রক্তারক্তি—সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার! লাফাতে লাফাতে শেষে কালী গিয়ে সেই সাদা

সাহেবটাকে চিৎ ক'রে ফেলে তার বুকের উপর পা চেপে দাঁড়াল। হার মেনে সাহেব তখন হাত জোড় ক'রে বল্লে, "দোহাই কাল আদমীর মেয়ে। আমায় মেরো না! আমিও রাজার ছেলে, যদি বল তোমাকে আমি বিয়ে কর্‌ব।' কালী তখন লজ্জা পেয়ে জিবে কামড় দিয়ে একটু হাস্‌ল।—তারপর তাদের বিয়ে হ'ল, রাজা আর রাণী হ'য়ে দু'জনে সেই দেশটা তারা শাসন ক'রতে লাগল। এমন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা হ'ল, অমন রাজা আর অমন যোদ্ধারাণী,—ম'রে গেলে সেই জঙ্গলী লোকেরা তাদের দেবতা ব'লে মূর্ত্তি গ'ড়ে পূজো ক'ত্তে আরম্ভ ক'র্‌লে। এই হিন্দুদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যেরা শেষে পাহাড়ী সেই অনার্য্যদের কাছ থেকে এই দুই মনগড়া দেবতার পূজো শিখে নিয়েছে। তাদের কাছে খুব বড় দেবতা ব'লে তারা মহাদেব নাম তাকে দেয়। বিলেতের সেই জঙ্গলী রাজপুত্রের আসল নাম সিওয়াল্ড বা সিবাল্ড—তাই থেকে এদেশে শিব নাম হ'য়েছে।—বুঝলে দিদিমা, তোমরা যে শিবের পূজো কর, সে শিব কেমন দেবতা, আর কালাই বা কেমন দেবী?"

ভাগীরথী হাসিয়া কহিলেন "হাঁ বুঝলাম। তোদের এই পেত্নী-তত্ত্বের পণ্ডিতের ঘাড়ে কোন বিলাতী পেত্নী এসে ভর ক'রেছিল বুঝি? নইলে দেবতা নিয়ে এমন কথাও কেউ বলে?"

উর্ম্মি কহিল, "না—না, বাজে কথা নয় দিদিমা! সত্যি খুব

পণ্ডিত তিনি। অনেক গবেষণা ক'রে, অনেক প্রমাণ দেখিয়ে, এই তত্ত্ব খাড়া ক'রেচেন। শুধু এই নয়! তোমাদের ওই যে সরস্বতী দেবতা—"

"সেও বুঝি ওই জঙ্গলী সাহেব শিবের মেয়ে?"

"হাঁ, তাই তিনি বলেন। এই দেখনা, তোমাদের সব দেবতা হ'ল্‌দে, লাল, কাল, নীল এই সব রঙের,—কেবল মহাদেব সাদা আর সরস্বতী সাদা।—"

"কেন গঙ্গাও ত সাদা।"

"বটে! তাই নাকি! এই ঠিক হ'য়েছে তবে! তাঁকে লিখে পাঠাতে হবে, নতুন গবেষণার একটা সূত্র পাবেন। তিনি বলেন, সেই শিব আগে তাদের দেশে একটা বিয়ে ক'রেছিল। একটি মেয়ে হয়,—রাজা হ'য়ে শেষে সেই মেয়েটিকে এদেশে নিয়ে আসে! খুব ভালবাস্‌ত, লেখা-পড়াটড়াও খুব শেখায়, গান বাজনাও শেখায়। সেই মেয়ে হ'ল তোমাদের সরস্বতী। তবে সেই মেয়ের মা যে কে, সে শেষে কি ক'র্‌ল, কি হ'ল তার, এ সব তিনি ঠিক বুঝতে পারেন নি। তাই অনুমান ক'রে ব'লেছেন সে স্ত্রী তখন ম'রে গিয়েছিল। গঙ্গা, দুর্গা চণ্ডী, এই সব স্ত্রীকে পরে তিনি এ দেশেই বিয়ে করেন। বদ নিয়ম এদেশে বরাবরই আছে।—তা গঙ্গা যখন সাদা ব'লছ, তা হ'লে সে নিশ্চয়ই শিবের সেই আগেকার বিলিতী বউ, সরস্বতীর মা। হাঁ,

ঠিক হ'য়েছে। ওঁকে লিখে পাঠাতে হবে। এই সূত্র পেলে তিনি হয়ত আরও কত তত্ত্ব বে'র ক'ত্তে পারবেন !"

"এ গল্প কোথায় প'ড়লে উর্ম্মি ? কে লিখেছে ?"—

একটি যুবক পাশেই একটা ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া উর্ম্মির এই কথা শুনিতেছিল ;—এখন অগ্রসর হইয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।—

"এই যে অরু ! হাঁ, শুন্‌লি ত দাদা, উর্মি কি ব'ল্‌ছে ? তা তোদের ইংরেজিশেখা পণ্ডিতরা কি এই সব পেত্নীতত্ত্ব বইতে লেখে নাকি ?"

অরুণ—(অনিলবাবুর পুত্র) উত্তর করিল, "হাঁ, তা হরেক রকম পেত্নীতত্ত্ব লেখে বই কি ! তবে এত বড় একটা পেত্নীতত্ত্ব—সেই হাজার হাজার বছর আগে বিলিতী ভূত-পেত্নীর সঙ্গে এদেশী ভূতপেত্নীদের এমন একটা আশ্চর্য্য যোগাযোগের তত্ত্ব—কই, দেখিনি ত কাউকে লিখতে এখনও। লোকটার পাগলা কল্পনার লাফটা খুব লম্বা বটে। একেবারে লঙ্কা টঙ্কা ডিঙ্গিয়ে গিয়ে কোথায় প'ড়েছে ! কে এ উর্ম্মি ?—কোন্ কাগজওয়ালা এই মৌলিক প্রবন্ধ বের ক'রেছে ?"

উর্ম্মি কহিল, "কেন আপনি পড়েন নি ? 'নবযুগ' পত্রিকায় গেল মাসে তরঙ্গ বাবুর এই প্রবন্ধ বেরিয়েছে। শুনেছি মৌলিক গবেষণায় তাঁর খুব নাম আছে।"

"কই, শুনিনি ত। কে ব'লেছে ?"

"মা ব'লেছেন। তিনিই প্রবন্ধটা আমাকে পড়তে দিলেন।"

"ও! তা কথাগুলো যা ব'লেছেন, খুব মৌলিক বই কি ? হাঁ, আর একটা কথাও তাঁকে লিখে দিতে পার! পুরাণে বলে গঙ্গা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন। তা হ'লে, একেবারেই তিনি এই জঙ্গলী সাহেবের সেই হারান বিবি বউ।"

"আপনি ঠাট্টা ক'চ্ছেন—যান্!"

"তা যাই করি, তুমি লিখে দিওনা,—দেখো, আগামী মাসে আর একটা প্রবন্ধ বেরোবে, এই তত্ত্ব নিয়ে। আর তোমার কাছে এই রহস্যের সূত্রটা পেয়েছেন, তাও স্বীকার ক'রে কৃতজ্ঞতা জানাবেন। তোমারও বড় একটা নাম বেরিয়ে যাবে।"

ঊর্ম্মি একটু লজ্জা পাইয়া কহিল, "যান,—আপনি ঠাট্টা ক'চ্চেন আমি লিখব না কিছু। তা আপনি কি বলেন ? শিব কালী গঙ্গা এরা কারা ?, এদের কথা একেবারে মনগড়া মিছে গল্প ব'লে উড়িয়ে দিতে চান ?"

"আমরা চাইলেই বা এঁরা উড়ে যান্ কই ? "দেশের হাজার হাজার লোকের ভক্তিপূজোর ভারে যে এঁরা দেশের মনটা প্রাণটা ভ'রে বেশ শক্ত হ'য়েই চেপে ব'সে আছেন।"

"আপনিও কি এদের দেবতা ব'লে মানেন ?"

"আমি! আমি তা মান্‌তেও শিখিনি, না মান্‌তেও শিখিনি। আর আমার মানা না মানায় এঁদের এসে যায়ই বা কি? আমি ত নগণ্য একটা লোক মোটে।"

"কেন, আমরাও ত মানি না।"

"তোমরাই বা কটি লোক দেশের? তোমরা কটি হাজার লোক মোটে 'না' 'না' ক'চ্ছ,—আর কোটি কোটি দেশের লোক উচ্চকণ্ঠে 'হাঁ' 'হাঁ' ব'লে এঁদের জয়জয়কার তুল্‌ছে। তোমাদের এই 'না'র মূলে শক্ত কি ভিত্তি আছে বুঝিনে। কিন্তু এঁদের এই 'হাঁ'র মূলে বিরাট যে ভক্তির ভিত আছে, তার তল পাওয়া যায় না,—হাজার হাজার বছরের অনেক ঘা-গুতোতেও তা টলেনি। দুটো ফাঁকা গল্প রচনা ক'রে, কি দুটো টিটকারী দিয়ে তুমি আমি আজ পার্‌ব তাই টলাতে? এই ত দিদিমা আছেন, একেবারে সেকেলে বুড়ী, লেখাপড়া কিছু শেখেন নি—এই ত এত বড় একটা পণ্ডিতী গল্প ব'ল্লে—উনি হাস্‌ছেন। কোনও যুক্তি দিয়ে তোমার গল্প উনি কাটাতে পার্‌বেন না। কিন্তু ওঁর ভক্তি বিশ্বাস কি একটুও এতে টলেছে?"

উর্ম্মি কহিল, "হাঁ, দিদিমা, এই যে কথাটা শুন্‌লে—সত্যি ব'লে মনে হয় না? না হয় ধর সত্যি হ'তেও ত পারে।"

ভাগীরথী হাসিয়া কহিলেন, "কি তোর ওই পেত্নীর কথা! আ পোড়া কপাল। তা তুই কি ব'ল্‌ছিস্‌, ওই কথা শুনেছি,

আর অম্‌নি এই শিবগুলি সব পূজো না ক'রে রাস্তায় ফেলে দেব! হি—হি—হি!"

"পূজোই বা কেন ক'র্‌বে?"

"কেন ক'র্‌ব? দেবতা—তাঁর পূজো ক'র্‌ব না! ওমা ব'লে কি? তোরাও ত দেবতা একটা মানিস্—না হয় বেহ্মই তাকে বলিস্—তাঁকে পূজো ক'রিস্‌নে?"

"তা করি বই কি? তিনি হ'লেন এক সত্য দেবতা—"

"আর আমাদের শিব কালী দুর্গা এঁরা বুঝি সব মিথ্যে দেবতা? কেন, কে ব'লেছে?"

অরুণ হাসিয়া কহিল, "এইবার ঠ'কেছ উর্ম্মি? এখন কি জবাব দেব দিদিমাকে? তোমরা যে মিথ্যে বল, তার প্রমাণ কি?"

"প্রমাণ—কেন, এর আবার প্রমাণ লাগে নাকি? পৃথিবীর সব সভ্য উন্নত দেশের লোকে জানে, ঈশ্বর এক, তিনি ছাড়া আর কোনও দেবতা নাই। আমাদের বিবেকও বলে, তিনি এক অদ্বিতীয়।"

অরুণ কহিল, "এইখানে বড় জটিল দুটি ভুল ব'ল্লে উর্ম্মি এটাকে যদি প্রমাণ ধ'রে থাক, তবে প্রমাণ হবে না।"

"কেন?—কিসে ভুল ব'ল্লুম।

অরুণ উত্তর করিল, "প্রথম, সভ্য আর উন্নত দেশ কোন-

গুলো? কিসে তারা সভ্য আর উন্নত? ব'লবে ইয়োরোপ। তা, তারা পার্থিব দশটা বিষয়ে যতই সভ্য আর উন্নত হ'ক, ধর্ম্মেও যে সব চেয়ে উন্নত, একথা সকলে স্বীকার করেন না। হ'লেও, তারা সবাই ঠিক এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরই মানে না। তারা খৃষ্ট মানে, আরও কত জ্যোতির্ময় দেবপুরুষ মানে, যারা স্বর্গে জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরকে ঘিরে তাঁর স্তুতি গান কচ্চেন।"

"হুঁ—"

আনন্দ বলিতে লাগিল, "তোমরা ঈশ্বরকে যে ভাবে মান, তার সঙ্গে এর কতটা মিল আছে, ভেবে দেখ দিকি? বৌদ্ধরাও অনেক দেবতা মানে। তারপর, আজকাল যতই তোমরা অবজ্ঞা কর, প্রাচীন হিন্দুরা সভ্যতায় বেশ উন্নত ছিলেন ব'লে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেন। তোমাদের উপাস্য ব্রহ্ম নাম তাঁদের, ব্রহ্মের ধারণাও তাঁদের। ব্রহ্ম উপরের কর্ত্তা, তার নীচে তাঁর থেকেই জাত অনেক দেবতা তাঁরা মান্‌তেন। তা হ'লে দেখ, পৃথিবীর কত বেশী লোক এক ঈশ্বর ছাড়া, আরও কত দেবতা মানে! তারপর বিবেকের কথা ব'লছ? বিবেক তোমার আছে, আবার দিদিমারও আছে! তোমার বিবেক হয়ত বলে, এক ঈশ্বর ছাড়া আর দেবতা নাই। দিদিমার বিবেক সে কথা একেবারেই মান্‌বেনা। সে নিঃকুণ্ঠ হ'য়ে ব'লবে, শিব, দুর্গা, কালী, গঙ্গা—এঁরাও সব আছেন, মানুষের ভক্তির পূজা নেন, ভক্তকে দয়া করেন।"

ঊর্ম্মি কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "কি জানি, এ সব কথা ত আজ নতুন শুনছি,—কক্ষণো আর শুনি নি। তা আপনিও কি দিদিমার মত এই সব মেলাই দেবতা মানেন ?"

"আমি! আমি ত ব'লেছি, এ সব মানতেও শিখিনি, না মানতেও শিখিনি। মনটা কোনও দিকে বাঁধা পড়ে নি, খোলাই আছে। তবে এ সব কথা কিছু কিছু আলোচনা ক'রেছি,—তাতে এই বুঝেছি, যারা পাঁচ দেবতা মানে, তারা এমন একটা ভুল কি পাপ কিছু করে না।"

"তা হবে। কিন্তু আপনি যে ব'ল্লেন, মনটা কোনও দিকে বাঁধা পড়েনি, খোলা আছে,—তা কি থাকে ? একদিকে না একদিকে টানবেই একটু। তা কোন্ দিকে আপনার মন টানে ?"

অরুণ একটু ভাবিয়া কহিল, "এদ্দিন ত কোনও দিকেই ঠিক টানে নি। তবে এই কদ্দিন ধরে দিদিমার পূজো টুজো দেখ্ছি,—ওঁর ভক্তি আঁর নিষ্ঠা আর তার প্রেরণায় হাসিমুখে যে কঠোরতা উনি করেন, তা যখন দেখি, এক একবার ইচ্ছে হয়, ওঁর মত এই রকম পূজো আমিও করি। যে বিশ্বাস আর যে ভক্তির পূজো মানুষের মনকে এমন তন্ময় ক'র্ত্তে পারে, আরাম বিরাম সুখ সব ভুলিয়ে রাখ্তে পারে, তার ভিত্তি মিথ্যা আমি ব'লতে পারি নে।"

উর্ম্মি ধীরে ধীরে কহিল, "আমার ইচ্ছে করে, দিদিমার পূজো একটু দেখি। কখনও ত দেখিনি।"

অরুণ কহিল, "তা বেশ ত,—আজ শিবরাত্রি, সারাদিন উপোস ক'রে আছেন, সারারাত ব'সে শিবপূজো ক'রবেন। তা থাক না? যতক্ষণ পার, দেখবে,—তারপর যাবে।"

"সর্ব্বনাশ! তা হ'লে মা যে আস্ত রাখবেন না। তাঁর কড়া হুকুম, সন্ধ্যে হ'লে আর এখানে না থাকি।"

"কেন! পাছে, দিদিমার পূজো আহ্নিক কিছু চোখে পড়ে?"

উর্ম্মি একটু হাসিল,—কিছু বলিল না। অরুণ কহিল, "তা মাকে বলব, তিনি ব'লে পাঠাবেন, খাওয়া দাওয়া ক'রে যাবে।"

"না, ছি! মাকে ফাঁকি দেব?"

অরুণ একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "সেটা অবিশ্যি ঠিক হয় না। তবে তোমাদের মাও যে বড় একটা ফাঁকি তোমাদের দিয়ে রাখছেন। একটা গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রেখেছেন,—নিষেধের একটা শক্ত প্রাচীর তুলে, তার বাইরে যে ধর্ম্মের কত বড় একটা বিস্তৃত বিচিত্র ক্ষেত্র র'য়েছে, তা একেবারেই তোমাদের দেখতে দিচ্চেন না।"

উর্ম্মি কহিল, "সেটা বোধহয় ঠিক। কিন্তু তা হ'লেও—তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সেটা দেখবার চেষ্টা করা বোধ হয় উচিত হবে না।"

কি বল দিদিমা? তোমার ভক্তি পূজো দেখ্‌তে থাক্‌ব? মা কিন্তু বারণ ক'রেছেন।"

"বারণ ক'রেছে, থাক্‌বি কি ক'রে লো? তুই মেয়ে সন্তান, এখনও বে হয়নি, বাপমার অবাধ্য হ'তে আছে? আর পূজোর দেখ্‌বি কি? কোনও ঘটা ত আর হবে না? ঘরে চুপচাপ ব'সে কেবল একলাটি আমিই পূজো ক'র্‌ব। তাতে আর দেখবার কি আছে?"

"কখনও দেখিনি যে। কেমন ভক্তি ক'রে পূজো কর, তাই একবার দেখ্‌তাম।"

"পাগলের কথা শোন! ভক্তি কি দেখাবার জিনিষ? আর ভক্তিই বা কি ছাই আমার হয়! আবার তোরা সাম্‌নে যদি ব'সিস্‌ সেই ভক্তি দেখবি বলে—হি—হি—হি! তা হ'লে হবে কি জানিস্‌? ঠাকুরের দিকে ত মন যাবে না,—কেবল এই ভাব্‌ব, ভক্তি হ'ক্‌ না হ'ক্‌—তোদের কি ক'রে দেখাব ঠাকুরকে কত ভক্তি ক'রে পূজো কচ্চি! হি–হি–হি! আমার পূজোই যে হবে না!—না দিদি, তুই ঘরেই যা। আমি আর কি ভক্তি দেখাব? ঠাকুর যদি দয়া করেন, ভক্তি আপনিই হবে। তোর মা বাপ যতই বেঁধে ছেঁদে রাখুক,—বাঁধন ছিঁড়ে তিনিই বের ক'রে নেবেন।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই উর্ম্মি ঘরে ফিরিয়া গেল। বড় তীব্র এই

অনুভূতির বেদনা তার চিত্তে সে আজ বহিয়া নিয়া গেল, স্বাধীনতা বা মুক্তির বহু বাগাড়ম্বরের মধ্যে কত ছোট গণ্ডীর ভিতর কি শক্ত বাঁধনে সে বাঁধা আছে !

নূতন বার্ত্তায় যে নূতন সাড়া সে আজ পাইল, এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তার দিকে মুখ ফিরাইয়া বাহিরে কোনও সন্ধান তার নিবে, তার সন্ত[illegible]ও সে কিছু দেখিতে পাইতেছিল না। বন্ধনটা তাই [illegible] বড়ই তিক্ত, বড়ই ক্লেশকর বলিয়া তার মনে হইতেছিল

৪

"বাবা !"

আজ রবিবার,—[illegible] তাঁহার বসিবার ঘরে আরাম কেদারা খানির উপরে [illegible] দিয়া কি একটা বই দেখিতে-ছিলেন। অনসূয়া উপরে নি[illegible]। বড় ছেলেরা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে, ছোট ছে[illegible]মেয়ে[illegible] আ[illegible] ছুটি পাইয়া দিদিমার কাছে গিয়া গল্প শুনিতেছে। উ[illegible] ধী[illegible] ধীরে পিতার কাছে গিয়া ডাকিল—"বাবা !"

যোগীন্দ্রনাথ অলসভাবে চক্ষু ফিরা[illegible] কহি[illegible], "কিরে উর্ম্মি, কি ? আজ রবিবার, দিদিমার কাছে যা[illegible] ?"

"যাব—এই খানিকটে বাদে। ওরা গে[illegible] [illegible]কে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্ব বাবা।"

"কি কথা রে আবার? আর কোনও নতুন তত্ত্ব কোনও কাগজে প'ড়েছিস্ নাকি?"

"না না, তা কিছু নয়। তবে মনে একটা কথা ক'দিন ভাবছি—তাই।"

"কি কথা রে? বায়োস্কোপ দেখতে যাবি নাকি? না বন্ধুদের একটা পার্টি দিবি, না দল বেঁধে কোথাও বেড়াতে যাবার মতলব ঠাউরেছিস্? না সভা ক'রে রচনা পড়্বি, আবৃত্তির লড়াই ক'র্বি?"

"এই দেখ! বাবা যেন কি! আমরা বুঝি কেবল তাই-ই ভাবি।"

"তা কই, আর ত বড় কিছু ভাব্তে দেখি নে।"

ঊর্ম্মি গম্ভীরভাবে একটি নিশ্বাস ছাড়িল। সত্যই ত! ইহার উপরে গুরু কোনও চিন্তা কি কর্ম্ম জীবনে তাদের কি আছে? সপ্তাহে একদিন সমাজমন্দিরে—তাও প্রত্যেক রবিবারে যাওয়া ঘটে না। সেখানেই বা কি? ঐ একটানা সুরে এক কথাই ত বাল্যাবধি শুনিতেছে! কই, তেমন কোনও গভীর ভাবের স্পন্দন কি চিন্তার উন্মেষ প্রাণে কখনও ত বড় উঠে নাই! গৃহে পিতা হাসি গল্প করেন, সস্নেহ আদরে তাহাদের যত আবদার পালন করেন,—আর মাতার ধর্ম্মশিক্ষা—সে ত কেবলই নিষেধের কড়া শাসন, কোনও কর্ম্মের দিকে সাধনার দিকে চিত্তের আনন্দময়

অভিনিবেশ হয়, কই, এমন ত কোনও প্রেরণা তারা কখনও পায় নাই! উর্ম্মি আবার বড় গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িল।

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "কি রে, কি কথা ভাবছিস্? আর একটা বড় কাজ ত আছে—ভালবাসা আর বিয়ে। তার কিছু সম্ভাবনা ঘটেছে নাকি রে? নতুন বিলেত থেকে এবার কে কে এসেছে, না? তোদের মেয়েমহলে খুব একটা সাড়া প'ড়ে গেছে বুঝি?"

"যাও! তুমি যে কি বল বাবা! ছি! তাই বুঝি তোমায় আমি ব'লতে এসেছি!"

"কি তবে ব'লতে এসেছিস্? ব'লেই ফেল্ না শুনি?"

একখানি চৌকি টানিয়া উর্ম্মি পিতার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। একটুকাল নতমুখে থাকিয়া পিতার মুখপানে চাহিয়া সলজ্জ বড় মধুর একটু হাসিল, কহিল, "কদিন থেকে একটা কথা কেবলই ভাব ছি বাবা———"

"কি?"

"আচ্ছা, এদেশে হিন্দুদের যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম—তা কি একেবারেই খারাপ সব?"

যোগীন্দ্রনাথ একটু বিস্মিতভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন,—তারপর হাসিয়া কহিলেন,—"আমরা ত তাই বলি।"

"কেন?"

"কেন ?" যোগীন্দ্রনাথ তেমনই একটু হাসিয়া কহিলেন, "তা যে ব'ল্‌তেই হবে। নইলে—আলাদা হ'য়ে আমাদের আলাদা একটা ধর্ম্ম গ'ড়ে নেবার সার্থকতা কি থাকৃতে পারে ?"

"এ কি একটা কথা হ'ল বাবা ? তোমরা আলাদা হ'য়েছ,—ধর যদি ভুল বুঝেই হয়ে থাক, তাই ব'লে সে ভুলটা স্বীকার না ক'রে, কেবল জোর ক'রেই ব'ল্‌বে—ওদের ওটা মন্দ—ওটা মন্দ—ওটা মন্দ,—বাইরের এইটেই আমাদের কেবল ভাল !"

"তা ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালে ঘরটা মন্দই কেবল ভাবতে হয়, তার মন্দটাই কেবল দেখতে হয়,—নইলে সেই বাইরে কেউ দাঁড়াতে পারে না।"

"সত্যিই যদি মন্দ না হয় ? উপর উপর একটু মন্দ যাই দেখাক্, ভিতরে যদি বাস্তবিকই অনেক ভাল থাকে—যা হয় ত আগে দেখতে পাওনি—এখন খোলা চোকে তলিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে,—এমন যদি হয়—তবে ?"

"তবে—না, এখন আর তা না দেখাই আমাদের ভাল উর্ম্মি। ঘরে যে ফিরে যাবার যো নেই।"

বলিতে বলিতে যোগীন্দ্রনাথ সত্যই একটু গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, একটি দীর্ঘনিশ্বাসও নির্গত হইল।

উর্ম্মি কহিল, "তা—তাই ব'লে সত্য যা দেখবে না ? সত্যকে স্বীকার ক'র্‌বে না ? না হয়, ও ঘরে—তারা না নেয় নেই

গেলে। কিন্তু বাইরে কি ঐ সব ভাল নিয়ে অম্‌নি ঘর আবার বাঁধা যায় না?"

যোগীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "সবাই যদি দেখে—ভাল যদি থাকে আর তা দেখে—সবাই যদি তাই স্বীকার ক'রে নেয়—তবে তা হ'তেও বা পারে।"

"ভাল কিছু আছে কিনা—তোমরা যে দেখ্‌তেই চাওনা বাবা?"

"না, তা আর চাই কই? তবে আজকাল জোর ক'রেই দুই একটা সত্য চোকে এসে যেন ধাক্কা দিয়ে প'ড়ছে। তা আমরাও তেম্‌নি ধাক্কা দিয়ে আবার ঠেলে সেগুলোকে দূরে সরিয়ে দেবারই চেষ্টা করি।"

ঊর্ম্মি কহিল, "আমার বড় জান্‌তে ইচ্ছে করে বাবা, ভাল ক'রে খুঁজে সব দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। মন্দ যা তোমরা বল, কেন মন্দ, সব খুঁৎখুতি মিটিয়ে তল পর্য্যন্ত সব দেখে বুঝে, তবে তাকে মন্দ বল্‌তে চাই। আর সবই যে মন্দ, তা কখনও হ'তে পারে না। ভাল যা আছে, তাও আদর করে মাথায় তুলে নিতে ইচ্ছে হয়। তুমি কি ওর ভাল মন্দ সব পরীক্ষে করে দেখছ বাবা?"

"না মা, সেটা ব'ল্‌তে পারিনে।"

"তবে ছেড়ে এলে কেন?"

"ছেড়ে যেখানে এসেছি, সেটা হয় ত বেশী ভাল।"

"তাও কি তুলনা ক'রে দেখেছ? ওর সব কথা ওজন ক'রে আর এরও সব কথা ওজন ক'রে তুলনা করে দেখেছ কোন্‌টা বেশী ভাল?"

"তাই ত! এ সব কথা তোর মনে কোথেকে এলরে পাগ্‌লী?" একটু হাসিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে যোগীন্দ্রনাথ, কন্যার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

"তা——আস্‌তে কি নেই বাবা?"

"থাক্‌বে না কেন? তা—তোদের মা যে শক্ত পাচীর তুলে রেখেছেন, কোন ফাঁকে এ বুদ্ধিটা এল? হুঁ—বুঝেছি পিসিমা তোকে ভজাচ্চেন! সর্ব্বনাশ ক'রেছে! তোর মা যদি টের পান—অনর্থ ঘট্‌বে দেখ্‌ছি। একেবারে হাত পা বেঁধে কুলুপ দিয়ে ঘরে পুরে তোকে রেখে দেবেন। ওমুখো আর হ'তে পাবি না।"

উর্ম্মি বড় ভয় পাইল। কহিল, "না বাবা, মাকে ব'লো না কিছু। দোহাই তোমার। না, সত্যি ব'লৃছি, দিদিমা কিছু বলেন নি! তবে দিদিমা বড় ভাল,—তিনি যে ধর্ম্ম মানেন, খুব বড় একটা ভক্তি আর বিশ্বাস তাতে তাঁর আছে,, আর মনটাও তাতে বেশ ভাল আছে। ভুল কি মন্দ একটা ধর্ম্মে কি তা কখনও কারও হয়? এই ত সে দিন গেলাম, শিবরাত্তির ছিল, মেলাই মাটির শিব গড়াচ্ছিলেন——"

"হুঁ !—তারপর কি হ'ল ?

ঊর্ম্মি সেদিনকার সকল কথা—সে যাহা বলিয়াছিল, অরুণ যাহা কিছু বলিয়াছিল, সব সরলভাবে পিতার নিকট খুলিয়া বলিল। কথাগুলি সব তার মনে একেবারে গাঁথা ছিল।

কিছুকাল নীরবে কি ভাবিয়া যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "হুঁ! তা হ'লে দেখ্‌ছি, আমাদের এই গণ্ডীর বাঁধন ছাড়িয়ে যেতেই তোর মনটা একেবারে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে ঊর্ম্মি।"

"তোমাদেরও গণ্ডী বাবা! তোমাদেরও বাঁধন! বাঁধন ত তোমরা মান না,—মুক্তির কথা—স্বাধীনতার কথাই ত বল।"

"ওই ত মজা ঊর্ম্মি। বাঁধনের নিন্দে করি হিন্দুদের বাঁধন দেখিয়ে,—মুক্তির কথা বড় গলায় বলি তাদের দোষ ধ'রে। কিন্তু আমরা যে তাদের চেয়েও শক্ত বাঁধনে আমাদের বেঁধে ফেল্‌ছি, তাদের চেয়েও সঙ্কীর্ণ একটা গণ্ডী টেনে তার ভিতরেই হাকুপাকু কচ্চি, সেটা আদৌ ভাবি না। হিন্দুরা মূর্ত্তি গড়েও পূজো করে, সূর্য্য বায়ু আকাশ অগ্নি—যজ্ঞি ক'রে এদেরও আরাধনা করে,—আবার কেউবা যোগে ধ্যানে এক পরব্রহ্মের চিন্তাও করে। যার যেমন মন, যার যেমন শক্তি, যার যেমন ভক্তি, সেই ভাবেই সে তার দেবতাকে ধারণা করে নেয়, তার পূজা করে। ব্যবস্থাও সব রকম আছে। আর আমাদের কোন দেবমূর্ত্তি কি দেবতার পূজো দেখে হাজার ভক্তি কেন হ'ক না, সেখানে প্রণাম ক'রবার কি

অঞ্জলিটি দেবার যো নাই!—কড়া নিষেধ তাতে। কারও ভাল লাগুক কি না লাগুক, ঐ এক বাঁধা নিয়মে বাঁধা সুরে বাছা বাছা বাঁধা কয়টি কথা বলেই উপাসনা কত্তে হবে।"

ঊর্ম্মি কহিল "এই গণ্ডী ছেড়ে বাইরে যেতে যদি মন আমার উন্মুখ হ'য়ে থাকে বাবা, তা কি যেতে পাব না? গণ্ডীর মধ্যেই বেঁধে আমায় রাখ্‌বে?"

"বাইরে কি যেতেই চাস্—ঊর্ম্মি?"

"ঠিক জানিনে বাবা,—তবে বাইরেটা দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। সেথায় কি আছে, খুঁজে দেখতে মন বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। তোমার মেয়ে বাবা, আচার নিয়ম তোমার ঘরেরই পাল্‌ব।—কিন্তু একেবারে আড়াল ক'রে কেন রাখ্‌তে চাও বাবা? ওদের মধ্যে কি আছে, ওরা কি বলে, সত্যটা কি কেবল এই গণ্ডীর মধ্যেই বাঁধা আছে, না বাইরেও অনেক দূর ছড়িয়ে গেছে,—এ সব জান্‌তে কি দোষ বাবা?"

"দোষ—আমি কিছুই বলিনে।—তবে তোমার মা সেটা ই'চ্ছে কর্‌বেন না।"

"সেটা—না করা কি ঠিক বাবা? আমি শিখ্‌তে চাই—জান্‌তে চাই—দেখ্‌তে চাই। তুমি যদি বল বাবা, ওদের বই টই আমি পড়ব। যারা জানে এমন কাউকে পেলেও তার কাছে শিখব। মা যদি তাড়না করেন, কিচ্ছু ব'লব না বাবা,

ঝগড়া ঝাঁটি ক'র্বনা—চুপ করে সব স'য়ে থাক্‌ব। কিন্তু তবু—এসব একটু দেখ্‌তে শুন্‌তে আর শিখ্‌তে চাই বাবা। মানুষের জ্ঞানকে কি একটা বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে জোর ক'রে কারও ধ'রে রাখ্‌তে চাওয়া উচিত ?"

"মোটেই না।—কিন্তু দেখে শুনে প'ড়ে—মন যদি এই গণ্ডীর বাইরেই একেবারে টানে, তখন কি হবে উর্ম্মি ? কি ক'র্‌বি ?"

"জানি না বাবা। সে সমস্যার সিদ্ধান্ত তখনই হবে। তবে দিদিমা সেদিন বল্‌ছিলেন, ঠাকুর যদি দয়া করেন, ভক্তের পুজো চান, মন টেনে তিনিই নেবেন, কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না।"

"ঠাকুর কি কেবল বাইরেই আছেন উর্ম্মি ? গণ্ডীর মধ্যে কি তাঁকে পাওয়া যাবে না ?"

উর্ম্মি হাসিয়া উত্তর করিল, "তা কি আর ছেড়ে যেতে তিনি পারেন বাবা ?—তবে বাইরের কি ভিতরের—যদি টানেন—কোন্ ভাবের টানে আমাকে টান্‌বেন,—কে তা আজ বল্‌তে পারে বাবা ?"

৫

"দিদিমা !"

কে, উর্ম্মি ? আয় দিদি ! কেন, আজ যে প'ড়্‌তে যাস্‌নি দুপুরে ?"

"কলেজ আজ ছুটি আছে।—ভাবলাম যাই একবার দিদিমার

কাছে। গল্প সল্প ক'র্‌ব—শেষে পাতের ছুটি পেসাদ খেয়ে আসব। সব খেয়ে ফেলনি ত? ছুটি রেখেছ ত আমার জন্যে?"

"ভাত ত রাখি ছুটি ক'রে রোজ। তোর বাবা এসে খায়, ছেলেপিলেরাও এক একদিন এসে খেতে চায়। ঐ অরুণও এসে প্রায় দিন খেতে বসে,—বলে, দিদিমা, তোমার পেসাদ বড় ভাল লাগে। কিই বা রাঁধি আমি? তবে ওদের ঘরে নাকি রাঁধে বামুনে—"

"তা আজকে যা রেখেছ, আমাকে দেবে কিন্তু। আমি ত আর রোজ এসে খাইনে—"

"কপাল! আজ যে রাঁধিইনি মোটে! তা বলিস্‌ ত, রেঁধে দেব খন বরং——"

"রাঁধনি? কি খেয়েছ তবে?"

"খাইনি,—সন্ধ্যেবেলায় শিবপূজো ক'রে ফলটল কিছু খাব। আজ সোমবার কিনা—"

"সোমবারে কি?"

"সোমবারে দিনের বেলা উপোস থেকে সন্ধ্যেয় শিবপূজো ক'ত্তে হয়। তারপর কেউ হবিষ্যি করে, কেউ ফলটল কিছু খায়—যার যেমন সুবিধে।"

"মাগো! কি সোমবার এমনি উপোস্‌ কর!—এই ত শিব-রাত্তির সেদিন গেল।"

"শিবরাত্তির ত বছরে একদিন মোটে হয়। শিবের উপোস মাসে মাসে কেউ কেউ চতুর্দ্দশীতেও করে, আবার সোমবারেও করে। তা কি সোমবারে কি আর পারি দিদি? যেদিন পারি করি। রবিবারে স্যুয্যির উপোস ক'ত্তে হয়, মঙ্গলচণ্ডী আছে, হয় ত একটা একাদশীই মাঝে পড়ে গেল,—আবার অনাবস্যে পুন্নিমেতেও উপোস ক'ত্তে হয়। সব সোমবারে হ'য়ে উঠে কই দিদি?"

বিস্মিতা উর্ম্মি উত্তর করিল "বল কি দিদিমা! অবাক ক'ল্লে যে একেবারে! এত উপোস তোমাদের ক'ত্তে হয়? রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, আবার একাদশী, অমাবস্তে, পুন্নিমে—মাগো! হয় ত পরপরই ৪।৫টা উপোস প'ড়ে! সবই ক'ত্তে হয়? শাস্ত্রের শাসন—না ক'ল্লে লোকে ছাড়ে না?—বামুনরা আর গাঁয়ের মোড়লরা জোর ক'রে করায়? কি সর্ব্বনাশ!"

ভাগিরথী হাসিয়া উঠিলেন। 'ওমা, বলে কি মেয়ে? জোর ক'রে কেন করাবে! হাঁ, ঐ একাদশীটে বিধবাদের সবাইকেই ক'ত্তে হয়,—না ক'ল্লে পাপ আছে। তা অনেক যায়গায় যারা না পারে, জলটলও খায়। তাতে ত আর ক্লেশ এমন কিছু হয় না। তাও জোর করে আবার কে কোথায় এসে? কেউ খেলে কি আর তার মুখ চেপে কেউ এসে ধরে! তবে নিন্দে করে। তা নিন্দে করুক কি না করুক, এমন আবাগী বিধবা কেউ নেই, একাদশীতে মুখে অন্ন তুলে দিতে পারে! জানিস্, আমার এক খুড়্ শাশুড়ী

ছিলেন, একাদশীর দিন ভোরে তার কলেরা হ'য়েছিল।—সারাদিন গেল, সন্ধ্যেবেলায় গঙ্গায় দেহত্যাগ ক'ল্লেন——"

"দেহত্যাগ!—সে আবার কি?"

"বলিস্ কি উমি? এই সাধারণ কথাটাও জানিস্‌নি? এই পাপ দেহটাই আর মানুষ নয়,—মানুষের যে আত্মা সেই হ'লগে আসল মানুষ—এই দেহটাতে সে থাকে—সময় যখন হয়, এটা ছেড়ে যার যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি লোকে চলে যায়—"

"ওহো, 'দেহত্যাগ'! মরাকে তোমরা বল 'দেহত্যাগ'! দেহ-ত্যাগ! বাঃ ভারী সুন্দর কথাটি ত! ঐ একটি কথার মধ্যে কত বড় একটা দর্শন-তত্ত্ব নিহিত আছে! কোথায় শিখ্‌লে কথাটা দিদিমা?"

"ওমা, এ কি আবার শিখ্‌তে হয়? সবাই ত জানে! সবাই ত বলে।"

"বটে! সবাই জানে! সবাই বলে!—এতবড় কথাটা?—বুঝে বলে?"

ভাগীরথী হাসিয়া কহিলেন, "এটা বুঝ্‌তেই বা কি এমন বজ্রে লাগে উমি? দেহটা যে এই জন্মটায় মানুষের একটা থাকবার যায়গা,—মানুষ যে মরে, সে কেবল এই দেহটা ছেড়ে যায়, আবার নতুন জন্মে নতুন দেহ ধরে আসে—এ গুলো ত খুব সহজ কথা, সবাই বোঝে।"

"হুঁ—আত্মা অমর, পরলোকে অনন্তকালে জীবিত থাকে—এটা আমরাও মানি। কিন্তু দেহ-ত্যাগ কথাটা তুমি এমন সহজ ভাবে বলে ফেল্লে দিদিমা—কই, আমরা ত বড় শুনিনা কারও মুখে। হাঁ, তোমার সেই খুড়শাশুড়ীর কি হ'ল? মরে গেলেন তবু একাদশী ব'লে একটু জল কি ওষুধ কেউ তাঁকে দিল না!"

"দূর পাগল! তাও কি হয়? মানুষ কি এতটা নিষ্ঠুর কখনও হ'তে পারে? সবাই সারাটা দিন কত বলা-কওয়া, কিছুতেই একটু ওষুধ কি একবিন্দু গঙ্গাজল তাঁর মুখে কেউ দিতে পাল্লে না। তাঁর ছেলে জোর ক'রে দিতে গেল—দাঁত কপাটি মেরে পড়ে রইলেন,—কারও সাধ্যি হ'ল না, খুলে একটু ওষুধ গেলাতে পারে। ফ্যাঁস ফ্যাঁস ক'রে—গলার স্বর বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল কিনা, কথা আর বেরোয় না—তবু ফ্যাঁস ফ্যাঁস ক'রে শেষে ব'ল্লেন, ওরে, চ'লেই ত যাচ্ছি, কতক্ষণ আর? ক্লেশ ত সবই আরাম হ'য়ে তখন যাবে। কেন আর যাবার সময় একটা অনাচার করাবি? একাদশীতে জল খেতে নেই—কখনও খাইনি। আজ এই মহাযাত্রার দিন কেন খাব? মর্চ্ছি ব্যামোতে—জল তেষ্টায় নয়। শেষ সময় যখন বুঝবি, মা গঙ্গার কোলে আমায় নিয়ে যাস্,—আর তখন—কি জানি যদি ব'লতে না পারি, কুশাগ্রতে ক'রে গঙ্গা-জল একটু আমার মুখে দিস্।"

ঊর্ম্মি বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল; শেষে কহিল, "আশ্চর্য্য বটে! মনের বলের তুলনা নেই! কিন্তু এটা বড় একটা অন্ধ বিশ্বাস নয় দিদিমা?"

"অন্ধ! না, তিনি ত অন্ধ ছিলেন না।—দিব্যি চোকে দেখ্‌তেন,—তবে ধর্ম্মে খুব বিশ্বাস ত বটে।"

"না না, আমি তাঁর চোকের দৃষ্টির কথা ব'লছি না। অন্ধ চোক নয়,—অন্ধ অর্থাৎ ভুল বিশ্বাস। এই ধর না, কলেরা হ'ল, ম'রে গেলেন, এক বিন্দু জল কি ওষুধ মুখে দিলেন না, পাপ হবে ব'লে! কি পাপ সত্যি এতে হ'তে পারে? বড় একটা ভুল নয় এটা?"

"কি জানি দিদি,—কি ভুল কি সত্যি তা কি সামান্যি মানুষ আমরা বুঝ্‌তে পারি? তবে মুনিঋষিরা নাকি ধর্ম্ম কি বলে গেছেন,—তাই বিশ্বাস করি, যে যদ্দূর পারি তাই মেনে চলি। ঐ যে আমার খুড়-শাশুড়ীর কথা ব'ল্লাম, অতটা কি সবাই পারে না করে? এই ধর্ না, আমারই যদি একাদশীতে অমনি কলেরা হয়—মাগো যে তেষ্টা রোগীর দেখেছি—হয় ত চারদণ্ড বেলা না হ'তেই—দেবতার নাম একটিবার কর্‌বার আগেই—ব'ল্‌ব, জল একটু দে খাই।"

"খেতে দেবে ত?"

"ওমা, তা দেবে না! বলিস্ কি? অমন সময়টা মুখে একটু জল না দিয়ে কেউ পারে?"

"হুঁ—তা এই যে আর কতকগুলো উপোসের কথা ব'ল্লে—রবিবার সোমবার—এগুলোও কি সব বিধবাকে ক'ত্তে হয় ?"

"না, এ গুলোতে সধবা-বিধবা নিয়ম কিছু নেই। সবাই ক'ত্তে পারে,—যার ইচ্ছে হয়, শক্তিতে কুলোয়, করে। না হয় না করে। না ক'ল্লে নিন্দেও কিছুই নেই।"

"তবে কেন করে ?"

"কেন করে! ওমা বলে কি ? পুণ্যি-ধম্ম কি কেবল নিন্দের ভয়ে কেউ করে, না ক'ল্লে তাতে পুণ্যি ধম্মই কিছু হয় ?"

"পুণ্যি-ধর্ম্ম কাকে বল দিদিমা ?—আর দেহকে ক্লেশ দিয়ে কেবল উপোস আর ঠাকুর দেবতার পূজো ক'ল্লেই যে তা হয়, তা কিসে বুঝলে ?—আর সব কি তা বেশ বুঝেই কর ?"

ভাগীরথী উত্তর করিলেন, "ও দিদি, অতখানি জ্ঞানই যদি থাকবে, তবে ত যোগী-ঋষির তাত্তুল্যি একটা বেক্তিই আজ হতাম! তবে ছেলে-বেলা থেকে শিখেছি এই গুলিই পুণ্যি ধর্ম্ম, আর পুণ্যি ধর্ম্ম ক'ল্লেই তবে পাপের ক্ষয় হয়, তাই করি। কত পাপ নিয়ে এ পিথিমাতে এসেছি, ক্ষয় ত তার ক'ত্তে হবে। যদ্দূর পারি, করি। নইলে সেই পাপের বোঝা নিয়েই ত যেতে হবে, আবার তাই নিয়ে আস্তে হবে,—জন্ম-জন্ম কেবল ভূতের বোঝা ব'য়ে যাওয়া আসাই সার হবে, পরমার্থ লাভ কখনও হবে না।"

"পরমার্থ লাভ! দিদিমা, তোমার এক একটা কথা শুনে সত্যি অবাক্ হয়ে যাচ্ছি! এই সব কথা বাস্তবিক সত্যি বলেই কি মনে মনে বুঝেছ?—যেমন 'দেহত্যাগে'র কথা ব'লে, তেম্নি 'পরমার্থ' কথাটিও কি সহজ একটা কথা সর্ব্বদা তোমরা ব'লে থাক?"—

"কি যে বলে মেয়ে। ব্রত উপোস পূজো আহ্নিক যে লোকে করে, সে ত পরমার্থ ভেবেই করে।"

"তা এই পরমার্থ কি তোমাদের এই সব ব্রত উপোস পূজো টুজো ছাড়া আর কোনও রকম সাধনা কি উপাসনায় পাওয়া যায় না?"

"তা কেন যাবে না? তবে আমরা নাকি এই শিখেছি, এই করি। যারা যেমন শেখে, তারা তেম্নি ক'রে। মোছলমানরা নেমাজ করে, তোরাও তোদের বেহ্মকে ডাকিস্।—আসল কথা কি জানিস্, পাপের ক্ষয় হওয়া চাই, তাতে ক'রে শেষে মন পরিষ্কার হ'য়ে আসা চাই, তবেই না পরমার্থ লাভ হবে।"

"হুঁ—তা পরমার্থ ব'ল্‌তে ঠিক কি বোঝ তুমি?"

"বুঝ্‌লে ত পেয়েই যেতাম দিদি! তবে শুনেছি, মনটা পরিষ্কার হ'লে, আর ভক্তি হ'লে, ইষ্টি দেবতা এসে দেখা দেন—"

"দেখা দেন—সে কি ক'রে? চর্ম্ম চক্ষের সাম্‌নে মূর্ত্তি ধ'রে?"

"তা সে দেবতাই জানেন দিদি। সত্যিকার মূর্ত্তি ধ'রে চর্ম্ম-

চক্ষেহ দেখা দিন, আর মনের মধ্যেই ধরা দিন, তাঁকে পেলেই পরমার্থ লাভ হ'ল, আর কি ?"

ঊর্ম্মি কহিল, "হাঁ, দিদিমা, তোমাদের পূজো টুজো আমি কিছুই জানি না। যদি শিখ্তে পারি, আর ক'ত্তে পারি,—"

"ওমা, পাগল মেয়ে বলে কি ! তুই ক'র্বি পূজো ! হি হি হি !"

"না না, হাসবার কথা নয় দিদিমা। সত্যি ব'ল্ছি, যদি ক'ত্তে পারি আর করি, তবে—তবে—মনটা আমার তোমার মত হবে ?"

"আমার মত ! বলিস্ কি উর্মি !—ক্ষেপলি নাকি ? আমার মত ! আমার মনও কি আবার মন ? কত লেখাপড়া শিখেছিস্ তোরা—"

"ছাই শিখেছি। যত বাজে কথা। আচ্ছা, তোমার মত নাই ব'ল্লাম,—এমন ভক্তি বিশ্বাস—যাতে মন পরিষ্কার হয়—আর যাতে ইষ্ট দেবতাকে পাওয়া যায়—হাঁ, ইষ্ট দেবতা তোমরা কাকে বল ? ভগবান্ ত ?"

"ওমা, ভগবান্ বই কি ! আর আবার কে হবেন তিনি ? তবে তিনি নাকি অনেক রূপ ধ'রে অনেক লীলা ক'রেছেন, কত রকম মাহাত্ম্য দেখিয়েছেন, আবার ভক্তরাও নাকি এক এক ভাবে তাঁকে পেয়েছে,—তাই অনেকে রূপ অনেক ভাব তাঁর আছে, আবার তেমনি অনেক নামও আছে। যে যে রূপে

যে নামে তাঁর পূজো করে, তিনিই তাঁর ইষ্ট-দেবতা। পূজোর মন্তরও আলাদা আলাদা,—যে দেবতার যে ভাব, তাঁর মন্তরও তেম্‌নি।"

"তোমার ইষ্ট দেবতার নাম কি? ভাব কি? মন্তর কি?"

"ওমা, তাই কি ব'ল্‌তে আছে? গুরুর নিষেধ।"

"ওই ত তোমাদের দোষ। ধর্ম্মের কথা, উপাসনার কথা লুকিয়ে কেন রাখ্‌বে? সবাইকে কেন জান্‌তে দেবে না?"

"সবারই ত গুরু আছে দিদি। ভক্তি যখন হবে, চাইলে গুরুর কাছেই সব পাবে। আর তা না হ'লে জেনেই বা লাভ কি?"

"লোকসানই বা কি?"

"তা কি আমি ব'ল্‌তে পারি? গুরুদেব জানেন। তবে নিষেধ যখন আছে, লোকসান কিছু একটা আছেই। নইলে এমন একটা নিষেধই বা হবে কেন? তবে একটা কথা কি জানিস্‌ দিদি, খুব দামী কোনও ধন যদি কারও থাকে, সে তা লুকিয়েই রাখ্‌তে চায়, সবাইকে দেখিয়ে বেড়ায় না।"

"বেড়ায় বই' কি? খুব বেড়ায়।—গরব ক'রেই সবাইকে দেখায়।"

ভাগীরথী হাসিয়া কহিলেন, "এ ধন যে গরব ক'রে দেখিয়ে বেড়াবার ধন নয় দিদি। গরব ক'রে দেখাল কি অম্‌নি তা উপে গেল। কই, কথনও ত এমন ইচ্ছে হয় না, ইষ্টি দেবতার নাম মন্তর লোকের কাছে ব'লে বেড়াই।"

"বেড়াও বই কি দিদিমা। অন্ততঃ যা কর, লোকে তা থেকে বুঝ্‌তে পারে, তোমার ইষ্টদেবতা কে?—আমিও যে তা না বুঝেছি, তা নয়। ব'লব?"

"কি, বল্‌ দিকি?"

"কেন, শিবঠাকুর।"

"ছি ছি ছি! কিসে বুঝ্‌লি তা।"

"এইত এক রাশি শিব গড়িয়ে সেদিন শিবরাত্তির ক'ল্লে। আজ আবার উপোস ক'রে আছ, শিবপূজো ক'র্‌বে—"

"ওলো, শিব পূজো সবাইকেই ক'ত্তে হয়। ইষ্টিদেবতা যার যিনিই হন্‌, শিবপূজো আগে না ক'রে ইষ্টিদেবতার পূজোই হয় না।"

"বটে! রোজ শিবপূজো কর?"

"ওমা, তা করি না! না ক'ল্লে কি ইষ্টি দেবতার পূজো ক'ত্তে পারি? আর এই যে শিবরাত্তির, সোমবার—এ সব হ'ল ব্রত। রোজকার পূজো ছাড়াও এ গুলো ক'ত্তে হয়। অনেক এমন ব্রত আছে, অনেক দেবতার পূজো তাতে ক'ত্তে হয়। যে যত পারে, করে। যাকেই যখন পূজো করুক, সেই একেই ত গিয়ে পৌঁছোয়। নাম আর রূপ আলাদা আলাদা যতই হ'ক, দেবতা ত আর সত্যিই আলাদা আলাদা নন,—মূলে গিয়ে সবই এক।"

"হুঁ—আচ্ছা, দিদিমা, তুমি ত লেখাপড়া বেশী কিছু শেখনি?"

"লেখাপড়া! আ কপাল! লেখাপড়া কোত্থেকে শিখব? আমাদের সময় ত মেয়েদের লেখাপড়ার চল ছিল না,—ইস্কুলও ছিল না। তবে ঘরে কেউ একটু আধটু শিখত, এই যেমন তোর ঠাকুরদাদা আমায় খুব ভাল বাস্তেন কি না—একটু প'ড়তে শিখিয়েছিলেন। রামায়ণ মহাভারত পড়্তে পারি, আর দেবতাদের স্তবস্তুতি গুলো—একখানা বই পেয়েছি—খুঁৎলে খুঁৎলে পড়ি। তা সে কি আর পড়া?"

"শাস্তর টাস্তরের বই কিছু প'ড়্তে পার না?"

"শাস্তর! ওমা, কি বলে মেয়ে! শাস্তর কি মুখ্যু মেয়েমানুষ আমরা প'ড়তে পারি?—শাস্তর সব ত বড় বড় বামুনপণ্ডিতদের কাছে থাকে, চক্ষেও ত দেখ্তে পাইনে।"

"কেন, শাস্তরের বই ত অনেক ছাপা হ'য়ে বেরুচ্ছে।"

"তাই নাকি?—তা সে সব আমরা কোথায় পাব? আর প'ড়্তে পাল্লে ত?"

"হুঁ—তাই ভাবছি দিদিমা,—কি জান, এদ্দিন তোমাদের সম্বন্ধে বড় একটা ভুল ধারণা আমার ছিল। ভাব্তাম, তোমরা কিছুই জান না,—একেবারে অজ্ঞান, অকর্ম্মা। কিন্তু এখন দেখ্ছি, তোমরা যা জান, আমরা তা কিছুই জানি না,—তোমরা যা পার, তার কিছুই আমরা পারি না,—"

"এ সব ত আর শেখায় না কেউ, জান্বি কি ক'রে? কাজ-

কর্ম্মও কিছু করায় না, তাই বা শিখ্‌বি কোত্থেকে? আমাদের সময় ছিল—"

"কি ছিল? কি শেখাত? কি ক'রে শেখাত?"

"ছেলে বেলা থেকে কত ব্রত নিয়ম ক'রেছি, ব্রতকথায় কত পুণ্যিধর্ম্মের কথা শুনেছি। সবাইকে পূজো আহ্নিক জপ তপ ক'ত্তে দেখেছি, স্তব স্তুতি প'ড়্‌তে শুনেছি। আবার রামায়ণ মহাভারত প'ড়্‌তাম,—পুরাণ পাঠ, কথকতা হ'ত শুন্‌তাম। মোটামোটা বা গোটাকত কথা জানি, তা শিখ্‌তে আর কতই লাগে? আর কি জানিস্‌, কেবল এতেই কিছু হয় না। যে যেমন বোঝে মন দিয়ে ভক্তি ক'রে যদি দেবতার পূজো ক'রে—কথা গুলো এমন কঠিন কথাই বা কি—আপনিই লোকে বোঝে। অনেক কথা মনেই যেন ডাক দিয়ে ওঠে। তারপর আর কাজ কর্ম্ম—সে ত এই এতটুকু বয়েস থেকেই ক'ত্তে হত। এখন যেমন হ'য়েছে, ঘরে যদি কারও দুটো পয়সা হ'ল, আধাআধি যায় তার ঝি চাকর বামুনের মাইনেতে আর তাদের খোরাক পোষাকে। তখন কি আর তা ছিল?"

"আমি কেবল সংসারী কাজ কর্ম্মের কথা ব'লছি না দিদিমা। সেগুলো এমন কঠিন নয়, আমরাও অনেক করি,—ইচ্ছে ক'ল্লে ঢের আরও ক'ত্তে পারি। এই যে অনায়াসে কঠিন এত ব্রত নিয়ম কর—কি জান দিদিমা, ধর্ম্ম ব'লে যা বুঝেছ তার সাধনায় যতদূর

এগিয়েছ তোমরা—কই, আমরা তার কি বুঝি, সাধনারই বা কি জানি, কি করি? কেবল ত দুটো গান—তাও কেমন গাই, তারিফ তার কে কেমন কচ্ছে, তাই ত প্রায় ভাবি।"

"গাইতে পারিস্ নাকি উর্মি? আহা, শ্যামাবিষয় জানিস্? দুটো শোনাবি?"

উর্ম্মি হাসিয়া কহিল,—"না দিদিমা, তোমাদের শ্যাম-শ্যামার কোনও ধার আমরা ধারি না, ও সব নামও মুখে আনবার যো নাই। তোমার কাছে কোনও বই আছে শ্যামবিষয় গানের?"

"আছে, একখানা শ্যামাসঙ্গীত। গাইতে ত পারি না,—তবে পড়ি মাঝে মাঝে—"

"বই খানা ক'দিনের জন্য দেবে আমাকে? দেখি যদি শিখ্‌তে পারি, গেয়ে শোনাব তোমাকে!"

ভাগীরথী তাকের উপর হইতে বইখানি নামাইয়া উর্ম্মির হাতে দিলেন।

উর্ম্মি কহিল; "হাঁ, কি স্তবস্তুতির বই এর কথা ব'ল্‌ছিলে না?"

"হাঁ, স্তবস্তুতির বইও একখানা আছে, তাও নিবি নাকি?"

"হাঁ, নেব, দেও।" সেই পুস্তকখানিও ভাগীরথী নামাইয়া দিলেন। উর্ম্মি কহিল, "হাঁ, দিদিমা, এই বই দুখানিতে কি তোমাদের ধর্ম্মের তত্ত্ব কথা কিছু পাওয়া যাবে?"

"তা কি আমি বুঝি দিদি?—প'ড়ে দেখ্!—দেবতাদের মাহাত্ম্যের কথাই ত ওতে আছে—"

"আচ্ছা, এ সব শিখ্তে পারি—কি জান দিদিমা—ব্রত পূজো তোমার মত করি না করি, জান্তে বড় ইচ্ছে হয়,—কেন জানব না? দেশের এত লোক তোমরা ধর্ম্ম ব'লে যা মান্‌ছ, এমন ভক্তিতে যার সাধনা ক'চ্ছ—যাতে সত্যি তোমাদের মনটা এত—হাঁ, উন্নত আর নির্ম্মলই হ'য়েছে, হ'তে পারে,—তার কথাটা কেন জান্তে চাইব না? না জেনে কেবল নিন্দেই কেন ক'র্‌ব? আচ্ছা, কি সব বই প'ড়্‌লে ভাল জান্‌তে পারব, সব শিখতে পারব, ব'ল্‌তে পার দিদিমা?"

"তা—কি আর আমি কিছু জানি দিদি? বরং অরুণকে সুধো। সেও খোঁজ খবর নিতে চায়। কি বই টইও এনে পড়ে। তাঁকেই বরং সুধোস,—ও অরুণ, অরুণ!—না, বাড়ীতে বুঝি নেই—"

ঊর্ম্মি কহিল, "আচ্ছা, সে জেনে নেওয়া যাবে। আজ এই দু-খানা নিয়ে ত দেখি,—বাবাকে ব'ল্লে তিনিও খোঁজ নিয়ে বই এনে দিতে পার্‌বেন।"

"তোর বাপ কি এ সব বই প'ড়্‌তে তোকে দেবে?"

"তা দেবেন। ব'লেছেন দেবেন। তবে মা—উহুঁ—খুন কবুল, তবু দেবে না। তা—বাবা ত ব'লেছেন, লুকিয়ে বরং প'ড়্‌ব। এখন তবে পালাই দিদিমা।"

"ওমা, দুটো ভাত খেতে চাইনি—"

"উপোস যে আজ তোমার, ভাত ত রাঁধনি, কি খাব ?"

"তা রেঁধেই দিচ্চি, ব'সনা একটু। আলো চালের ভাত —একটু কুমড়ো কাঁচকলা ভাতে দিয়ে—এই ত দেখতে দেখতে হ'য়ে যাবে—"

"না দিদিমা, দোহাই তোমার। আর ও সব হাঙ্গামা এখন ক'রো না। আমি পালাই।"

বই দুখানি হাতে করিয়া উর্ম্মি ছুটিয়া বাহির হইল।

"ও উর্মি, উর্মি! ওলো, শোন্ শোন্, দাঁড়া আবাগী!— কতক্ষণ হবে? ওলো, আয় না?"

উর্ম্মি ততক্ষণ দুপ্‌দাপ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া প্রায় সদর দরজার কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

৬

উর্ম্মির পড়িবার ঘরের পাশ দিয়া সকালে একদিন অনসূয়া কি কার্য্যে গৃহান্তরে যাইতেছিলেন। মৃদুস্বরে উর্ম্মি কি গায়িতে-ছিল, সুরটি বড় মিষ্ট লাগিল, অনসূয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াই-লেন। সঙ্গীতের পদ যাহা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, তাহাতে কাণের ভিতর দিয়া মরমে যাহা পশিল, তাহা মধুর ত কিছু নহেই, তীব্র বিষের উদ্দীপ্ত জ্বালা বলিলেও বোধ হয় তার ঠিক বর্ণনা হয় না। সে জ্বালা মর্ম্ম হইতে মুহূর্ত্তে প্রত্যাহত হইয়া সকল

মনপ্রাণ পরিব্যাপ্ত করিয়া দেহের অঙ্গে অঙ্গে যেন বজ্রশিখায় প্রবাহিত হইল! সঙ্গীতের সেই পদটি ছিল এইরূপ,—

"শ্মশানে শব শিবের বুকে শ্যামা মা ওই দাঁড়িয়েছে—
(মোর সে) রাঙ্গা পায়ে বিল্বদলে রক্তজবা কে দিয়েছে!"

কি সর্ব্বনাশ! বীভৎস সেই শ্মশান—তার মাঝে প'ড়ে বর্ব্বর বিকটবেশ শিব—তার বুকে দাঁড়িয়ে সেই ন্যাংটা বিভীষিকা—আবার তার রাঙ্গা পা—সেই পায়ে আবার বেলের পাতা আর জবা!!! কেবল পৌত্তলিকতা নয়, তার বীভৎস বৈচিত্র্যের চূড়ান্ত একেবারে! এই গান গাহিতেছে তাঁহার গৃহে তাঁহারই কন্যা—যাকে শৈশবাবধি পৌত্তলিকতার সকল সংস্রব হইতে এমন সাবধানে সুশাসনে তিনি রক্ষা করিতেছেন!

অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া অনসূয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন,—বজ্র-কঠোর স্বরে হাঁকিলেন, "ঊর্ম্মি!"

আতঙ্কে ঊর্ম্মি লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—একখানি মলাট-ছেঁড়া, মোটা-সূতায় ছেঁড়া পাতা সেলাই করা, ময়লা বই তার হাত হইতে পড়িয়া গেল।

অনসূয়া তুলিয়া দেখিলেন, বইখানি—'শ্যামা-সঙ্গীত'!!! ঘৃণ্য জোঁক-পোকে হাত পড়িলে যে ভাবে লোকে ঝাড়িয়া ফেলে, বিরাগ বক্রমুখে ঠিক তেমনই ভাবে বইখানা গৃহ তলে ফেলিয়া দিয়া দুই তিন পা তিনি পিছনে সরিয়া গেলেন।

"কোথায় পেয়েছ ও বই উর্ম্মিমালা? কে দিয়েছে?"

উর্ম্মি নীরব—আনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, সমস্ত শরীর তার থর থর কাঁপিতেছিল। অনসূয়া বজ্র কঠোর স্বরে আবার প্রশ্ন করিলেন, "চুপ রইলে যে! বল, কে দিয়েছে এ বই তোমাকে? কোথায় পেয়েছ?"

উর্ম্মি এবারও কোনও উত্তর করিল না। ক্রোধের উত্তেজনা অনসূয়ার ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া উঠিল,—কঠোরমুষ্টিতে কন্যার কেশাকর্ষণ করিয়া, বেগে তাকে ঝাঁকি দিয়া কহিলেন, "কি, ব'লবিনি! ব'লবিনি! ব'লতে হবে! বল, ভাল হবে না ব'লছি,—বল, কে তোকে বই দিয়েছে? ওই পাপী বুড়ী? তোর দিদিমা?"

কাঁদিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উর্ম্মি বসিয়া পড়িল। "কি এত বড় জিদ! তবু বলবিনা? বল! বল ব'লছি! নইলে-নইলে"—

হিতাহিত বুদ্ধি তখন অনসূয়ার একেবারে লোপ পাইয়াছিল। জোরে এক পদাঘাত তিনি উর্ম্মিকে করিলেন,—উর্ম্মি ঠিকরাইয়া কতদূর দূরে গিয়া পড়িল।

অনসূয়া তখন দরজার কাছে আসিয়া হাঁকিলেন, "ঝি! ঝি!—"

ঝি ত্রস্ত ছুটিয়া আসিল,—অনসূয়া কহিলেন, "নিয়ে যা!—এক্ষুণি তুলে নিয়ে যা ঐ বইটা, উনুনে নিয়ে গে ফেলে দে!—দাঁড়িয়ে রইলি যে! নে না হতভাগী! ব'লছি, কথা শুনছিসনে!"

ঝি বইটা তুলিয়া নিয়া ছুটিয়া নীচে গেল,—পুস্তকখানি অবিলম্বে অগ্নিসাৎ হইল। অনসূয়া তখন স্বামীর সন্ধানে বাহির হইলেন।

"মিষ্টার মোকার্জ্জি! মিষ্টার মোকার্জ্জি!" মেম সাহেবদের মতই রাগ হইলে অনসূয়া স্বামীকে এই নামে অভিহিত করিতেন,—মন প্রসন্ন থাকিলে অবশ্য আদরের 'যোগীন' ডাকই চলিত!—

যোগীন্দ্রনাথ কোথায় গিয়াছিলেন,—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীর এই চণ্ডীমূর্ত্তি দেখিয়া সংত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি, কি হয়েছে অনু?"

"কি হ'য়েছে! না হ'য়েছে কি?—সর্ব্বনাশ হ'তে ব'সেছে! ব'সেছে কি, হ'য়েছে!—অভিযোগ আমার তোমারই বিরুদ্ধে! তুমিই এর জন্যে দায়ী! এ সর্ব্বনাশের সূত্রপাত ক'রেছ তুমি!"

"কি, কি! বলি ব্যাপারটা কি খুলেই বল না ছাই!—সর্ব্বনাশটা কিসে হ'ল?"

"কিসে হ'ল! হ'ল না, আর বাকী রইল কি?—এত সাবধানে গৃহের পবিত্রতা আমি রক্ষা ক'রে চ'লছি,—শৈশব থেকে ওদের মনে যাতে পৌত্তলিক কুসংস্কারের কোনও ছায়াপাত না হয়, তার জন্যে প্রায় একটা হট্ হাউসের (hot house)* মত ক'রে ওদের

---

* ঠাণ্ডা হইতে বাঁচাইবার শীতপ্রধান দেশে কোনও কোনও গাছপালা কাচে ঘেরা ঘরে রাখিয়া জন্মান হয়। তার নাম হট হাউস্ (Hot house)।

রক্ষা ক'চ্ছি,—আর আজ কি না—আজ কিনা—আঃ! নাম ক'ত্তেও আমার রসনা স্তব্ধ হ'য়ে আস্‌ছে। তবু ক'ত্তে হবে!—এত সাবধানে আমি রক্ষা কচ্ছি, আর আজ কিনা সেই আমার ঘরে—শ্যামাসঙ্গীত!!!"

কোনও মতে হাসি চাপিয়া যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "শ্যামা-সঙ্গীত! বল কি! দুর্ভেদ্য এই প্রাচীর ভেঙ্গে কি ক'রে তা তোমার ঘরে ঢুকল?"

"পাপ যে কোন্ অলক্ষ্য সূত্র ধ'রে কোথায় প্রবেশ ক'রে, তা আগে কেউ বড় বুঝ্‌তে পারে না। তাই সর্ব্বদা অতি সতর্ক হ'য়ে থাকৃতে হয়। তুমি থাকনি! আমি যা পাত্তাম, তা ক'ত্তে দেওনি। ঐ পাপ বুড়ীকে—"

"আঃ, থাম অনু! ও কথা ব'ল্‌তে নেই!"

"বল্‌তে নেই!—কেন, কেন নেই? ব'লব, দুশোবার ব'ল্‌ব!—এই সর্ব্বনাশ তিনি ক'ল্লেন, এই পাপ আমার ঘরে ঢোকালেন, আর ব'লব না!"

"হাজার হ'লেও গুরুজন ত,—অমন কথাটা মুখে আন্‌তে নেই!"

"হতে পারেন তোমার গুরুজন, আমার কেউ নন তিনি! তোমার দাসী হ'য়ে আমি আসিনি যে, যাকে তুমি গুরুজন ব'ল্‌বে, তাকেই অম্‌নি গুরুজন ব'লে আমার মাথায় তুলে নিতে হবে।—

ভুলে যেওনা এ সমাজে নারী স্বাধীন! সুবিধার জন্য 'স্বামী' কথাটা ব্যবহার করা হয় ব'লে মনে ক'রো না কোনও স্বামিত্ব তোমাদের বৈবাহিক সম্বন্ধে মিলিতা নারী আমাদের উপর আছে!"

"আহা, কে স্বামিত্বের দাবী ক'চ্ছে গো? স্বীকার ক'রে নিচ্ছি, আমি স্বামী নই, হাস্‌ব্যাণ্ড অর্থাৎ গৃহস্থ পুরুষ যার সঙ্গে তুমি মিলেছ। তা যাই হই, একটা মানুষ ত বটি। যাকে আমি গুরুজন ব'লে মানি, তাকে কি আমার মুখের উপর অত বড় গালটা দেওয়া তোমার উচিত?"

"এত বড় অন্যায়টা তিনি কেন ক'ল্লেন? এত বড় একটা পাপ ঢুকিয়ে আমার গৃহের পবিত্রতা তিনি নষ্ট ক'ল্লেন, আমার সন্তানদের উপর তাঁর পাপের প্রভাব এনে ফেল্লেন, আর এই বিশেষণটা তাকে দিতে পারব না? সাধু কি অসাধু—যে যে কাজ ক'রবে, তার অনুরূপ বিশেষণের যোগ্য সে!"

"বস, বস।"—নিজে বসিয়া যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "বস, শোনা যাক্ দেখি, ব্যাপারটা কি হ'য়েছে।"

অনসূয়া বসিলেন।

"হাঁ, কি ব'লছিলে না?—শ্যামাসঙ্গীত? কে গেয়েছে শ্যামা-সঙ্গীত?—ঊর্ম্মি?"

'হাঁ!—শ্যামাসঙ্গীত গাচ্ছিল—অবশ্য গুণ্ গুণ ক'রেই,—দৈবাৎ আমার কাণে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি, একখানা বই তার হাতে

—ছেঁড়া ময়লা জোড়াতালি দিয়ে সেলাই করা—কি ক'রে ওই বই সে হাতে স্পর্শ ক'ল্লে! তা সেটাও বরং মার্জ্জনা করা যেত! বাইরের চেহারা মন্দ,—সে আর কতটুকু মন্দ?—বইটা ভেতরে কি জান?"

"কি, শ্যামাসঙ্গীত বুঝি?"

"হাঁ, আর সে বই সে এনেছে—বারবার জিজ্ঞাসা ক'রলাম, উত্তর দিলে না, এমনি অবাধ্য হ'য়েছে,—কিন্তু বুঝতে কি বাকী থাকে? এনেছে তোমার পিসিমার কাছ থেকে।"

"সম্ভব!"

"সম্ভব! কেবল সম্ভব ব'লছ? একেবারে নিঃসন্দেহ! কোথায় আর এ বই সে পাবে? অমন চেহারার বই কার কাছে আর থাকতে পারে?—তিনিই দিয়েছেন! বই এর এই পাপ বুদ্ধিও তিনি ওর মাথায় ঢুকিয়েছেন। গানও তিনিই শিখিয়েছেন।"

"গান গাইতে তিনি কস্মিন্ কালেও জানেন না।"

"তা'হলে নিজে হতভাগী সুর ক'রে শিখে নিয়েছে! কি সর্ব্বনাশ! পাপের প্রভাব এতদূর ওর মনে তবে প্রবেশ ক'রেছে! কি হবে এখন? কি এর প্রতিকার ক'রবে মিষ্টার মোকার্জ্জি? কিসে এর প্রতিকার হ'তে পারে?—কথায় উত্তর দিচ্ছিল না,—আমি মেরেছি। কিন্তু—"

চমকিয়া যোগীন্দ্রনাথ বিস্মিত ও গম্ভীর দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখপানে

চাহিলেন।· কহিলেন, "মেরেছ! বল কি অনু! উর্ম্মিকে—মেরেছ তুমি! গায়ে হাত তুলে!"

অনসূয়া লজ্জা পাইয়া একটু নরম হইয়া কহিলেন, "অবশ্য—সেটা বোধ হয়—আমার উচিত হয়নি—"

"একেবারেই না। অতি অনুচিত কাজই হ'য়েছে! অত বড় মেয়ে—অনায়াসে তার গায়ে হাত তুলে! এই সব তাড়নার বয়স কি তার অতীত হয়নি? তুমি কি মনে কর, এত খানি শাসনের অধিকার তোমার তার উপর আছে?"

অনসূয়া একটু ভ্রূকুটি করিলেন,—কহিলেন, "তারও উচিত হয়নি আমাদের লুকিয়ে এই সব বই ঘরে এনে, এই সব সঙ্গীত উচ্চারণ ক'রে আমাদের পবিত্র গৃহকে সে কলুষিত করে। আর——"

"লুকিয়ে সে কিছু করেনি অনু? তার একটা আগ্রহ হ'য়েছিল, হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বটা কি অনুসন্ধান ক'রে একবার বোঝে—"

"বটে! কোত্থেকে এ আগ্রহটা তার এল? তোমার পিসিমার সঙ্গে অতটা মেলামেশার ফলে নয় কি?"

"হাঁ, তাই বটে!—মানুষকে এ রকম 'হট হাউসে' চিরকাল কেউ আটকে রাখিতে পারে না। বাইরের লোকের সংস্পর্শে তাকে আসতেই হইবে,—আর এলে সেই বাইরেটা যে কি রকম সেটাও তার জানবার ইচ্ছে হবে। এই বাইরেটার খবর একটু সে আজ পিসিমার কাছ থেকেই পেয়েছে, সেটা ঠিক। তা আজ না হয়

কাল, আর কারও কাছ থেকে পেতই। সে যাই হ'ক, এ খবরটা সে পেয়েছে,—আর এ সম্বন্ধে ভাল ক'রে সব কথা জান্‌তে একটা আগ্রহও তার হ'য়েছে। আমাকে ব'লেছিল, হিন্দুধর্ম্মের বই টই প'ড়ে সে বুঝ্‌তে চায়, তার কথাগুলো কি?"

"আর তুমি অমনি অনুমতি দিয়েছ?"

"হাঁ, দিয়েছি। কেন দেব না?"

কিছুকাল স্তব্ধ ও নির্ব্বাক্ থাকিয়া অতি গম্ভীর ভাবে অনসূয়া প্রশ্ন করিলেন,—"তা হ'লে কি বুঝ্‌তে হবে, তুমি পৌত্তলিকার কুসংস্কারেই আবার আত্মদান ক'চ্ছ? আলোক ছেড়ে বর্ব্বরতার পাপময় দুর্গন্ধ অন্ধকারে নিমগ্ন হ'চ্ছ?"

যোগীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "না, এখনও সে রকম কিছুই মনে ক'ত্তে হবে না অনু।"

"তা হ'লে উর্ম্মিমালাকে এই পাপ-প্রবৃত্তিতে অনুমোদন দেবার অর্থ কি?"

"জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসাকে পাপ প্রবৃত্তি বলা যায় না অনু। তার পর উর্ম্মি এখন বড় হয়েছে, এ সব বিষয়ে তার স্বাধীন অধিকারে আমাদের হস্তক্ষেপ করাটাও উচিত হবে না।"

"অবশ্য হবে!—স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিতে আমি প্রস্তুত নই!"

যোগীন্দ্রনাথ [illegible] হলেন, "স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচার—এ দুটো

কথায় যাই বোঝাক, তাদের পার্থক্যটার মধ্যে ঠিক করে একটি রেখা টেনে দেওয়া বড় সহজ নয় অনু। কোথায় সে রেখাটি পড়বে, তা নিয়ে বোধ হয় দুটি লোক এক মত হবে না।"

"বিবেক মান্‌লে অবশ্য হবে।"

"বিবেক তুমি মান, আমিও মানি। কিন্তু এক মত হতে পাচ্চি না। তুমি যেটাকে স্বেচ্ছাচার ব'লে গাল দিচ্ছ, আমি সেটাকে ঊর্ম্মির স্বাধীন অধিকার ব'লে অনুমোদন কচ্চি।"

"মিথ্যা কথা! তা ক'ত্তে পার না! হয় ভুল বুঝছ, না হয় মিছে একটা জিদ কচ্ছ—মেয়ের আবদার রাখবার জন্যে।"

"না, সে রকম কোনও জিদ আমার নেই। তবে ভুল তুমি বুঝছ কি আমি বুঝছি, সেটা কে বিচার ক'রে বলে দেবে অনু?"

অনসূয়া টেবিলের উপরে তাঁহার কোমল হস্তে বড় কঠোর একটা আঘাত করিয়া কহিলেন,—"এর আবার বিচার কি? পৌত্তলিকতার পক্ষে আবার বিচার!—ধিক! ব্রাহ্ম হ'য়ে এ কথা ব'ল্‌তে তোমার একটু লজ্জা হ'ল না?"

"ব্রাহ্ম হ'য়ে কারও স্বাধীনতায় এতটা বিরোধ করাই বরং লজ্জার কথা।"

"স্বাধীনতা নয়!—স্বাধীনতা নয় এটা! (টেবিলে প্রচণ্ড করাঘাত) স্বেচ্ছাচার—পাপের প্রবৃত্তিতে ঘোরতর স্বেচ্ছাচার! আমি ব'ল্‌ছি মিষ্টার মোকার্জ্জি, এর প্রশ্রয় আমি কখনও দিতে

পারব না! ঐ বুড়ীকে যখনই নিয়ে এসেছ, তখনই জানি, এই রকম একটা সর্ব্বনাশ না হ'য়ে যাবে না। সাধে আমি এত আপত্তি ক'রেছিলাম? তা আমি ব'লছি, তুমি নিজে বাইরে যা খুসী ক'ত্তে পার, ঘরে এ সব কদাচারের প্রশ্রয় আমি কক্ষণো দেব না! কড়াভাবে শাসন করব! আমার নিষেধ—উর্ম্মি কি ছেলেপিলেরা কেউ আর ও বাড়ীতে যেতে পারবে না!"

এই বলিয়া অনসূয়া উঠিয়া পদভরে গৃহতল কম্পিত করতঃ বাহিরে চলিয়া গেলেন।

(৭)

গৃহে যারপর নাই অশান্তির সৃষ্টি হইল। যোগীন্দ্রনাথ একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। উর্ম্মি কিম্বা ছেলেপিলেরা কেহ ও বাড়ীতে ভাগীরথীর কাছে যাইত না। কিন্তু ঘরে উর্ম্মি তার এই নবজাগ্রত তত্ত্বজিজ্ঞাসায় পরিতৃপ্তির জন্য যে কোনও পুস্তক প্রয়োজন হইত, পড়িত। যোগীন্দ্রনাথ নিজে এ সব গ্রন্থের খোঁজ বড় রাখিতেন না। কন্যার ইচ্ছাক্রমে অরুণের কাছে গিয়া পুস্তক চাহিয়া আনিতেন,—তার কাছে না থাকিলে, নাম জানিয়া কিনিয়া আনিতেন। অনসূয়া স্বামী ও কন্যা উভয়কেই সমান শাসন ও তাড়না করিতেন। উর্ম্মি পণ করিয়াছিল, ধীরভাবে সবই সহিত। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

একদিন—সেদিনও রবিবার—দুপুরে পিতার বসিবার ঘরের

এক পাশে বসিয়া উর্ম্মি একখানি ভাগবত পুরাণ পড়িতেছিল। যোগীন্দ্রনাথও তাঁহার আরাম কেদারাখানির উপরে অর্দ্ধশয়িত হইয়া বেদান্ত সম্বন্ধীয় ইংরেজী একখানি গ্রন্থ দেখিতেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থে যেন তেমন মনঃসংযোগ হইতেছিল না,—ঘন ঘন মুখ ফিরা-উর্ম্মির দিকে চাহিতেছিলেন। উপরে ছেলেপিলেরা ছুটাছুটি ও গোলমাল করিতেছিল,—কিন্তু অনসূয়ার কোন সাড়া কিছুক্ষণ আর পাওয়া যাইতেছে না। যোগীন্দ্রনাথ বুঝিলেন, তিনি মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা সম্ভোগ করিতেছেন। তখন উঠিয়া গিয়া উর্ম্মির কাছে একখানি চৌকি টানিয়া নিয়া বসিলেন।

"কি বাবা?"

"একটী কথা তোকে আজ ব'লতে হবে উর্ম্মি?"

"কি বাবা? কি কথা?"

"ঘরে এই অশান্তি ত আর সহ্য ক'ত্তে পাচ্চিনে উর্ম্মি!"

"হ্যাঁ, তুমি বড় দুঃখ পাচ্চ বাবা। যদি বল, দিদিমার কাছে ত যাইই না,—তা যদি ব'ল, এ সব বইও না হয় আর প'ড়ব না।"

ছল ছল চক্ষু দুটি তুলিয়া উর্ম্মি পিতার মুখপানে চাহিল।

"না মা, সে কখনও হ'তে পারে না। পিতা হ'য়ে তোর জ্ঞানের পথে ধর্ম্মের পথে এমন অস্বাভাবিক একটা অন্যায় বাধা আনতে পারব না,—কাউকে আনতে দিতেও পারব না। তবে

অবিরত এই লাঞ্ছনা থেকে তোর নিষ্কৃতি যাতে হয়, তার একটা উপায় আমি ভাব্‌ছি।”

“সে কি! কি বাবা?”

“এ ঘরে এই পীড়নের মধ্যে আর তোকে আমি রাখ্‌তে পারি না। প্রতিকারের কোনও হাত আমার নাই। তাই মনে করেছি, এমন ঘরে এমন হৃদয়বান্ উদার পাত্রের হাতে তোকে দেব, যে স্বাধীনভাবে ধর্ম্মের আর জ্ঞানের অনুসন্ধানে তোর সহায় হবে, বাধা কিছু দেবে না।”

ঊর্ম্মির মুখখানি লাল হইয়া উঠিল,—একটু ফিরিয়া পুস্তকখানির উপরে সে ঝুঁকিয়া পড়িল।—যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, “জানাশুনো কোনও ব্রাহ্মপরিবারে এমন ছেলে দেখ্‌তে পাচ্চি না। তবে—উদার কোনও হিন্দুপরিবারে চেষ্টা ক’ল্লে যে তোকে না দিতে পারি, তা নয়।”

ঊর্ম্মি আরও নত হইয়া সেই পুস্তক খানির পাতা খুঁটিতে লাগিল। এই উদার পরিবারের পাত্র যে কার কথা পিতা ভাবিতেছেন, স্পষ্ট না বলিলেও সেটা বুঝিতে তার বাকী রহিল না।

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, “তা কি বলিস্ মা?”

ঊর্ম্মি নতমুখে মৃদু অথচ ধীর দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, “না বাবা, সে এখন কিছু হ’তে পারে না।”

"কেন—কেন হ'তে পারে না মা? ধর্—যেমন এই অরুণ,—অমন ভাল ছেলে, আর আমার মনে হয়, তার উপরে তোর মনও কিছু আকৃষ্ট হ'য়েছে।"

"হাঁ, তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি, সেটা ঠিক্।"

"খুবই করিস্। আর এও ব'ল্তে হবে, নূতন এই আলো—মুক্তির এই মন্ত্র—হাঁ, তাই আমি একে ব'ল্ব—কতকটা তার কাছেই তুই পেয়েছিস্।"

"পেয়েছি, দিদিমার কাছে। তবে সহায়তা কিছু তিনি ক'রেছেন।"

"তবে?—ধর্, তারা যদি রাজি হয়,কেন তার সঙ্গে বিয়ে হ'তে পারে না?"

উর্ম্মি একটু নীরবে থাকিয়া কহিল, "বাবা, তুমি তা কি ক'রে দেবে?—এক সমাজে তুমি আছ, তার নিয়ম লঙ্ঘন কি ক'রে তুমি ক'র্বে?"

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "সেটা আমার কথা উর্ম্মি। তোকে তা ভাবতে হবে না। যুক্তির ধারা মান্লে এ সমাজে আমার জাত যাবে না। সে সমাজ যে কোনও ব্যক্তিকে তার মধ্যে গ্রহণ ক'ত্তে পারে, সে সমাজ কাউকে একেবারে ত্যাগ ক'ত্তে পারে না। আজ কর্লেও কাল আবার গ্রহণ ক'ত্তেই হবে।"

ঊর্ম্মি আরও একটু ভাবিল,—ভাবিয়া কহিল, "তুমি পারলেও আমি যে পারিনে বাবা।"

"কেন মা? বাধা কি?"

ঊর্ম্মি উত্তর করিল, "নিজের মন যে নিজে এখনও বুঝ্‌তে পারিনি বাবা? নূতন একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, নূতন তত্ত্ব বুঝবার চেষ্টা কচ্চি। কিন্তু তোমার মেয়ে আমি, তোমার ঘরে এত বড় হয়েছি, কে জানে, এতদিনের এই সংস্কার—তা যদি না ব'দলে যায়? নূতনটা যদি গ্রহণ নাই ক'ত্তে পারি?—আমাকে নিয়ে তাঁদের হয়ত বড় অশান্তি হবে। আজ আমার ক্লেশ দেখে দয়া ক'রে হয়ত তাঁরা আমায় আশ্রয় দিতে চাবেন। কিন্তু হঠাৎ না বুঝে—ভবিষ্যতে তাঁদের ভালমন্দ সুখশান্তির কথা কিছুই না ভেবে, এ আশ্রয় নেওয়া কি আমার উচিত হবে বাবা?"

"তা হ'লে"—

"এখন থাক্ বাবা,—যাক্ আরও কিছুদিন। নিজের মনটা ভাল ক'রে বুঝে নিই,—মনের গতিটা কোন দিকে যায় দেখি। যদি বুঝি, তাঁদের সুখী ক'ত্তে পারব, কোনও বিরোধ হবে না, —তখন যদি তাঁরা চান, আর তুমি বল, বেশ তাঁদের ঘরেই না হয় যাব। কিন্তু এখন পারব না বাবা। তবে—তোমার বড় অশান্তি হ'চ্ছে। কিন্তু কি করবে বাবা? আমি যে তোমার মেয়ে, তাই বলে কি আমায় পরের ঘরে বিলিয়ে দেবে, তারা

দয়া ক'রে যদি নিতে চান তাই ?—না বাবা, তা দিওনা। শরীরে কঠিন ব্যামো হলেও তা সইতে হয়, তেমনি আরও কিছুদিন আমায় স'য়ে নেও বাবা।"

বলিতে বলিতে পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুসিক্ত মুখখানি ঊর্ম্মি পিতার স্নেহের বক্ষে রাখিল। পিতা কহিলেন, "ছি! অমন কথা বলতে আছে ঊর্ম্মি? ব্যামোর মত তোকে সইব! তুই যে আমার বড় আনন্দ—বড় গৌরব। এই আঁধারে আলো—এই দুঃখে আমার মুক্তির আশা তুই।"

৮

"বাবা যোগীন!"

"কি পিসিমা।"

"তাহ'লে এখন দে আমাকে দেশে পাঠিয়ে।"

"এখনই—যেতে চাও?"

'হাঁ, দেশেই যাই চ'লে। কি ক'রব আর এখানে থেকে?" বলিতে বলিতে ভাগীরথী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"পরের বাড়ীতে আছি, লজ্জাও করে—"

কথাটা যোগীন্দ্রনাথের প্রাণে গিয়া বড় তীব্র একটা আঘাত দিল; চক্ষে জল আসিল,—কহিলেন, "বড় দুর্ভাগ্য আমি পিসিমা। নিজের বাড়ীতে তোমাকে দুদিন একটু ঠাঁই দিতে পাল্লাম না!"

"বালাই, বালাই! রাজার ভাগ্যি তোর, রাজা হ'য়ে থাক্,—দুর্ভাগ্য কেন হ'তে যাবি?—তোর বাড়ীতেই ত আমি আছি। তবে এখানকার এই বাসাবাড়ী—তা না হয় নাই র'ইলাম। খুব যত্ন ক'রেই ত এখানে আমাকে রেখেছিস্। তবে আর থেকে কি হবে? গঙ্গাস্নান হ'ল, মার দর্শন হ'ল, আরও কত দেখালি শোনালি,—মিছে আর ব'সে কেন এখানে থাক্‌ব? বাড়ী-ঘরও খালি পড়ে রয়েছে—" বলিতে বলিতে ভাগীরথী আরও একটি নিশ্বাস ছাড়িলেন। আসল কথা, এখানে বড় শক্ত একটা মমতায় টানে তাঁহার প্রাণটা বাঁধা পড়িয়াছিল! এ বাঁধন ছিঁড়িয়া গৃহে ফিরিতে তাঁহার আগ্রহ একেবারেই ছিল না,—মনটা বরং বড় ব্যথিতই হইতেছিল। কিন্তু যাদের উপরে এ টানটা বড় বেশী পড়িয়াছিল, তাদের আর চ'ক্ষে দেখিবার সম্ভাবনা নাই। বলা বাহুল্য, সব চেয়ে বেশী দুঃখ হইত উর্ম্মির জন্য। যোগীন্দ্রনাথ প্রত্যহই আসিতেন,—আগের অপেক্ষা আরও বেশী সময় থাকিতেন। কিন্তু যতই তিনি চেষ্টা করুন, সে ক্ষতি ইহাতে বৃদ্ধার পূরণ হইত না। কিন্তু কি তিনি করিবেন? মিছা এখানে বসিয়া এ মনস্তাপ ভোগ করিবার প্রয়োজন কি? তাই অগত্যা তিনি এখন দেশে যাইতে চাহিতেছেন। কিন্তু সে কথা খুলিয়া তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিতে পারিলেন না—আহা, যোগীন যে মনে বড় ব্যথা পাইবে! তাই এমন আর পাঁচটা ছুঁতা

দেখাইতে চেষ্টা করিলেন, যাহা বাজে ছুঁতা বই আর কিছুই নয়, এবং নাতি নাতিনীরা আগের মত কাছে আসিলে বোধ হয় ছয়মাস কালও এই পরের বাড়ীতে নিঃসঙ্কোচে তিনি থাকিতে পারিতেন,—দেশের বাড়ীঘরের কথা মনেও পড়িত না। এ বাড়ীটা বাস্তবিক এখন পরের বাড়ীর মতও তাঁহার লাগিত না। অনিলবাবু ও তাঁহার পত্নী মাতার ন্যায়ই তাঁহাকে আদর যত্ন ও সম্মান করিতেন। আর অরুণ—সে ত একেবারে যেন নিজেরই একটি নাতি! আহা, যেমন তাঁর উর্মি, তেমনই অরুণ। ওরা নাকি ব্রেহ্মজ্ঞানী, জাতিধর্ম্ম কিছু মানে না,—নহিলে অরুণের সঙ্গে যদি উর্মির বিবাহ হইত, দিব্য মানাইত। তবে, ইহারাও কলিকাতায় থাকে, নামে হিন্দু হইলেও জাতিধর্ম্মের বিচার এমন করে, কি দেবতা বামুন মানে, তার কোনও লক্ষণ এ পর্য্যন্ত তিনি দেখেন নাই। এক জাত, আবার উর্মির মত বড় বড় আইবুড়ো মেয়ে পাড়াগেঁয়ে হিন্দুর ঘরেও একেবারে দুর্লভ নয়। তা ওরা মন করিলে, বিবাহটা কি একেবারেই হয় না? ফাল্গুন মাস ত যায়,—তেমন গরজ করিলে বিবাহটা এ মাসে না হউক, বৈশাখের প্রথমে অনায়াসে হইতে পারে। কথাটা ভাগীরথী মনে মনে অনেক সময় ভাবিতেন, এখনও আবার মনে উঠিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিয়া ফেলিলেন, "হাঁ, হ্যাখ্ যোগীন—"

"কি পিসিমা ?"

"একটা কথা—ভাবছিলাম—"

"কি ?"

"তোরা ত বেহ্মজ্ঞানী,——তা উর্মির বিয়ের কথা কিছু ভেবেছিস্ ?"

"বিয়ে শীগ্‌গির দিতে পাল্লে ত ভাল হ'ত। তা কোথায় দেব ?"

"ভাবছিলাম কি, এদের অরুণ এমন দিব্যি ছেলে——"

"কিন্তু হিন্দু যে।"

"তা হিন্দু ব'লেই কি তার জাত গেছে ?"

"আমাদের ত গেছে। আর আমাদের কাছে ওদেরও এক রকম গেছে।"

"তা ত্থাখ্, ওদেরও এক রকম বেহ্মজ্ঞানী বল্লেই হয়। সহরে থাকে, জাত ধর্ম্মের বিচের বড় করে না, দেবতা বামুনটামুনও কই মানে না কিছু—"

"বার মাসের গেরস্তালীতে না মানুক, বিয়ের সময় মান্‌তে হবে যে। তখন শালগ্রামও আসবে, বামুনও আসবে, নান্দীমুখ হবে, যজ্ঞি হবে, মন্তর টন্তর পড়ান হবে,—সবই হবে। আমরা যে সেগুলো একেবারেই বরদাস্ত ক'ত্তে পারি না। আর ওরাও কিছু আমাদের খাতিরে এ সব ত্যাগ ক'ত্তে পারবে না।"

"হুঁ—তা হ'লে—"

"সহজে হবার নয়। তবে—যদি কখনও এটা সম্ভব হয়, একটা দিনের তরে ওদের এটুকু হিন্দুয়ানীর কাছে মাথা নোয়াতে আমি রাজি আছি,—কারণ জানি উর্ম্মির এতে খুব সুখ হবে। কি জান পিসিমা, ঐ তোমরা যাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বল, সেটা ঘটনাচক্রে হ'য়ে প'ড়েছি। তাতে কোনও গোঁড়ামী আমার নিজের নেই।"

"তা ত নেই, কিন্তু বউমা—"

"তিনি খুব কড়া ব্রহ্মজ্ঞানী বটেন। তা যদি এমন ভাগ্যি কখনও ঘটে, তখন—সে যা হয় একটা ক'রে নেওয়া যাবে, তাতে আটকাবে না।"

"ঘটিয়ে তবে ফেল্ না!"

"এখনই হ'তে পারে না। দেখি, ভগবানের ইচ্ছা যদি হয়, সময় মত হবেই।"

"আহা, প্রাতঃবাক্যিতে তাই হ'ক। তা দেখ্, এই বৈশেখে—"

"না, না! অত শীগ্গির হবার নয়।"

ভাগীরথী আবার একটি নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। কহিলেন, "তা'হলে দে এখন আমাকে দেশেই পাঠিয়ে—"

যোগীন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিলেন, "তুমি কি এই আশায় থেকে যাওয়ার কথা ভাবছিলে পিসিমা?"

"নারে পাগল, যাবার কথাই ত বল্‌ছিলাম—"

"বল্‌ছিলে ত, কিন্তু সেটা যেন তেমন ইচ্ছে তোমার নয়। তা যদি এইখানেই থাক, বেশ ত বল না। একটা বন্দোবস্ত আমি ক'রে দিচ্ছি।"

ভাগীরথী কহিলেন, "না বাবা, এখানে থেকে আর কি হবে মিছে? দেশেই চ'লে যাই। তবে তোদের জন্যে, প্রাণটা নাকি বড় পোড়ে! তা—কি ক'রব? দেশেই যাই,—বাড়ী-ঘর সব নষ্ট হচ্ছে—"

"সে গরজ কি আমার চাইতেও তোমার বেশী পিসিমা? তার জন্যে যাওয়ার এমন দরকার ছিল না কিছু। তবে—জানি না কি সব পিসিমা? এখানে থেকেও কোনও সুখ তোমার হবে না। কি করব? আমি নাচার। তা কবে যেতে চাও?"

"যেদিন হয়, গেলেই হ'ল। তা তুই নিজে কি আমায় গিয়ে একদিন রেখে আস্‌তে পারিস্‌নে যোগীন? তবু একটা দিন ঘরের ছেলে তোকে ঘরে পেতাম।" বলিতে বলিতে ভাগীরথী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

যোগীন্দ্রনাথও অশ্রু মুছিয়া কহিলেন, "যাব যাব পিসিমা, কেঁদোনা তুমি। এই আগামী শনিবারেই রেতের গাড়ীতে তোমাকে নিয়ে যাব। রবিবার দিনটা বাড়ীতে থেকে রেতে আবার ফিরে আসব। কি বল?"

"বেশ, তাই করিস তবে।"

বিদ্রোহী অশ্রু সংযমের শাসন মানিতেছিল না। অতিকষ্টে শেষে একটু সংযত তাকে করিয়া ভাগীরথী কহিলেন, "যাবার আগে—ওদের একবার দেখতে পাব ত বাবা?"

"পাবে বই কি! পাবে—পাবে। সবাই আসবে, ঊর্ম্মিকে দুপুরের পরই পাঠিয়ে দেব, রওনা হওয়া লাগাত তোমার কাছে থাক্‌বে সে। এই দেখ, আবার চোকের জল ছেড়ে দিলে! তা'হ'লে কিন্তু ব'ল্‌ছি, ঊর্ম্মিকে পাঠাব না। হাঁ!"

"না বাবা, রাগ করিস্ নি, আর কাঁদব না। কি জানিস্ বাবা, পাচ্ছিনা, ছিলাম বেশ ছিলাম দেশে। কেন ছাই ম'ত্তে এখানে এসেছিলাম?"

জোর করিয়া একটু হাসিয়া যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "তা গঙ্গা-তীরে এখানে যদি সেটা ঘট্‌ত, তাহ'লে কি মন্দ হ'ত পিসিমা?"

ভাগীরথীও কাঁদিতে কাঁদিতে একটু হাসিয়া ফেলিলেন,—কহিলেন, "আর বাবা, মহাপাপী আমাদের কপালে কি আর সে ভাগ্যি কখনও হবে? সে আশা বড় করি না। তবে এই কথাটা মনে রাখিস্ বাবা; ঠাকুর যখন দয়া ক'র্‌বেন, তোর মুখখানি যেন দেখতে পাই।"

"ঠাকুরের দয়া পাবে, তার মধ্যেও এ লোভটা ছাড়তে পার্‌বে না পিসিমা?"

"না, তা পারব না বাবা। সেও ঠাকুরের বড় দয়া ব'লেই মনে ক'র্‌ব।"

"তা সে তখন যা হয় বোঝা যাবে,—এখন উঠি তবে আজকের মত। হাঁ, ভাল কথা। আমার পেসাদটা—"

"ষাট! ভুলেই ত গিয়েছিলাম। নে, এই জল নে, হাত মুখটা ধুয়ে ফেল,—আমি ভাত বেড়ে দিচ্ছি।—"

ভাত ডাল তরকারী ইত্যাদি আনিয়া ভাগীরথী সম্মুখে দিলেন,—যোগীন্দ্রনাথ আহার করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

শনিবার দুইটার পর উর্ম্মি আসিল।—আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভাগীরথী তাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "এসেছিস্! আয় দিদি, কদ্দিন যে দেখিনি মুখখানি!—আর আজ ত চ'লেই যাচ্ছি। আবার কবে আস্‌ব, কবে যে তোদের মুখ দেখব!—আর যদি মা দয়া করেন—"

হাসি মুখে অশ্রু মুছিতে মুছিতে উর্ম্মি কহিল, "না দিদিমা, দোহাই তোমার, সে দয়া এক্ষুন চেও না! তোমাকে কেবল পেয়েছি,—পেয়েও পাচ্ছি না, আশা মিটছে না, এখনই যেন হারাই না।"

সাশ্রুনয়না ভাগীরথী একটি নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে একটু হাসিয়াও ফেলিলেন, কহিলেন,—"লোকে বলে দিদি, মহামায়ার মায়ার বাঁধন বড় শক্ত। দেবতা নিজে এসে হাত ধ'রে ডাকলেও

ছিঁড়ে তা কেউ যেতে চায় না। আমি আবাগী এত কাল ত একলাই প'ড়ে ছিলাম,—ভাব্‌তাম এখন যেতে পাল্লেই হ'ত। কিন্তু কি বুদ্ধি হ'ল, এখানে এলাম,—আর এম্‌নি বাঁধনেই তোরা বেঁধেছিস্‌ দিদি, ছিঁড়ে সত্যি যেতে চাই কই? তা কদিনই বা আর আছে? যেতে হবেই,—যাবার আগে তোদের আর একবার দেখ্‌তে পাই, এইটুকু দয়া যেন মা করেন, তাতেই কৃতার্থ হ'য়ে যাব।"

উর্ম্মি কহিল, "ওসব কথা এখন থাক্‌ দিদিমা। তা আমি ব'লছিলাম কি, তুমি যাচ্ছ কেন? এইখানেই থেকে যাওনা। বাবাও ব'লছিলেন, তুমি যদি থাক, পাকা একটা বন্দোবস্ত ক'রে তিনি দেবেন।"

মাথা নাড়িয়া ভাগীরথী কহিলেন, "না দিদি, থেকে আর কি করব? তোদের ত আর দেখ্‌তে পাবনা? কাছে থেকে কেবল মন পুড়্‌নীই সার হবে। তার চাইতে দেশেই চ'লে যাই। এই আজ তুই এসেছিস্‌,—চলে যাব, তোর বাবা ব'লেছিল পাঠিয়ে দেবে। কি জানিস্‌, তবু পুরো ভরসা পাইনি তুই আস্‌তে পারবি।"

"হুঁ—তা যা ব'লেছ ঠিক দিদিমা। খুব ঝগড়া হ'য়ে গেছে মাতে বাবাতে এই নিয়ে। তবে বাবার একটা মজা কি জান? সদাসর্ব্বদা মার ইচ্ছায় বাধা কিছু দেন না, তবে উচিত মনে ক'রে

শক্ত হ'য়ে যেটা ধরেন, সেটা ছাড়েন না,—মা হাজার কেন ঝড়-বৃষ্টি করুন না।"

ভাগীরথী কহিলেন, "তাইত দিদি, থাকা আমার মোটেই ভাল হবে না। তোদের সংসারে একটা অশান্তিই তাতে ঘটবে। এই সব শুনি আর ভাবি, মোটে না আসাই আমার ভাল ছিল।"

"না না, দিদিমা। কি বল! তুমি এসেছিলে, কত বড় একটা উপকার যে আমার হ'য়েছে, তা আর ব'লতে পারি না। অন্ধ হ'য়ে ছোট একটা গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা ছিলাম, নূতন দৃষ্টি দিয়ে গণ্ডীর বাঁধন তুমি আমার খুলে দিয়েছ,—এর চাইতে বড় কাজ কেউ আর আমার এ পর্য্যন্ত করেনি, বাবাও না। তোমাদের একখানা বইতে একটা শ্লোক দেখছিলাম—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥"

"ও ত গুরুদেবের প্রণামের মন্তর।"

"হাঁ, তাই বটে। অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ যে, জ্ঞানের অঞ্জন-শলাকায় তার চক্ষু যিনি খুলে দেন, তিনিই গুরু। দিদিমা, সেই শ্লোক প'ড়ে কি আমার মনে হ'য়েছে জান?"

"কিলো? গুরু কারও কাছে মন্তর নিবি নাকি? তা বিয়েই আগে হ'ক্।"

"মন্তর পাইনি, গুরু পেয়েছি। বিয়ে সে যখন হয় হবে, না

হয় নাই হবে। কিন্তু সেই গুরুর কাছে মন্তর কি ঐ রকম কিছু একটা চাই, যার আশ্রয় ধ'রে দাঁড়াতে পারি,—দারুণ যে একটা ক্ষুধা মনে জেগেছে, তার খোরাক কিছু যা থেকে পাই।"

"কে লো? কাকে এমন গুরু পেলি?"

"তুমি! তুমিই আমার গুরু দিদিমা! মন্তর দেবে?"

"দূর্ হ আবাগী! অমন পাপ কথা মুখে আনতে আছে?"

"পাপ কথা! পাপ কথা কাকে বলে দিদি মা?—সত্যি ব'লছি, তুমিই আমার গুরু! অজ্ঞানতিমিরান্ধ আমার চক্ষু জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় খুলে দিয়েছ তুমি! তাই ব'ল্‌ছি তুমিই আমার গুরু!"

"পাগল হ'য়েছে মেয়ে! নইলে এমন কথাও মুখে আনে। আমায় বলে কি না গুরু! ছি ছি ছি!—পাগল আর কাকে বলে?"

"পাগল! হাঁ, বাঁধা চলতি পথ ছেড়ে নূতন আলোয় নূতন পথ দেখে তাই যদি কেউ ধরে, তাকে লোকে পাগলই বলে বটে। কিন্তু পাগল সত্যি সে, না যারা তাকে পাগল বলে তারা, সেটা ঠিক ক'রে কে বল্‌বে? তা ধর পাগলই হয়েছি, এই পাগলা বাইটা না হয় আমার মিটিয়েই দেওনা দিদিমা?"

ভাগীরথী কহিলেন, "বলিস্‌ কি উর্মি? আমি কি ক'রে তা মেটাব? মন্তরের আমি কি জানি? আর তোর বিয়ে হয়নি, সোয়ামীর অনুমতি পাস্‌নি—"

"তাই বলে কি এই ক্ষুধা নিয়ে কি চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে হবে ? বিয়ে না হ'ক, বয়েস ত কম হয় নি। কি জান দিদিমা, মনটা আমার বড় অস্থির হ'য়ে উঠেছে, মা যত তাড়না ক'চ্ছেন, জোর করে যত টেনে রাখ্‌তে চাচ্ছেন—ততই মনটা আমার পাগল হ'য়ে নতুন এই পথের দিকে ছুটে যেতে চাচ্ছে।—কিন্তু ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, এ পথে বরাবর চল্‌তে পার্‌ব কি না। তবে দেখ্‌তে চাই, সাধনার একটা অবলম্বন যদি পাই সেইটে ধ'রে দেখ্‌তে চাই, চল্‌তে পারি কি না, কত দূর পারি। বিয়ের কথা ব'লছ ? কি বুঝে কাকে বিয়ে ক'র্‌ব ? সে যা চাইবে, তা যদি না পারি ? সেও যদি উল্টে এক পথে আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চায় ? আমার মনও যে ঠিক কোন পথে কি সাধনায় স্থির হবে, তা জানি না। বাবাও বিয়ের কথা ব'ল্‌ছিলেন, আমি রাজি হয়নি। মনের গতি আমার ঠিক কোন্ পথে চলে, কিসে আমার তৃপ্তি হয়, সেটা ঠিক না বুঝে বিয়ে কাউকে আমি ক'ত্তে পারি না।"

কথাগুলির মর্ম্ম ভাগীরথী স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না,—একটু ভাবিয়া কহিলেন, "কি জানিস্, সোয়ামীর ধর্ম্মই নাকি হ'ল মেয়ে মানষের ধর্ম্ম——"

"না, তা জানি না,—সেটা ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। হ'তে পারে, ছেলেবেলায় কারও হাতে দিলে, তার মন মতই মনটা মেয়ে মানুষের মনটা গ'ড়ে ওঠে। কিন্তু আমার তা হয়নি,—এখন আর

হ'তে পারে না। নিজের একটা ধর্ম্ম আমার চাই, সাধনার একটা পথে নিজেই আমার মনটাকে বসাতে হবে। বিয়ে যদি ক'ত্তেই হয়, সেটা ভাব্‌ব তার পরে।—না হয়, ক্ষতি নেই, কিন্তু নিজের ধর্ম্মে নিজেকে স্থির রাখ্‌তে হবে।"

ভাগীরথী কহিলেন, "তোর কথা সব আমি ভাল বুঝতে পাচ্ছিনে উর্মি। তা কি ক'ত্তে চাস্ তুই?"

উর্ম্মি উত্তর করিল, "একটা কিছু উপায় আমাকে ব'লে দেও— কত ত পূজোব্রত তোমরা কর—শাস্ত্রে পণ্ডিত না হও—ভক্তির সাধনা অনেক ক'রেছ—অনেক এগিয়েছ তাতে,—সেই ভক্তির সাধনা আমি ক'ত্তে পারি, এমন একটা কিছু মন্তর, আর সেই মন্তর ধ'রে একটা কিছু কর্ম্মের পথ আমায় ব'লে দেও। দেখি কিছু ক'ত্তে আমি পারি কি না।"

"হুঁ! তা—কুমারীরাও শুনেছি শিবপূজো ক'ত্তে পারে,—— আর সেটা মেয়েমানুষ আমরাও ব'লে দিতে পারি।"

উর্ম্মি একটু হাসিয়া কহিল, "কেবল তা কেন দিদিমা? এই ত কালই প'ড়্‌ছিলাম, স্ত্রীগুরুর কাছে সব মন্তরই সবাই নিতে পারে। তাতে নাকি ফল আরও বেশী—"

"ওমা, তিনি হ'লেন দেবতা, থাকেন মাথায় 'সহস্রারে মহাপদ্মে'—"

"হাঁ, গুরুকে মাথায় 'সহস্রারে মহাপদ্মে'ই ধ্যান ক'ত্তে হয়। তা

তিনি হ'লেন—কি ব'লব? গুরুর বুদ্ধি বা তত্ত্বমূর্ত্তি। সে যাই হ'কৃগে, মানুষ মানুষকেই গুরু ব'লে মানে, তার কাছেই মন্তর শেখে, সাধনা শেখে। সে মানুষ পুরুষ মেয়ে সবাই হ'তে পারে।"

"তা ত পারেই। মাথায় যিনি থাকেন, তাঁকেই মানুষগুরুর মধ্যে দেখ্‌তে হয়।"

"সেটা যেমন পুরুষগুরুতে, তেম্‌নি মেয়েগুরুতেও দেখ্‌তে হয়। কেন, মেয়েগুরুতে মন্তর দেয়, তা কি দেখনি কখনও?"

"দেখিনি—হাঁ, তবে শুনেছি বটে। হাঁ, মনে প'ড়েছে। মার কাছে শুনেছিলাম—অনেক দিনের কথা কিনা—মনে ছিল না,—তা তিনি একদিন কি কথায় কথায় ব'লছিলেন, তাঁর মামা-বাড়ীতে কে কে তাঁদের গুরুপত্নীর কাছে মন্তর নিয়েছিলেন। গুরু নিঃসন্তান বিবাগী হ'য়ে যান—আর ঠাকরুণটিরও নাকি পূজো মন্তর জপ তপে জ্ঞান খুব ছিল।"

"নেও, ঘুচল ত মনের ধাঁধা।—তাহ'লে তুমিই আমার গুরু-ঠাকরুণ হও।"

"ওলো আবাগী, আমি কি সেই যুগ্যির একটা মানুষ? তবে শিব পূজোটা নাকি সোজা—সবাই ক'ত্তে পারে—সবাই ব'লতে পারে—তা তুই কি পূজো ক'ত্তে পারবি তোদের বাড়ীতে?"

"পূজো—কি ঐ শিব গড়িয়ে ফুল জল নিয়ে? না দিদিমা, সে

হবে না।—তা ঐ সব ঘটা ছাড়া মনে মনে চুপ চাপ কিছু করা যায় না?"

"তা যাবে না কেন? ধ্যানধারণা মানসপূজো জপ—এই ত হ'ল আসল কাজ। আর ঐ যে ফুল জল দিয়ে পূজো, সে হ'ল বাহ্যিপূজো—বাইরের একটা ধরবার লক্ষ্যি—নইলে মন বসে না তাই। কি একটা শোলোক শুনেছিলাম, ওকে বলে 'ধমাধমা!'"

"ধমাধমা!—ওমা, সে আবার কি?"

"কি জানি দিদি, শোলোকে আছে,—ওতে নাকি এই বোঝায়, ঐ যে বাহ্যি পূজো, সেটা নাকি অধম—এই নেহাৎ যারা ভাল পূজো না পারে, তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা।"

"ওগো—হুঁ—বুঝেছি।—বোধ হয় আগে কোনও একটা কথার সঙ্গের যোগ আছে,—হ'তে পারে সে কথাটা 'বাহ্যপূজা'। 'বাহ্যপূজাধমাধমা'—ও বাবা! কেবল অধম নয় দিদিমা, অধমেরও, অধম,—ও কথাটার মানে হ'ল তাই। তা তোমরা সবাই ত এই অধমেরও অধম পূজো নিয়েই কেবল আছ!"

ভাগীরথী কহিলেন, "কি ক'র্ব দিদি? মানুষ যে আমরা অধমেরও অধম।—"

"তা যাই হও, মনে মনে কি ক'ত্তে পারি, আমায় ব'লে দিতে পার?"

"তোরা বই টই ত প'ড়্ছিস্, শিবের ধ্যানটা শিখে নিস্।

মনে মনে সেই ধ্যান প'ড়ে ভক্তি ক'রে তাঁকে ভাবিস্, আর এই মন্তরটা জপ করিস্,"—এই বলিয়া উর্ম্মির কানে কানে ভাগীরথী শিবের মন্ত্রটি উচ্চারণ করিলেন। মন্ত্রটায় এমন বড় তত্ত্বরহস্য যে কিছু আছে তা নয়,—কিন্তু ভাগীরথীর মুখে ভক্তিতে উচ্চারিত সেই মন্ত্র যেমন কাণে গেল, সমস্ত দেহ উর্ম্মির অননুভূতপূর্ব্ব একটা রোমাঞ্চকর আনন্দপ্রবাহে শিহরিয়া উঠিল। মন্ত্রদাত্রীর চরণে প্রণিপাত করিয়া উর্ম্মি কহিল, "আশীর্ব্বাদ কর দিদিমা, এই মন্ত্র আমার সার্থক হ'ক।"

উর্ম্মিকে আলিঙ্গন করিয়া ভাগীরথী কহিলেন, "মহাদেব তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন উনি! আর শোন, এই মন্ত্র প'ড়ে দুবেলা মহাদেবকে প্রণাম ক'র্‌বি—

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ॥

শুনেছি, ভগবতী উমা মহাদেবকে পতি পাবেন ব'লে যে আরাধনা করেন, স্তব ক'রে এই মন্তর ব'লে তাঁকে প্রণাম ক'রেছিলেন। তুইও করিস্, মহাদেবের মত পতি পাবি। ওলো, মেয়ে জন্মে তার বড় আর ভাগ্যি কিছু নাই।"

৮

"যোগীন্ আছ?"

পক্ককেশ, দীর্ঘপক্কশ্মশ্রু, প্রশান্তস্মিতানন, সৌম্যদর্শন, একটি

বৃদ্ধ বাহিরে যোগীন্দ্রনাথের বসিবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। সরল বিশ্বাসে ও আন্তরিক শ্রদ্ধায় চিত্ত উন্নত ও নির্ম্মল, ভক্তি ভরে ভগবদুপসনায় তৎপর, ভগবৎ কৃপালাভে নিয়ত ব্যাকুল, মানব প্রীতিতে চিত্ত সর্ব্বদাই মধুময়, সেই মধুর প্রীতির প্রেরণায় সেবাব্রত পরায়ণ, কায়মনোবাক্যে সুনীতির আদর্শের অনুবর্ত্তী, জীবনযাত্রায় অনাড়ম্বর, সরল শিষ্ট মিষ্টভাষী, এবং এই চরিত্রের বিশেষত্ব মুখের ভাবে চোকের দৃষ্টিতে এমনই ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, যে দর্শনমাত্র শ্রদ্ধায় তাঁহাদের সম্মুখে লোকের চিত্ত নত হইয়া পড়ে,—এইরূপ এক শ্রেণীর সাধু ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্বে অনেক দেখা যাইত। কিন্তু অধুনা বড় বিরল হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক, আগন্তুক এই বৃদ্ধ তাঁহাদেরই মত একজন। ছাতাটি বন্ধ করিয়া বৃদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে প্রশান্ত স্মিত মুখে কহিলেন,—

"যোগীন্ আছ ?"

বেলা তখন আটটা। সকালে চা পানের পর কিছু কাল প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া আসিয়া যোগীন্দ্রনাথ খবরের কাগজ দেখিতেছিলেন। ত্রস্ত উঠিয়া বৃদ্ধের চরণে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "আসুন আচার্য্য মশাই, ভাল আছেন ত!"

বৃদ্ধ ব্রহ্মসমাজের একজন আচার্য্য,—নাম গৌরীচরণ রায়। যোগীন্দ্রনাথকে স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া গৌরীচরণ কহিলেন, "কল্যাণ হ'ক্ বাবা, সুখে থাক। ব'স, ব'স।"

যোগীন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া বৃদ্ধ টেবিলের কাছে আসিলেন,—যোগীন্দ্রনাথকে তাঁহার চেয়ারে বসাইয়া দিয়া নিজে সম্মুখে একখানি চেয়ারে বসিলেন।

"তা তোমরা ভাল আছ ত সব?"

"হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে আছি একরকম।"

গৌরীচরণ হাসিয়া কহিলেন, "এই দেখ, এসব দোষ তোমাদের আর গেল না। আমার আশীর্ব্বাদে কি? ভগবানের আশীর্ব্বাদ বল। তাঁর আশীর্ব্বাদ ছাড়া মানব কেউ মঙ্গলে কখনও থাক্‌তে পারে?"

যোগীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "আপনাদের আশীর্ব্বাদেই তাঁর আশীর্ব্বাদ আমরা পাই।"

গৌরীচরণ কহিলেন,—"অত বড় গৌরব আমায় দিও না যোগীন্। যাঁদের হৃদয়ের কামনায়, মুখের কথায়, ভগবানের ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তাঁরাই ধন্য,—ভগবৎসাধনা তাঁদেরই সার্থক হয়েছে। আমি অতি দীনহীন, অতি অধম।"

হাসিয়া যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "সেটা আপনি ব'ল্‌ছেন, ব'লেও থাকেন, শেষ দিন পর্য্যন্ত ব'ল্‌বেন। তবে আমরা অন্য রকম ভাবি, তাই ভাব্‌ব। যাক্, সে বাদপ্রতিবাদ আপনার সঙ্গে ক'র্‌ব না। তা চা এক পেয়ালা—"

"চা ত খেয়েই বেরিয়েছি। আবার হাঙ্গামা করাবে ওদের? থাক্ না?"

"বিলক্ষণ! হাঙ্গামা আর কি?"

উঠিয়া দরজার কাছে গিয়া যোগীন্দ্রনাথ ডাকিলেন, "উর্ম্মি, ও উর্ম্মি! ওরে আচার্য্য মশাই এসেছেন, চট ক'রে এক পেয়ালা চা ক'রে আন্‌ত। আর থান কত বিস্কুট——"

"না, না, বিস্কুট থাক্। ও সব আর এখন খাব না। তবে চা টা—তা কি জান যোগীন্, এম্‌নি একটা দুর্ব্বলতা হ'য়েছে,—কেউ দিতে চাইলে আর না বল্‌তে বড় পারিনে। বুড়ো বয়সের অভ্যেসের দোষই এ গুলো——"

"তা শরীরে যদি সহ্য হয়, তবে এমন দোষই বা কি এতে? প্রাচীন বয়েসে একটু আরাম——"

"আরামের অভ্যেসটা বাবা, কোন বয়েসেই ভাল নয়। বুড়ো-বয়সে আমার মনে হয়, আরামবিরাম যত ছেড়ে কঠোর নিয়মে থাকা যায়, কর্ম্মক্ষমতা তত বেশী দিন লোকের থাকে। তবে ঐ চা টা—ওটা কি জান, বড় একটা লোভ—হাস্‌ছ বাবা? তা বুড়োবয়েসের বড় দুর্ব্বলতা এটা—সব বুড়োরই খাবার লোভটা বেশী হয়, আমার ঐ চাটাতে ঠিক্ তেম্‌নি একটা লোভ। তবে অসুখ কিছু করে না, এই যা কথা।"

"নমস্কার আচার্য্য মশাই!"

অনসূয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া যুক্তকরে একটু শির নত করিয়া বৃদ্ধ আচার্য্য গৌরীচরণকে অভিবাদন করিলেন। কাহারও

চরণপ্রান্তে ভূনত হইয়া প্রণিপাত ও পদধূলি গ্রহণ করাকে অনসূয়া একরূপ পৌত্তলিকতা বলিয়াই মনে করিতেন। নিজে কথনও তা করিতেন না। আর কেহ করে, তাহাও পছন্দ করিতেন না। তবে ইহার বিরুদ্ধে তেমন কোমর বাঁধিয়া সংগ্রাম কখনও করিতেন না।

গৌরীচরণও প্রত্যভিবাদন করতঃ কহিলেন, "এই যে মা অনসূয়া! এস, সুখে থাক।—তা ভাল আছ ত মা?"

অনসূয়া উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, শরীর গতিক ভালই এক রকম আছি। তবে সে ভাল অতি তুচ্ছ ভাল। মন ভাল নাই, গৃহে দারুণ অমঙ্গল আর অশান্তি,—সব ত জানেন——"

"হাঁ, শুনেছি সব,—তাই ত এলাম, যোগীনের সঙ্গে একবার আলাপ ক'রব ব'লে। তা মা একটু নিরিবিলি ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লতে পারলেই ভাল হত,—তুমি বরং উপরে গিয়ে একটু চা আমাকে পাঠিয়ে দেও।"

"চা উর্ম্মি তৈরি ক'রে আন্‌ছে। আচ্ছা, আপনার যদি ইচ্ছা না হয়, আমি নাই থাক্‌লাম এখানে।"

নতশিরে ছোট্ট একটু নমস্কার জ্ঞাপন করিয়া অনসূয়া ফিরিলেন।—ললাটে কিঞ্চিৎ ভ্রূকুটিবিকাশ লক্ষ্য করিয়া গৌরীচরণ কহিলেন, "তা ক্ষুন্ন হ'য়ো না মা, কি জান, যোগীনের সঙ্গে একটু আলাপ ক'রব,—তোমার কথা সব শুনেছি, এখন ও কি বলে

তাও শান্ত হ'য়ে শুন্‌তে হবে। একটা বাদপ্রতিবাদ যদি হয়——"

অনসূয়া উত্তর করিলেন, "তা বেশ ত, তাই শুনুন আপনি। আমি থাক্‌লে বাদপ্রতিবাদের আশঙ্কা যদি করেন, কেন থাক্‌ব? তবে এটা অবশ্য আশা ক'ত্তে পারি, আমার অভিযোগের সুবিচার আপনারা ক'র্‌বেন।"

"যদি সে অধিকার আমাদের থাকে, কেন ক'র্‌ব না মা?"

"অধিকার অবশ্য আপনাদের আছে। নইলে এ সব পাপের—এ সব কদাচারের প্রতিকার কি ক'রে হ'তে পারে?"

গৌরীচরণ কহিলেন, "সেইটেই ত বুঝতে হবে মা, কি পাপ কি কদাচার বাস্তবিক হ'য়েছে, আর তাতে হস্তক্ষেপ ক'র্‌বার অধিকার আমাদের কারও আছে কি না।"

"পাপ কদাচার কি হ'য়েছে! না হ'য়েছে কি? আপনাদের অধিকার আছে কি না! সমাজের নেতা আপনারা, আপ-দের অধিকার আছে কি না! বলেন কি আচার্য্য মশাই? ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যা——"

"এই জন্যেই ত ব'ল্‌ছিলাম মা, বাদ প্রতিবাদ হ'লে যোগীন কি ব'ল্‌তে চায়, সেটা——"

"ও, মাফ করুন আমাকে। আপনাদের কথার মধ্যে কোনও ইণ্টার ফিয়ার (বাধা দান) আমি ক'ত্তে চাই না। নমস্কার!"

ঊর্ম্মি এক পেয়ালা চা আর একখানি রেকাবে কিছু বিস্কুট ও সন্দেশ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। অনসূয়া স্বামীর ও কন্যার প্রতি দুইটি কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

"এই দেখ! ব'ল্লাম তবু আবার খাবার নিয়ে এসেছে! নিয়ে যা, নিয়ে যা ও গুলো! তোরা খাবি—নিয়ে যা!"

টেবিলে খাবার ও চা রাখিয়া বৃদ্ধ আচার্য্য মহাশয়কে স্মিত-মুখে ঊর্ম্মি প্রণাম করিল। স্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৌরীচরণ কহিলেন, "ওরে, নিয়ে যা, খাবারটা নিয়ে যা—তোরা খাবি! বুড়োর দুর্ব্বলতা জানে কি না—তাই লোভ দেখাতে এসেছে। যা, যা, নিয়ে যা!"

"তা হবে না, আচার্য্য মশাই, ও খেতে হবে। ভারী ত জিনিশ।"

"ওরে, বুড়োর কাছে ওই ভারী।—আচ্ছা, তুই ব'ল্‌ছিস্ -এই একটুখানি মুখে দিলাম। যা, এখন ওগুলো নিয়ে যা। নিয়ে বরং পেশাদ খাবি—যা।"

রেকাবখানি বৃদ্ধ সরাইয়া দিলেন। যোগীন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিলেন, "উনি ব'ল্‌ছেন, নিয়েই যাও ঊর্ম্মি।—তোমরা খাওগে।"

ঊর্ম্মি হাসিয়া রেকাবখানি তুলিয়া নিয়া গেল। চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া গৌরীচরণ কহিলেন "তা হ'লে বুঝ্‌তে পাচ্ছ ত যোগীন্, কেন আমি এসেছি।"

"হাঁ, বুঝেছি বই কি ?—তা——"

"কি হ'য়েছে আমাকে খুলে বল ত বাবা ?"

যোগীন্দ্রনাথ ঊর্ম্মির সব কথা বলিলেন।

গৌরীচরণ ধীরভাবে সব শুনিয়া শেষে কহিলেন, "হুঁ, শুধুই জান্‌বার একটা আগ্রহ ? অনুষ্ঠান কিছু ক'র্ত্তে চায়নি ?"

"না, এখনও তা চায়নি।"

"তবে চাইতে পারে ?"

"সেটা একেবারে অসম্ভব ব'ল্‌তে পারিনে।—তবে এখনও চায়নি।"

"হুঁ—কি জান বাবা, যতটা বুঝ্‌তে পাচ্ছি, নিরপেক্ষ ভাবে লোকে যে জ্ঞানানুসন্ধান করে, তার জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করে, এটা ঠিক সে রকম একটা ভাব তার নয়। পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের দিকে তার চিত্তের একটা আকর্ষণই জন্মেছে।"

"হাঁ, আমারও তাই মনে হয় বটে।"

গৌরাচরণ কহিলেন, "তা হ'লে—এ ক্ষেত্রে তোমার পিতার কর্ত্তব্য কি তুমি অনুমান কর ?"

যোগীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "যে ভাব থেকেই হ'ক্‌, সে জান্‌তে চায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কোনও সত্য আছে কি না, আর তার সাধনাপ্রণালী এমন কিনা, উন্নতিবুদ্ধি বিচার-

শীল ভক্তও যা শ্রদ্ধায় গ্রহণ ক'ত্তে পারে। এই জন্তে সে হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব আর অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বন্ধে বই টই যা পাওয়া যায় তাই প'ড়ছে। কি ব'লে এতে আমি বাধা তাকে দিতে পারি?"

"না, বাধা তাতে কেউ দিতে পার না, মানবের ন্যায্য স্বাধীনতার উপরে তাতে হস্তক্ষেপ করা হয়।—তবে ভাবনার কথা হ'চ্চে এই যে তার মনটা এ দিকে ঝুঁকে প'ড়েছে— —"

"হাঁ, তা প'ড়েছে। কিন্তু তাতে আমি ঠেকাব কি করে?"

"কিন্তু ধর, এই দিকে ঝুঁকেছে, এই বইটইও প'ড়ছে, যদি হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিক তত্ত্বই সে সত্য ব'লে বোঝে, আর তার সব অনুষ্ঠানই শ্রদ্ধায় গ্রহণ ক'রবার যোগ্য ব'লে মনে করে, তখন কি ক'রবে?"

যোগীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "উর্ম্মি এখন আর নিতান্ত বালিকাটি নয়। সত্য আর শ্রদ্ধেয় ব'লে যা সে বুঝ্‌বে, তাই যদি গ্রহণ ক'ত্তে চায়, তবে তা ক'রবার অধিকার তার নাই কি?"

"সে ত ভুল বুঝ্‌তেও পারে।"

"আজ্ঞে, তা পারে। কিন্তু কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা ভুল, তা নির্ণয় কে ক'রবে?"

"বিবেক!"

"কার বিবেক আচার্য্য মশাই?"

"কার বিবেক!—এ কি কথা ব'লছ যোগীন্?—বিবেক মানব-

হৃদয়ে নিহিত ভগবদ্‌বাণী,—তা কি আর ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রকম হবে ?"

যোগীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, এই কথাটা বরাবর শুনে আস্‌ছি,—শুনে শুনে সত্য ব'লে একটা ধারণাও হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি এ [illegible] বড় একটা খট্‌কা মনে হচ্চে। এই ধরুন, আমার পিসিমার কথা। তাঁর ধর্ম্মকেই মনেপ্রাণে তিনি সত্য ব'লে বিশ্বাস করেন, সরল ভক্তিতে তাঁর দেবতার পূজো করেন। বিবেক কথাটা হয়ত তিনি জানেন না,—কিন্তু তাঁর বিবেক, তাঁর হৃদয়ে নিহিত যে ভগবদ্‌বাণী, তাতে ক'রেই না তাই সত্য ব'লে তিনি অনুভব করেন ?"

"সেটা সত্যের অনুভূতি না হ'য়ে কুসংস্কারের প্রেরণাও হ'তে পারে।"

"আমরা তাই বলি বটে।—কিন্তু তাঁরা তা স্বীকার করেন না।"

"তিনি কি শিক্ষা লাভ ক'রেছেন কিছু ?"

"আমরা যাকে শিক্ষা বলি, ইস্কুলকলেজে প'ড়ে যেটা লোকে লাভ করে, তা করেন নি। তবে যে ভাবে জীবন যাপন ক'রেছেন, তাতে কিছুই শেখেন নি তা ব'ল্‌তে পারি না। তার পর বিবেক হ'ল অন্তরের স্বাভাবিক একটা দৃষ্টি,—শিক্ষার অপেক্ষা ত সে কিছু রাখে না।"

"তা রাখে না, কিন্তু কুশিক্ষায় সে দৃষ্টি নষ্ট কি কলুষিত হ'য়ে যেতে পারে।"

যোগীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "তা পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের হিসাবে আমাদের এই শিক্ষাই যে সুশিক্ষা, আর তাঁরা যা শিখেছেন সেটা কুশিক্ষা, তা কি জোর ক'রে ব'ল্‌তে পারেন আচার্য্য মশাই?"

গৌরীচরণ একটু ভাবিয়া কহিলেন, "হুঁ! তুমি—ভাবালে যোগীন্। চিন্তার ধারা অভ্যস্ত এক পথে এত দিন চ'লেছে, এ সব প্রশ্ন কখনও তার মধ্যে আসেনি।—তাই ত, কথাগুলো ভাববার কথা বটে! কিন্তু এও কি সম্ভব? ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকলের বিবেকানুমত নয়, বিপরীত কোনও ধর্ম্মমতও বিবেক-বাণীতে উন্নতবুদ্ধি কোনও লোক সত্য ব'লে অনুভব ক'র্ত্তে পারে, পৌত্তলিকতার মধ্যেও আধ্যাত্মিক সত্য কিছু থাক্‌তে পারে, এটাও কি সম্ভব ব'লে মনে কর যোগীন্?"

যোগীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "দেখুন, হঠাৎ কথাটা কেউ তুল্লে আমাদের কাছে সেটা সম্ভব ব'লে মনে না হতে পারে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখ্‌লে, আর নিরপেক্ষ ভাবে খোঁজ খবর নিয়ে পরীক্ষা ক'র্‌লে, আমরা বোধ হয় বুঝ্‌তে পারব, কথাটা অসম্ভব ব'লে উড়িয়ে দেবার কথা নয়।—এই ধরুন, হিন্দুসমাজে আধুনিক শিক্ষায় উন্নত লোক বহু আছেন। ৬০।৭০ বছর

ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব কত রকমে প্রচার করা হ'চ্ছে। প্রচার যাঁরা ক'রেছেন, বা ক'চ্ছেন, বিদ্যায় জ্ঞানে প্রতিভায় তাঁদের তুলনা সচরাচর মেলে না,—কিন্তু এই শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যেই বা কয় জনে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছেন? বরং হিন্দুধর্ম্মের প্রতিই এঁদের শ্রদ্ধা ক্রমে বাড়্ছে বলেই মনে হয়,— হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বও এঁরা কত প্রচার ক'চ্ছেন। তারপর খৃষ্টান মুসলমানদের কথা ধরুন। তাঁদের ধর্ম্মমতও ব্রাহ্ম ধর্ম্মমতের অনেকটা বিপরীতই বটে। তাঁরা শাস্ত্র মানেন, অবতার মানেন, পয়গম্বর মানেন—যা নাকি ব্রাহ্ম কেউ মান্তে পারেন না।"

"তাই ত—তাইত বাবা! কথা গুলো যা ব'ল্লে ঠিক বটে। এ ভাবে এ সব কথা ভাবিনি কখনও; কেউ তোলেও নি।— নিজেরা যে একটা গণ্ডী রচনা ক'রে নিয়েছি, তার বাইরে কে কি ভাব্ছে, কে কি ক'চ্ছে, সেটা নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান ক'রেও কখনও দেখিনি বটে।"

"কিন্তু দেখাটা উচিত নয় কি?"

"উচিত বই কি বাবা! অনুচিত ত ব'লতেই পারি না। সত্যের অনুসন্ধান কখনও অনুচিত হ'তে পারে?"

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "আমার মেয়ে তাই ক'চ্ছে। যে ভাবেই হ'ক্, আমাদের এই গণ্ডীর বাইরের দিকে তার দৃষ্টিটা প'ড়েছে, সে অনুসন্ধান ক'রে দেখ্তে চায়, সত্য সেথায় আছে কি না, আর

সেটা কি রকম। অশুচিত্ত ব'লে কি তাতে আমি বাধা কিছু দিতে পারি ?”

“না, তা——কি ব'লেই বা দেবে ? কিন্তু —ধর, যদি সে এটা অনুভব করে বাইরে—অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে এমন কোনও সত্য আছে, যার দিকে তার চিত্তটা বড় আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছে, তা হ'লে——”

“তাহ'লে কি ক'ত্তে বলেন আপনি ?”

“বড় শক্ত সমস্যা বাবা, বড় শক্ত সমস্যা !—কি জান, ধর্ম্ম-তত্ত্বটা যত সহজ আমরা ব'লে আস্‌ছি, তত সহজ নাও হ'তে পারে। হয়ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে জটিল এই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ পেয়েছে,—কোনওটাকেই অসার ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু আমরা একটা মত অবলম্বন ক'রেছি, দীক্ষার সময় কতকগুলি নীতিকে সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রেছি। সেটা কি সহজে ত্যাগ করা আমাদের উচিত হবে বাবা ?”

“সহজে কারও ধর্ম্মমত কি কোনও মতই ত্যাগ করা উচিত নয়। তবে পরীক্ষা আর বিচার ক'রে অন্য মত যদি কেউ সত্য ব'লে অনুভব করে,কিম্বা সত্যের যে দিকটা তাতে প্রকাশ পেয়েছে তাই যদি তার বেশী ভাল লাগে, সেইটে ধ'রে চ'লতেই যদি মনে বড় আগ্রহ জন্মে, আর তাতেই তার সাধনার সার্থকতা হবে ব'লে সে বোঝে,—তবে তা না ক'রে পুরোণ মতটার দাস হ'য়ে

থাকাই কি তার পক্ষে ভাল কখনও হ'তে পারে ?—অন্ততঃ এ দাসত্ব বর্জ্জনের অধিকার কি মানব মাত্রেরই নাই ?"

গৌরীচরণ কহিলেন, "ব্রাহ্ম আমরা মানব মাত্রেরই স্বাধীনতার পক্ষপাতী।—বিচারে বা বিবেকে যা সত্য ব'লে মনে হবে, সেই অনুসারে চলবার অবাধ অধিকার মানবের আছে আমরা মানি, আর সেই অধিকারের গৌরবই ঘোষণা ক'রে থাকি। ব্রাহ্মধর্ম্মে যে লোকে দীক্ষিত হয়, সে ত সেই অধিকারেই হয়। কিন্তু দীক্ষার প্রতি একটা সত্যরক্ষার চেষ্টাও ত সকলের থাকা উচিত ?"

"স্বেচ্ছায় যারা দীক্ষা গ্রহণ ক'রেছে, তাদের সেটা উচিত বটে। কিন্তু আমরা দীক্ষিত হ'য়েছি, আমাদের ছেলেমেয়েরাও ত কেউ দীক্ষিত হয় না——"

কথাটা শুনিয়া গৌরীচরণ যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন।

"দীক্ষিত হয় না!—হাঁ, ঠিক ব'লেছ বাবা। এটা আমাদের একটা ত্রুটিই হ'চ্ছে ব'লতে হবে। ব্রাহ্ম পিতামাতার সন্তান—সুতরাং সে ব্রাহ্মই হবে, এটা আমরা ধ'রেই নিই।—কিন্তু সেও যে একজন মানুষ, তারও বিচার আছে, বিবেক আছে,—এটা তার পৈতৃক ধর্ম্ম হ'লেও তার নিজেরও একবার এর তত্ত্বটা বুঝে নিজের ধর্ম্ম ব'লে যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত,—কথাটা—কই, কেউ ত আমরা ভাবিনি। আগামী মাঘোৎসবের সময় আমা-

দের ব্রাহ্মণদিগকে কথাটা তুল্‌তে হবে বটে। সবার পক্ষেই দীক্ষার নিয়ম সব ধর্ম্মেই ত আছে ?"

"হাঁ, যতদূর জানি আছে। হিন্দুর মধ্যে যারা দ্বিজ জাতি, তাদের সবারই পৈতে হয়। সেটাও বৈদিক ধর্ম্মে এক রকম দীক্ষা। কারণ তার পর প্রত্যেকেরই সন্ধ্যা আহ্নিক ক'রবার বিধি আছে। তার পর দ্বিজ অদ্বিজ সবাই আবার তান্ত্রিক দীক্ষা নেয়,—নিয়ে যাদের যেমন পৈতৃক নিয়ম আছে, সেই রকম পূজো টুজো করে। তবে আজ কাল অবশ্য অনেকেই এই দীক্ষাটা আর নেয় না। না নিলে তার জন্য সমাজেরও কোনও তাড়া নাই।—হিন্দু ছাড়া খৃষ্টান, মুসলমান—এদেরও একটা দীক্ষা সবার হয়।"

"হুঁ, আমাদেরও হওয়া উচিত বটে! কি আশ্চর্য্য! এত বড় একটা দরকারী কথা কারও আমাদের মনে কখনও হয় নাই ?"

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন,"কিন্তু দীক্ষা হ'লেও, পরে যদি অন্য রকম ধর্ম্ম কারও বেশী ভাল লাগে, তার দিকে মনটা বেশী টানে, তাই গ্রহণ কি সে ক'ত্তে পারে না ? হিন্দুরাও ইচ্ছা হ'লে, দীক্ষার পরে কুলদেবতার মন্ত্র ত্যাগ ক'রে অন্য রকম সাধনা গ্রহণ করে। ব্রাহ্ম কি কেউ তা পারে না ?"

"পারে না, সে কথা কি বল্‌তে পারি বাবা ? বিবেকের আর বিচারের স্বাধীনতা সবারই যে ভগবদ্‌ বিহিত অধিকার।"

"তাহ'লে ব্রাহ্ম কেউ যদি, ধরুন, কোনও দেবমূর্ত্তির পূজো ক'ত্তে চায় কি কোনও অবতার মানে—"

"সেটা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল নীতিসূত্রের বিরুদ্ধ!"

"বিবেকের আর বিচারের স্বাধীনতাও কি ব্রাহ্মধর্ম্মের একটা মূল নীতিসূত্র নয়?"

গৌরীচরণ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তাই ত বাবা! তাই ত বাবা! আবার বড় একটা কঠিন সমস্যার কথাই তুল্লে বটে! কোনও বিশেষ ধর্ম্মমতের আশ্রয়ে একটা সমাজকে যদি গ'ড়ে তুল্‌তে হয়, তবে কতকগুলি মূলনীতি সবাইকেই মান্‌তে হবে,—আর তা যদি হয়, তবে ত সব বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিবেক কি বিচার অনুসারে চ'ল্‌বার সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার দেওয়া যায় না? তাই ত! দেখ্‌ছি বড় কঠিন সমস্যাই একটা উঠ্‌ল। এ পর্য্যন্ত এ সব সমস্যা আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়নি,—কেউ কিছু ভাবেনওনি। কিন্তু বোধহয় এখন ভাব্‌তে হবে। না বাবা, উর্ম্মির সম্বন্ধে—না, এখনই কিছু ব'ল্‌তে পাচ্ছিনে। ভাব্‌তে হবে, ভাব্‌তে হবে! ব্রাহ্ম কি ব্রাহ্মিকা কারও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ মত অবলম্বন ক'রে সেই অনুসারে চ'লবার অধিকার কতটা আছে, আর তাদের এই অধিকারের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলামঙ্গলের বিরোধ কিছু আছে কি না, এ গুলো—হাঁ, ভাববার কথাই বটে। তা আমি এখন উঠি

বাবা, আজ আজ কিছুই ব'লতে পাচ্ছি না। ভাবতে হবে, ভাল ক'রে কথাটা ভাবতে হবে।"

গৌরীচরণ উঠিলেন। যোগীন্দ্রনাথ প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি নিলেন,—আশীর্ব্বাদ করিয়া বৃদ্ধ আচার্য্য বিদায় হইলেন।

(৯)

"আচার্য্য মশাই চ'লে গেলেন ?"

সহসা অনসূয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া এই প্রশ্ন করিলেন।—ইঁহাদের আলোচনায় যোগ দিতে অর্থাৎ অনভিপ্রেত প্রতিকথায় বাধা দিয়া তাঁহারই মতানুযায়ী একটা মীমাংসায় ইঁহাদিগকে উপনীত করিবার সুযোগ না পাইয়া, অনসূয়া যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন,—এবং অতি অধীর ভাবে উপরে ছট ফট করিতেছিলেন। আড়ালে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের কথা শোনা সুনীতিসঙ্গত কাজ হয় না, তাই সে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু কাণ খাড়া করিয়া ঘন ঘন বাহিরের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছিলেন, ঘরটাও ছিল ঠিক ইঁহাদের বসিবার ঘরের কেবল উপরে। তবে অস্পষ্ট একটা শব্দ ব্যতীত, স্পষ্ট কোনও কথা তাঁহার কাণে গেল না। হঠাৎ দেখিলেন, আচার্য্য মহাশয় চলিয়া যাইতেছেন।—চলিয়া যাইতেছেন!—এ কি!—একবার তাঁহাকে ডাকিয়া, কি সিদ্ধান্ত তাঁহারা করিলেন, তাহা না বলিয়া অমনই চলিয়া যাইতে-

ছেন। ছুটিয়া অনসূয়া নীচে নামিয়া আসিলেন, উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য মশাই চ'লে গেলেন ?"

"হাঁ, চলেই গেলেন।"

"কি ব'লে গেলেন ?"

"কথাটা ভেবে দেখ্‌তে হবে তাঁর।"

"ভেবে দেখ্‌তে হবে।—কি ভেবে দেখ্‌তে হবে ?"

"হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য তার বই টই প'ড়্‌বার অধিকার সকলেরই আছে, একথা তিনি স্বীকার করেন,—স্বীকার সবাইকে ক'র্ত্তে হবে।—ভেবে তিনি দেখ্‌তে চান এই যে ব্রাহ্ম কেউ যদি হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব সত্য ব'লে অনুভব করে, আর তার সাধনা-প্রণালী ভাল কারও লাগে, তবে তাই গ্রহণ ক'রবার অধিকার তার আছে কি না।"

"না, এ অধিকার তার নাই! যদি কেউ তা করে, ব্রাহ্ম-সমাজে তার স্থান হ'তে পারে না!"

"তাহ'লে বল, ব্রাহ্ম সমাজেও লোকের জাত্‌ যায়।"

"জাত যায়! জাত যাওয়া মানে কি? আমরা কি জাত মানি যে জাত যাবে ?"

"যে ভাষাই বল, কথাটা গিয়ে একই দাঁড়াল।—ব্রাহ্ম কারও যদি ব্রাহ্ম সমাজে স্থান না হয়,—তবেই সেটা তার জাত যাওয়াই হ'ল।"

"হয় হ'ল। হ'লেই বা কি? ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ যদি কেউ ক'রে, সাধুসমাজে তার স্থান হ'তে পারে না,— এখন তাকে জাত যাওয়াই বল আর যাই বল।"

"কিন্তু কথাটা একটু ভেবে দেখ অনু:—ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে যে চলে, অসাধু যে, সাধুসমাজে তার স্থান হ'তে পারে না। সেটা হ'ল এক রকমের কথা, জীবনের মর্‍্যাল্ (moral) বা যাকে আমরা 'নৈতিক' দিক ব'লে থাকি, এ সেই দিকের কথা। —কিন্তু অন্য রকম religious ideal অর্থাৎ কি না ধর্ম্মমত কি ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের আদর্শ কেউ যদি ভাল মনে করে, আর তা গ্রহণ ক'র্ত্তে চায়——"

"তাহ'লে সোজা কথা, এ সমাজে সে থাক্‌তে পারে না! বিশেষ একটা ধর্ম্মমত ধ'রেই এ সমাজ হ'য়েছে,—সেই মত ছেড়ে বিপরীত কি ভিন্ন রকম যার যেমন খুসী মত নিয়ে লোকে যদি চ'ল্‌তে থাকে, সমাজ কি ক'রে থাকে?"—

"হুঁ! তাহ'লে,—ব'ল্‌তে হবে বিবেকের কি বিচারের স্বাধীনতা ব্রাহ্মেরও নাই। অন্যের নির্দ্দিষ্ট একটা মত অনুসারে তাকেও চ'ল্‌তেই হবে।"

অনসূয়া উত্তর করিলেন, "যাঁরাই নির্দ্দেশ ক'রে থাকুন, ঠিক সত্য যা তাই নির্দ্দেশ ক'রেছেন। যারা তা স্বীকার ক'র্‌বে না, তারা ভুল বুঝেছে। ভুল বুঝ্‌তে পাপের পথে কাউকে চ'ল্‌তে

দেওয়া যেতে পারে না। ব'লে যদি না শোনে, বোঝালে যদি না বোঝে, ঘাড় ধ'রে তাদের দূর ক'রে দিতে হবে।"

"উর্ম্মিকে বোঝাবার চেষ্টা কিছু ক'রেছ ?"

"বোঝাব ! ঐ এক রত্তি মেয়ে—ওকে আবার বোঝাব কি ? ধমকে ওকে ফিরিয়ে আন্‌তে এক দিনে পাত্তাম। কিন্তু তুমিই এই পাপ বুদ্ধিতে ওকে প্রশ্রয় দিয়ে সর্ব্বনাশ ক'রে দিচ্ছ।"

যোগীন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া কহিলেন, "অনু, উর্ম্মি নেহাত এক-রত্তি মেয়েটি ত আর নাই।—বেশ ত, ও প'ড়ছে, পড়ুক না। তুমি পার, যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে ওকে ফেরাও। কোনও আপত্তি আমার তাতে নাই।"

অনসূয়া উত্তর করিলেন, "যে পাপ বুদ্ধি ওর মাথায় ঢুকেছে, তাতে অবাধে যদি এই সব অপধর্ম্মের বই ও প'ড়তে পায়, মনের এত অধোগতি হবে, যে কোনও যুক্তি দিয়ে তা থেকে ফেরাতে আমি ওকে পারব না।—এখানে শাসন দরকার, যুক্তি নয়।"

"সেটা আমি মানতে পারিনে অনু। উর্ম্মি কুবুদ্ধির মেয়ে নয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগও সে এখনও করেনি। তবে হিন্দুধর্ম্মটার মধ্যে কি আছে, তাই দেখ্‌তে চাচ্ছে। যদি তার মনের ঝোঁক সে দিকেই শেষে গিয়ে পড়ে, আর যুক্তির বলে তা না ফেরাতে পার,—তবে ব'ল্‌তে হবে সে যুক্তি তোমার অসার।"

"না, যুক্তি অসার নয়, তার মনটা অসার, সার যুক্তি

গ্রহণ ক'র্ত্তে পারে না। তুমি প্রশ্রয় দিয়ে তার পথ আরও কঠিন ক'রে দিচ্ছ। আচার্য্য মশাইএর কাছে আমার অভিযোগ ছিল উর্ম্মির বিরুদ্ধে তত নয়, যত তোমার বিরুদ্ধে। তুমি তোমার পিতার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'চ্ছ, পাপের পথে তাকে বাধা দিচ্ছ না।"

"আমি সেটা মনে করি না অনু। আচার্য্য-মশাইও তা মনে করেন না।"

"সাদা সিধে ভাল মানুষ তিনি,—তু বুঝিয়ে দিয়েছ। নইলে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য হ'য়ে তিনি বলেন কি না ভেবে দেখতে হবে! ভেবে দেখতে হবে, ব্রাহ্ম কেউ পৌত্তলিক হ'তে পারে কি না!"

"কথাটা ঠিক ও ভাবে ব'ল্লে, ঠিক বলা হ'ল না অনু।—ব্রাহ্ম-সমাজের কার কথা, বিবেকে আর বিচারে যা ভাল মনে হ'বে, সেই অনুসারে স্বাধীন ভাবে চ'ল্বার অধিকার প্রত্যেক ব্রাহ্মের আছে। এখন এই যা কোনও ব্যক্তির ভাল মনে হবে, তা যদি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচলিত নীতির বিরোধী হয়, তবে তার সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ক'র্বার অধিকার ব্রাহ্মসমাজের আছে কি না, এইটেই তিনি——"

"অবশ্য আছে! নইলে ব্রাহ্মসমাজ থাকে কি করে? আর যে কোনও কাজেই লোকের স্বাধীনতা মানা যাক্, মূল যে সব নীতির আশ্রয়ে এই সমাজটা দাঁড়িয়েছে, সে সব বিষয়ে যে যা খুসী ক'রে

বেড়াতে পারে না। এক কথায়, আর যাই যে করুক, ব্রাহ্ম কেউ পৌত্তলিক হ'তে পারে না।"

"সেইটে পারে কি না, কেউ হ'লে ব্রাহ্ম[illegible] কোনও শাসনে তাকে বাধ্য ক'ত্তে পারেন কি না, [illegible] ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হয় কি না, এই কথাগুলিই ত তিনি ভেবে দেখ্‌তে চান।"

"তাহ'লে—দেখ্‌ছি—এর কোনও প্রতিকার তাঁর দ্বারা হবে না।"

"নাও হ'তে পারে।"

"হুঁ, নই তবে এক খটু [illegible] ঢুকেয়েছ! নইলে——"

"হাঁ, কথাগুলো [illegible] হত আগে আমহ [illegible] বটে,—তবে তার যুক্তি[illegible] যে স্বীকার ক'রেছেন।"

"যুক্তিযুক্ততা [illegible] যে ব্রাহ্মপরিবারের মেয়ে ফুলপাতা নিয়ে মন্তর আউড়ে পুতুল পূজো ক'ত্তে পারে?"

"না, ঠিক তা নয় অক্ষু: তবে যদি কেউ [illegible] করেই, তবে ব্রাহ্মসমাজ তাকে বাধা দিতে পারেন কি না।"

"কত বড় গুরুতর অন্যায় তুমি ক'রেছ বুঝ্‌তে পাচ্ছ না [illegible]ট্টার মোকাব্জি?"

"না, কি?"

"মেয়ের মাথাটা খেয়েছ, আচার্য্য মশাই-এর মাথা খাওয়ার

যোগাড় ক'রেছ। কত বড় অনর্থ হবে এতে বুঝ্তে পাচ্ছ? বুঝ্তে পাচ্ছ তার জন্যে দায়ী তুমি?"

"না, সেটা ঠিক বুঝ্তে পাচ্ছি না অনু। হাঁ, গোলমাল একটা তুমি ক'চ্ছ, আরও ক'র্বে। কিন্তু তার জন্যে আমিই যে দায়ী, সেটা ত ঠিক মনে হচ্ছে না।"

"হচ্ছে না! মিছে কথা ব'ল্ছ! তুমি দায়ী—তুমিই দায়ী! শুধু তুমি দায়ী! কেন এমন কুকাণ্ডটা ঘটল?—সুরুতেই কেন প্রতিকার তুমি ক'ল্লে না, আমাকেও ক'র্ত্তে দিলে না? এখনও—এখনও যে প্রতিকার হ'তে পারে, তাতেও কেন এত কৌশল ক'রে বাধা দিচ্ছ?"

"অনু, বেলা হ'ল,—স্নানাহার ক'রে এখন আফিসে যেতে হবে——"

এই বলিয়া যোগীন্দ্রনাথ উঠিলেন। অনসূয়া কহিলেন, "পালাতে চাও! পালাও। আমি কিছু তোমায় ধ'রে রাখ্তে পার্ব না। কিন্তু জেনো, সহজে আমি ছাড়ব না! আচার্য্য মশাই সাদা সিধে বুড়ো মানুষ, বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়েছে, তাঁকে ঝুটো কথার ছলে ভুলিয়েছ,—কিন্তু সবাইকে পার্বে না! উনি ভেবে দেখ্বেন? বেশ ভাবুন, দেখি ভেবে কি বলেন! কি আর ব'ল্বেন, যা ব'ল্বেন তা বুঝ্তেই পাচ্ছি। তা মনে ক'রোনা, একা ওঁর কথাই অমনি মাথা পেতে আমি নেব। ব্রাহ্ম

সমাজের কাছে আমি আপিল (appeal) ক'র্‌ব,—দেখি সুবিচার সেখানে এর হয় কিনা।"

"তা বেশ, ক'রো।"

"তাঁদের বিচার তখন মেনে নেবে ত ?"

"সেটা তখন বুঝ্‌ব। তাঁরা ত একতরফা রায় দেবেন না! আমার কথাটাও অবশ্য শুন্‌বেন।"

অনসূয়া কেমন যেন থমকিয়া কিয়ৎকাল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ! চমৎকার হবে! স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে যেন আদালতে মাম্‌লা ক'র্ত্তে গিয়ে সমাজের সভায় দাঁড়াব।—যোগীন্! কি ক'রে এটা তুমি ভাব্‌তে পাল্লে? কত বড় একটা বিশ্রী কাণ্ড হবে সেটা—বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?"

অনসূয়া এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন। যোগীন্দ্রনাথ স্নেহে স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখিয়া কহিলেন, "কেঁদো না অনু! ছি, কাঁদ্‌তে আছে? কি কর্‌ব বল? নিজের কোনও সুখ সুবিধা মেনে কথা হ'লে আমি ছেড়ে দিতাম,—তোমার মত যা, তাই মেনেই চ'লতাম।"

অনসূয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আমি ত নিজের জন্য কিছু ক'র্ত্তে চাচ্ছি না, উর্ম্মির যাতে মঙ্গল হয়—"

"আমিও ঠিক তাই চাচ্ছি। তবে এ বিষয়ে একমত দু'জনে

হ'তে পাচ্ছি না। তুমি মা, আমি বাবা,—তুমি মার কর্ত্তব্য পালন ক'র্ত্তে চাচ্ছ, আমিও পিতার কর্ত্তব্য পালন ক'র্ত্তে চাই। তবে এই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বড় শক্ত একটা মতবিরোধ আমাদের হচ্ছে। এখন—"

"তুমি ভুল বুঝ্ ছ—নিশ্চয়ই ভুল বুঝ্ ছ! কেবল—"

"না,—অন্ততঃ আমি তা মনে করি না। ভুল হয়ত—তোমারও হ'তে পারে। তা যখন দুজনের দুই মত হ'চ্ছে, আর তুমি তোমার মতে আমাকে বাধ্য কর্‌বার জন্য সমাজের কাছে আপীল ক'র্‌বে ব'ল্‌ছ, তখন আমারও ত নিজের কথাটা সেখানে একবার ব'ল্‌তে হবে। এই সব গুরুতর বিষয়ে স্বামী স্ত্রীর যদি দুই মত হয়, আর ঘরে তারা তার মীমাংসা ক'রে নিতে না পারে, তাতে ক'রে এক পক্ষ যদি তার অভিযোগ নিয়ে সমাজের দরবারে উপস্থিত হয়, আর এক পক্ষকে একটা জবাব ত তার দিতে হবে।"

"কেন ঘরে কি মীমাংসা হ'তে পারে না?"

"হচ্ছে কই আর? হ'ল না বলেই না আচার্য্যমশাইএর কাছে তুমি অভিযোগে জানিয়েছ? তা বেশ, দেখই না, এত ব্যস্ত কেন হ'চ্ছ? দেখ না, আচার্য্যমশাই কি বলেন, তখন যা হয় একটা বোঝা যাবে।"

"ঊর্ম্মিকে তুমি কেন একটু বুঝিয়ে বল না? তোমার কথা ও শোনে—"

"বোঝাতে পাচ্ছি কই?—ও যা বলে, তার জবাব যে সব দিয়ে উঠতে পারি না। তা এখনও ত সে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্ত্তে ঠিক প্রস্তুত হয়নি? প'ড়ছে, দেখছে, ভাবছে, সেটা ত আর নিষেধ ক'র্ত্তে পারি না—"

"ক'ল্লে ভাল হ'ত। হয় ত তোমার কথা সে মানত।"

"সেটা—উচিত মনে করি না অনু। কারও বুদ্ধিকে আর চিন্তাকে একটা গণ্ডীর মধ্যে জোর ক'রে বেঁধে রাখতে চাওয়া—সেটা তার চক্ষু দুটি অন্ধ ক'রে কারাগারে বেঁধে রাখার চাইতেও খারাপ। স্বধর্ম্মে কারও মনকে স্থির রাখতে যদি হয়, তার প্রতি অনুরাগ একটা সহজ সংস্কারের মতই হ'য়ে যাতে ওঠে, ছেলেবেলা থেকে তেমনি ভাবে তাকে চালাতে হয়। তা যদি হয়, কোনও যুক্তি সে সংস্কারকে জয় ক'রে উঠতে পারে না। তা—এসব কোনও ব্যবস্থা যে আমাদের একেবারেই নাই।—এখন এক উপায় দুই পক্ষের যুক্তির লড়াই। তোমার যুক্তি দিয়ে তার যুক্তিকে যদি হারাতে পার, হয়ত মনের গতি তার ফিরবে। কিন্তু তার যুক্তির জোরও বড় কম নয় অনু।"

"তাহ'লে—পৌত্তলিক ধর্ম্মেই তাকে ছেড়ে দেবে তুমি?"

"ছেড়েও দিতে চাইনে, বেঁধেও রাখতে চাইনে। সে যা ভাল বোঝে ক'র্বে। বুঝিয়ে তাকে ফেরাতে পার, বেশ, দেখ।"

"তুমি সেটা দেখ্‌বে না? তোমার কি তা উচিত নয়?"

"আমি—বোধ হয় পারব না সেটা। দোহাই তোমার, এখন ও কথা থাক্‌ অনু। বেলা হ'ল বড়,—এর পর যে খেয়েই যেতে পারব না।"

"আচ্ছা, যাও এখন।—দেখি। কিন্তু তুমি পারবে না, এটা আমি স্বীকার ক'রে নিতে পাচ্ছি না। পারতে তোমাকে হবেই।"

১০

"রাম নাম সত্য হ্যায়!"

"রাম নাম সত্য হ্যায়!"

নীচে রাস্তায় প্রথমে কতিপয় কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল—

"রাম নাম সত্য হ্যায়!"

সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর বহুকণ্ঠে প্রতিধ্বনি হইল—

"রাম নাম সত্য হ্যায়!"

রাস্তার ঠিক উপরেই একটা ঘরে ঊর্ম্মি তখন কি করিতেছিল, —সহসা এই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি সে শুনিল——

"রাম নাম সত্য হ্যায়!"

"রাম নাম সত্য হ্যায়!"

চমকিয়া সে উৎকর্ণ হইল,—শুনিল, এই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি করিতে করিতে রাস্তা দিয়া কারা যেন কোথায় যাইতেছে।—কারা এ! কোথায় যাইতেছে! কেন অবিরত এই ধ্বনি ও প্রতি-ধ্বনি করিতেছে——

"রাম নাম সত্য হ্যায়!"

"রাম নাম সত্য হ্যায়!"

ত্রস্ত ছুটিয়া সে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল!—দেখিল, কৃষ্ণবর্ণ, কুদর্শন দীনমলিনবেশ, বহু লোক এই ধ্বনি ও প্রতি-ধ্বনি করিতে করিতে যাইতেছে। সকলের আগে চারি জন বাহকের স্কন্ধে একখানি খাটিয়া, খাটিয়ার উপরে নূতন শুভ্র বসনে আবৃত একটি শব দেহ। লোক গুলিকে দেখিলে মনে হইবে, ইহারা কুলি মজুর কি ঝাড়ুদার ভিন্ন উচ্চতর আর কোনও শ্রেণীর লোক হইতে পারে না! কিন্তু সকলেরই মুখে একটা ধীর গম্ভীর ভাব —যেন স্বজনের এই মহাপ্রয়াণের গুরু সত্য প্রত্যেকেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে। ক্ষুদ্র এই ঐহিক জীবন নশ্বর একটা মায়ার খেলা,—তার সুখদুঃখ, ভোগের আড়ম্বর, বিষয়-সর্ব্বস্বতা সব অসার অসত্য, আর সত্য কেবল 'রাম নাম,' —ঐহিক জীবনের বন্ধন হইতে মুক্ত জীবের সম্বল ও এই সত্য, এই সার বস্তু,—এই সম্বল ধরিতে পারিলেই মহাপ্রয়াণের এই পথ

তার সুগম হইবে, অপূর্ণ কোনও বাসনার দুঃখে পিছনে আর সে ফিরিয়া চাহিবে না, অনাবিল আনন্দে সম্মুখে—ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধতর দেশে অবাধে আরোহণ করিবে,—এই কথা গুলি প্রত্যেকেই যেন তারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে,আর সেই অনুভূতির প্রেরণায় ধীর গম্ভীর কণ্ঠে সকলে এই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি করিতেছে—

"রাম নাম সত্য হ্যায় !"

"রাম নাম সত্য হ্যায় !"

বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে স্তব্ধ ভাবে ঊর্ম্মি দাঁড়াইল! শ্মশানযাত্রীরা ক্রমে দূরে আরও দূরে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু আকাশ ও বাতাস ভরিয়া যেন ঐ এক ধ্বনিও প্রতিধ্বনি লহরে লহরে ভাসিতে লাগিল,—

"রাম নাম সত্য হ্যায় !"

"রাম নাম সত্য হ্যায় !"

রাস্তায় ঘড় ঘড় গাড়ী চলিতেছিল. ট্রাম চলিতেছিল, মোটর ফস্ ফস্ ভস্ ভস্ শব্দে ছুটিতেছিল, ফিরিয়াওয়ালা কত বিচিত্র স্বরে হাঁকিয়া যাইতেছিল, পথযাত্রীদের আরও কত বিচিত্র কলরব উঠিতেছিল। কিন্তু কোনও শব্দই ঊর্ম্মির কাণে গেল না,—কেবল এই ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিতেই তার শ্রুতি পূর্ণ হইয়া রহিল,—

"রাম নাম সত্য হ্যায়!"

"কি দেখ্‌ছ ওখানে দাঁড়িয়ে উর্ম্মি?"

"কে, অরুণদা'!—আসুন! কখন এলেন আপনি?"

"এই ত এই একটু আগে,—নীচে কাকাবাবুর সঙ্গে কথা ব'লছিলাম। তা তুমি কি দেখ্‌ছিলে দাঁড়িয়ে অমন নিবিষ্ট হ'য়ে?"

"কি দেখ্‌ছিলাম! কেন আপনি কি দেখেননি?"

"কি? এমন আশ্চর্য্য রকম নূতন কিছু—কই চোকে ত প'ড়েনি?"

"চোকে প'ড়েনি! বলেন কি! কাণেও কি শোনেননি?"

"কি উর্ম্মি? কাণে এমন বিশেষ ক'রে শুন্‌বার মত——"

উর্ম্মি যার পর নাই বিস্মিত হইয়া চাহিল,—কহিল, "ঐ যে কতকগুলি লোক ব'লতে ব'লতে গেল—'রামনাম সত্য হ্যায়,' 'রামনাম সত্য হ্যায়—"

"ও হো, ও ত মড়া নিয়ে গেল কতকগুলো খোট্টা লোক। তা——"

"তাই আমি দেখ্‌ছিলাম,—ওদের ঐ ধ্বনিই শুন্‌ছিলাম। কেন আপনারা কি এটা—"

"ও ত যখন তখন দেখ্‌ছি,—ওদের কায়দাই হ'ল ওই। মড়া কেবল নিজেরা নেবার সময় নয়, যে কোনও জাতির মড়া দেখ্‌লেই খোট্টারা ব'লে ওঠে—"রাম নাম সত্য হ্যায়!"

"বটে!"

"তুমি এমন আশ্চর্য্য হ'চ্ছ এতে! কেন, আর কখনও কি খোট্টাদের মড়া নিয়ে শ্মশানে যেতে দেখনি?"

"মড়া!—না না অরুণদা, ও কথাটা ব'লবেন না,—কাণে কেমন বাধে! মড়া! ছি, কথাটায় মৃতদেহ সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞা বোঝায় না?"

"তা ব'লেছ ঠিক। একটু বিবেচক লোক যারা, তারা ও কথাটা বড় মুখে আনে না। 'শব' 'শবদাহ'—এই কথাগুলোই ব্যবহার করে।"

"তাই উচিত! একটা শ্রদ্ধার ভাব এতে প্রকাশ পায়।"

"তা তুমি কি শবদাহ ক'ত্তে ওদের শ্মশানে যেতে আর কখনও দেখনি? আশ্চর্য্য বটে!"

"না চোকে ত প'ড়েনি। বাঙ্গালীদের শব নিয়ে যেতে অনেক দেখেছি, অনেকে বেশ ফুল টুল দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে যায়। তবে—এ রকম শবযাত্রা—কই, দেখেছি ব'লে ত মনে পড়ে না। আগে আমরা ছোট একটা গলিতে ছিলাম কিনা, বছর খানেক এখানে এসেছি। এর মধ্যে—না, এ রকম দৃশ্য আর দেখিনি। আজ নতুন দেখ্‌লাম। ও কারা অরুণ দা?"

"চেহারা দেখে ত দোসাদ কি মুচি, কি ঐ রকম কোনও ছোট জাত বলেই ওদের মনে হ'ল—"

"খুব ছোট জাত ওরা? যাদের লোকে ছোঁয়না, হাতের জল খায় না?"

"হাঁ, এরা সেই রকম জাতই বটে।"

"এদেরই depressed class বলে, যাদের চেপে সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে মানবোচিত সকল অধিকারে বঞ্চিত ক'রে রাখা হ'য়েছে?"

উর্মির প্রশ্নের ভঙ্গিতে অরুণ একটু হাসিল,—কহিল, "হাঁ এরা সেই depressed class এর লোকই বটে!"

"কিন্তু এত বড় কথাটা—'রাম নাম সত্য হ্যায়'—কোথায় ওরা শিখ্‌লে? এই—'রাম নাম সত্য হ্যায়' যে শব নিয়ে শ্মশান-যাত্রার সময় এমনি ক'রে ব'ল্‌তে হয়, তাই বা কে এদের শেখাল অরুণ দা?"

"কে কবে ঠিক কথাটা ওদের শিখিয়েছিল, জানিনা।—তবে বহুদিনের প্রচলিত নিয়ম ওদের এটা। হিন্দুস্থানী সকল জাত—বামুন শূদ্র—শূদ্রেরও ছোট এই যে অনাচারণীয় সব জাত—সবাই শব-যাত্রার সময়, এমন কি যে কোনও জাতের শব চোকে প'ড়লেই বলে 'রাম নাম সত্য হ্যায়'।"

"কথাটার অর্থ ওরা বোঝে?"

"সেটা এত সহজ যে ওদের ভাষা যে বোঝে সেই তা বুঝবে। আর এটা ছোট বড় সকলেই এদেশে জানে, রাম নাম সত্য বুঝলেই জীবের মুক্তি হয়।"

"হুঁ! যারা বোঝে, আর এই সময়ে বুঝে এই ভাবে বলে 'রাম নাম সত্য হায়'—তারা কিসে ছোট? কিসে চাপা? কিসের অধিকারে বঞ্চিত? বামুন টামুন বড় জাতের কেউ ওদের ছোঁয় না, ওদের হাতের জল খায় না। অবশ্য সেটা উচিত নয়,—কিন্তু তাতে ওদের কি এমন এসে যায়? মানবের সব চেয়ে বড় অধিকার যা, 'রাম নাম সত্য' এই কথাটা বুঝতে পারা আর জীবের মুক্তির উপায় জেনে এই সব সময় তাই এ ভাবে বলতে পারা—তাতে ত তারা বঞ্চিত হয় নাই। ধরুন, এ অধিকারে যদি ওরা বঞ্চিত থাকৃত, আর বামুনরা ওদের ছু'ত, কি হাতের জল খেত, তাতে ওদের কি এমন ভাগ্য বেশী হ'ত? তবে ওরা বড় দুঃখী—"

অরুণ উত্তর করিল, "দুঃখী—কেবল ওরা নয়,—দৈহিক শ্রমে যারা জীবিকা অর্জ্জন করে, এমন লোক সব দেশেই অনেক আছে, আর তারা সকলেরই অপেক্ষাকৃত—ঠিক দুঃখী ব'লতে পারিনে—গরীব বটে। মানসিক শক্তিতে উন্নত যে সব লোক, অর্থ উপার্জ্জন সব দেশেই তারা বেশী করে আর বেশী সুখ সচ্ছন্দে থাকে। তবে এ দেশের ভদ্রলোকরা বেশীর ভাগই মোটা খায়, মোটা পরে, চালা-

ঘরে থাকে। বড় লোক বাদ দিলে সাধারণ ভদ্রলোকের তুলনায় এরা যে খুব বেশী দুরবস্থায় থাকে তা বলা যায় না। অন্ততঃ অন্যান্য দেশে সাধারণ ভদ্রলোক আর শ্রমজীবীদের মধ্যে অবস্থার যে তফাৎ, আমাদের দেশে সে তফাৎ তার চেয়ে কম ছাড়া বেশী ব'লতে পারি না।"

"ওঁসব কথা আমি কিছু ভাবছি না অরুণ দা। মানুষ যদি খাওয়া পরার অভাবে বড় ক্লেশ না পায়, তবে কে একটু বেশী খায় বেশী পরে, আর কে একটু কম খায় কম পরে, তাতে এমন বেশী কিছু আসে যায় না। তা এরা খাওয়া-পরায় দুঃখ কি বেশী পায়?"

"ওদের ঘরের খবর তেমন রাখিনা উর্ম্মি,—তবে পেট ভরে খায় ওরা। পরণ—তা সেটা এ দেশে অতি অল্পেই চলে। খাওয়ার দুঃখ যে ওরা বড় পায় না, তা ওদের চেহারা দেখলেই মনে হবে। অমন শরীরের বাঁধ ভদ্রলোকের মধ্যেই বা কটির দেখা যায়?"

"হুঁ! সবাই ওরা কাজকর্ম্ম ক'রে খেতে পায়?"

"কাজের অভাবে খেতে পায় না, এ রকম ত বড় দেখা যায় না।"

"মুখের গ্রাসও দেয় কেউ কেড়ে নেয় নি,—ধর্ম্মবুদ্ধিতেও কেউ ওদের খাট রাখে নাই। তবে ঘৃণা করে ওদের সবাই।

তা করুক; যারা করে তারাই বরং মানবপ্রেমের অধিকারে বঞ্চিত। ওদের কি ?"

"ঠিক ব'লেছ ঊর্ম্মি। ওদের কিছুই এমন এসে যায় না তাতে। ওদের আমোদ প্রমোদ মধ্যে মধ্যে দেখেছি। তাতে মনে হয় না, দুনিয়ার কোনও দুঃখ ওদের সরল আনন্দময় প্রাণ-টাকে এতটুকুও চেপে রাখতে পেরেছে। তবে ঐ যে ঘৃণার কথা ব'ল্লে, ওটা সাধারণ মানুষ মাত্রেরই একটা দুর্ব্বলতা,—যারা যে কোনও বিষয়ে বড়, তারা তাদের ছোট যারা তাদের অবজ্ঞা করে। তবে সবাই করে না,—ভালবেসে এই সব ছোট জাতের লোকদেরও হিত চান, ভাল করেন, এমন লোকও অনেক আছেন, সব দেশেই আছে। বাবার কাছে শুনেছি, ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে খুঁটিনাটি বাচবিচার যতই করুক, পাড়াগাঁয়ে বামুনচাঁড়ালেও মমতার টান একটা বেশ আছে। নানারকম ধর্ম্ম উৎসবে সবাই সমান আনন্দে মেলামেশা করে, অনেক রকম কাজকর্ম্মে ঘনিষ্ঠ একটা বান্ধবতার ভাবও অনেকের মধ্যে এসে পড়ে। অনেক ভদ্রলোকও পাড়াগাঁয়ে একখানা মোটাধুতি পরে, গামছা কাঁধে ক'রে বেড়ায়,—যেখানে সেখানে হয় ত মাটিতে ব'সেই সবার সঙ্গে হাসিগল্প করে, ডাবা হুকোয় তামাক খায়,খালি-পায়ে খালিপায়ে হাট বাজারে যায়, চাল ডাল মাছ তরকারী হাতে ক'রেই বাড়ীতে আনে। নমো টমো যে সব জাত আছে, তারাও

তাই ক'রে। জীবন যাত্রায় বড় একটা তফাৎ তফাৎ ভাব এতে থাকতেই পারে না!"

"হুঁ!"

অরুণ বলিতে লাগিল "ছেলেবেলায় যখন আমরা দেশে থাকতাম, নমশূদ্র জাতের এক বুড়ো আমাদের বাড়ীতে চাকর ছিল,—সবাই তাকে মেনে চ'লত, ভয় ক'রত। ঠাকুরদাদা তাকে বিশুদা ব'লে ডাকতেন,—বাবা ডাকতেন জ্যাঠা। সে ঘরে আসত না, হাতে ক'রে কাউকে জল দিত না, হুঁকোও ছুঁত না,—কিন্তু এমন একটা আপনাআপনি ভাব তার সঙ্গে সবার ছিল—যা আজকাল সহরে মনিবে-চাকরে কখনও দেখা যায় না, হ'ক না সে চাকর জেতে বামুন। যখন সে ম'ল, ঠাকুরদাদা, বাবা, আরও পাড়ার কত লোক কাঁধে ক'রে তাকে শ্মশানে নিয়ে গেলেন, দাহ ক'রে এলেন। আর সহরে আজকাল বাসার রাঁধুনে বামুনও যদি মরে, ডোম ডেকে তাদের হাতে তাকে দিয়ে দেয়।"

"বাসায় ম'লে ত! ব্যামো হ'লেই যে হাঁসপাতালে বিদেয় ক'রে দেওয়া হয়! সে যাই হ'ক অরুণদা, আশ্চর্য্য বটে এই সব ব্যাপারও! যত পড়ছি, যত শুনছি, অবাক্ হয়ে যা'চ্ছি। কেন যে সবাই হিন্দুধর্ম্মের হিন্দুসমাজের এত নিন্দে করে, আর কেন যে আমরা তাদের ছেড়ে আলাদা এক সমাজ হ'য়ে আছি, বাস্তবিক বুঝতে পারিনে। আলাদা যে হ'য়েছি, কি এমন

ভাল হ'য়েছি, ভাল ক'চ্ছি, তা ত দেখ্‌তে পাইনে। জাতি বিচার মানিনা, সবাই সমান আমরা বলি,—কিন্তু বাড়ীর চাকর ঝি বামুন—এদের দেখি যেন আলাদা শ্রেণীর জীবের মত!"

অরুণ কহিল "তোমরা কি হ'য়েছ, কি ক'চ্ছ, কেন আলাদা হ'য়েছ, তার সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌তে চাইনি ঊর্ম্মি,—তবে হিন্দুর ধর্ম্ম আর সমাজকে লোকে যে নিন্দে করে, গাল দেয়—অনেকটা না বুঝে দেয়। আমার বড় দুঃখ হয় ঊর্ম্মি! এত নিন্দে, এত গালাগাল বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোনও ধর্ম্মকে আর কোনও সমাজকে লোকে দেয় নাই। আরও বেশী দুঃখ হয় এই যে আমরা নিজেরাই গালাগাল দি সব চেয়ে বেশী। আসলে এ ধর্ম্মটা কি, এ সমাজের অবস্থা কি, তা মমতার চক্ষে কখনও আমরা দেখতে শিখিনি,—আপনার ব'লে একটা ইজ্জৎ বোধও এর জন্যে আমাদের নেই। পরের দেওয়া দৃষ্টিতে আমরা সব দেখি, পরের মুখের কথারই প্রতিধ্বনি করি। অবশ্য দোষ অনেক আছে, কোন্ ধর্ম্মে কোন সমাজে না দোষ আছে? ভিতরের অবস্থা পরীক্ষা ক'রে তুলনা ক'রে যদি আমরা দেখি, আমাদের ধর্ম্ম আমাদের সমাজ মোটের উপর অন্য কোনও ধর্ম্ম, অন্য কোনও সমাজের চেয়ে বড় বই ছোট মনে হবে না। দোষ যা আছে, নিজের দেহে কোনও রোগের মত তা দেখতে হয়, যাতে সারে তার চেষ্টা

ক'র্ত্তে হয়,—দেহটাকে ত্যাগ ও কেউ কর্ত্তে পারে না। সে ত মরা হ'ল।"

উর্ম্মি কহিল, "সমাজের কথাটা ঠিক এখনও ভাল বুঝতে পারিনে অরুণদা। তবে ধর্ম্মটা—না তাকে ছোট কি হীন ব'লতে আমি ও রাজি নই। যে ধর্ম্মের প্রভাবে আমার দিদিমা ঐ দিদিমা হ'তে পেরেছেন, যে ধর্ম্মের প্রভাবে এই সব কুলি-মজুর দোসাদমুচিও 'রাম নাম সত্য হ্যায়' ব'লে শব কাঁধে করে শ্মশানে যেতে পারে,—সে ধর্ম্ম যদি হীন হয়, বড় ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর কি হ'তে পারে জানিনে।"

"আর যে সব সমাজনেতা ব্রাহ্মণদের ব্যবস্থায় এই সব নীচ জাতিও এটা শিখেছে,—মানবের এই সর্ব্বোচ্চ অধিকার লাভ করেছে, সে সমাজই যে হীন, তা কি ক'রে ব'লবে উর্ম্মি? ধর্ম্মতত্ত্বের বড় বড় সব কথা, কি ভাবে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচারিত হ'য়ে এসেছে, পুরুষানুক্রমে কি সব শিক্ষাদীক্ষার ফলে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এই ভাব একেবারে সহজ ধর্ম্ম হ'য়ে প'ড়েছে, জান উর্ম্মি?—কত অনুষ্ঠান, কত উৎসব, কত পাল পার্ব্বণ, কীর্ত্তন ভজন, ব্রত, যাত্রা জারী পাঁচালী, দেবসেবা, তীর্থযাত্রা, আরও যে কত কি ব্যবস্থা—সবারই এক লক্ষ্য, ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব, মূল নীতি গুলি সকল শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রার নিত্য আদর্শ হ'য়ে ওঠে! এটা যেমন এর ফলে এ সমাজে হ'য়েছে,

এমন আর কোনও সমাজে বুঝি হয় নাই। তুলনা যদি আর কোনও সমাজে এর মেলে, মিল্‌বে ভারতের মুসলমান সমাজে। ভারতের মাটির গুণ, জলবায়ুর গুণ এটা,—হাজার হাজার বছরের ধর্ম্মসাধনা ভারতকে এমনই এক মহাপুণ্যতীর্থে পরিণত ক'রেছে!"

উর্ম্মির চক্ষে জল আসিল,—কহিল, "বড়ই ইচ্ছে ক'রে অরুণদা, ঠিক ভারতের মেয়ে হ'য়ে ভারতের এই হিন্দুসমাজে আবার ফিরে যাই! ভারতের খাটি সন্তান যারা, তাদের সঙ্গে এক হ'য়ে মিলে থাকি! আমরা—আমরা—ভারতের মাটিতে বিদেশী একটা গাছ রূপে তার আশ্রয় নিয়েছি। এ মাটিতে এ গাছ জিয়ে উঠ্‌বে না।"

"ফিরে যাবে উর্ম্মি?"

"পথ পেলে যাই,—কিন্তু কোথায় পথ?"

"পথ—যদি চাও পাবে।—পথ কঠিন নয়, দূরে নয়, তোমার সাম্‌নেই খোলা রয়েছে,—আস্‌বে উর্ম্মি?"

হাত খানি একটু বাড়াইয়া কয়েক পা সম্মুখে অরুণ অগ্রসর হইল।

কথার ভঙ্গী, চোকের দৃষ্টি, আর এই গতি, সামান্য এই শব্দ কয়টি অপেক্ষা সহস্রগুণ স্পষ্ট ভাষায় বুঝি উর্ম্মিকে বুঝাইল, এ পথ কি, আর কোথায়! আরক্ত মুখখানি তার আনত হইয়া পড়িল, সর্ব্বাঙ্গ তার শিহরিয়া উঠিল,—জানালাটির প্রান্ত ধরিয়া সে

স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তার পিতার সেই কথা মনে পড়িল,—আর মনে পড়িল, দিদিমার সেই বিদায়কালীন আশীর্ব্বাদ,—ভক্তি ক'রে শিবের পূজো করিস্। ভগবতী শিবকে পতি পেয়েছিলেন, শিবের মত পতি তুই পাবি। মেয়ে জন্মে তার চেয়ে ভাগ্য আর কিছু হ'তে পারে না।

অরুণ আরও দুই এক পা অগ্রসর হইয়া কহিল, "আমার কথা বুঝ্‌তে পাল্লে না উর্ম্মি? এস, দুজনে আমরা ভারতদেবতার আশীর্ব্বাদে এক হ'য়ে মিলে ভারতের মহাতীর্থে ভারতসন্তানের ধর্ম্ম পালন ক'র্‌ব।"

"বাবাকে বলুন।" বলিয়াই উর্ম্মি মুখখানি ফিরাইল। বাহিরে রাস্তার দিকে তার দৃষ্টি পড়িল,—দেখিল, একটি লোক হরগৌরীর একখানি মূর্ত্তি মাথায় করিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে, সেদিন চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব্বাহ্ন, নীল-ব্রতের তারিখ।

অরুণ কহিল, "তাঁকে ত ব'লবই। কিন্তু তোমার নিজের উত্তরটা কি, ব'লবে না?"

"তাঁকেই বলুন, উত্তর তিনিই দেবেন। ঐ দেখুন!"

রাস্তার সেই হরগৌরীর মূর্ত্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই উর্ম্মি ছুটিয়া পলাইয়া গেল। অরুণ চাহিয়া দেখিল,—মূর্ত্তির মুখ তখন ঠিক তারই সম্মুখে—যেন তারই দিকে চাহিয়া হাসিতেছে!

যুক্তকরে প্রণাম করিয়া অরুণ মনে মনে কহিল, "মহাদেব! মহাদেবী গৌরী! তোমাদের এই দর্শন আমাদের শুভ হ'ক্! তোমাদের সন্তান আমাদের দুটিকেও এম্‌নি ক'রে তোমাদের পায়ে মিলিয়ে রাখ!"

১১

"অরুণ!"

কঠোর এই ধ্বনি শুনিয়া অরুণ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল,—দেখিল, ক্রুদ্ধনয়না আরক্তবদনা স্বয়ং অনসূয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা! লজ্জায় সে মরিয়া গেল,—যেন হাতে হাতে চোর ধরা পড়িল! অনসূয়া কহিলেন, "ও কি হচ্ছিল অরুণ? কি ব'লছিলে তুমি উর্ম্মিকে?"

অরুণ নীরব! বস্তুতঃ সহসা এই আক্রমণে সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল,—কি করিবে কি ভাবে কি উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। উর্ম্মিকে বরাবরই তার বড় ভাল লাগিত। সম্প্রতি একই ভাবের টানে দুইজনের প্রাণ একই পথে চলিতেছিল, গভীর একটা সমপ্রাণতা তার সঙ্গে সে অনুভব করিত। আপনা হইতেই মনে হইত, উর্ম্মিও সেইরূপ অনুভব করে। এ অবস্থায় তার মত যুবকের চিত্ত যে উর্ম্মির প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে একথা বলাই বাহুল্য। আর এই প্রেমেই সে অনুভব

করিত উর্ম্মির প্রেমও সে লাভ করিয়াছে। কাহাকেও এ পর্য্যন্ত কিছু বলে নাই। কিন্তু কয়দিন অবধি বিবাহের সম্ভাবনা সে চিন্তা করিতেছে,—অলঙ্ঘনীয় কোনও বাধা দেখিতে পায় নাই। ভাবিয়াছিল, তার মাতাকে ও পিতাকে তার অভিপ্রায় সে জানাইবে এবং তাহাদের দ্বারা যোগীন্দ্রনাথের নিকট প্রস্তাব করাইবে। কিন্তু আজ কথায় কথায় ভাবের আবেশে সে একেবারে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। উর্ম্মি যখন বলিল, পথ পাইলে ফিরিয়া যাই,— আর সে আত্ম সম্বরণ করিতে পারিল না। আত্ম-সম্বরণের কথা মনেও তার হইল না। সমস্ত প্রাণের কামনা প্রবল উচ্ছ্বাসে সকল সঙ্কোচের ও বিবেচনার অর্গল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িল। যখন আসিয়াছিল, এরূপ কোনও অভিপ্রায় তার ছিল না। সহসা অনসূয়ার এই আক্রমণে সে বুঝিতে পারিল, কত বড় গর্হিত কাজই সে করিয়াছে। ইহার কি উত্তর দিবে, কি বলিয়া আত্মসমর্থন করিবে, তাহা ভাবিয়া কুল পাইল না। তাই যারপরনাই অপ্রতিভ ভাবে সে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনসূয়া কহিলেন, "অরুণ! ঘরের ছেলের মত তোমাকে দেখি, আসছ যাচ্ছ, ওদের সঙ্গে হাসিগল্প করছ, কখনও ভাল বই মন্দ তাতে কিছু ভাবিনি। আপনজন ভেবে এত বিশ্বাস ক'রেছি তোমাকে,—কিন্তু আজ এ কি ব্যবহার তোমার?"

"কি, কি হয়েছে অনু? অরুণ কি ক'রেছে?"

যোগীন্দ্রনাথ নীচে ছিলেন,—স্ত্রীর এই উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অনসূয়া কহিলেন, "কি ক'রেছে? শুনবে? উনি তোমার মেয়েকে বিবাহ ক'ত্তে চান, হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিক পঙ্কে ডুববার পথটা তার সোজা ক'রে দেবেন বলে। বুঝলে? তুমিও বোধ হয় খুসীই হবে কথাটা শুনে। নিজেও ত সেই দিকেই হতভাগীকে ঠেলে দিচ্ছিলে!"

ব্যাপার কি? অরুণ কি উর্ম্মির কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ফেলিয়াছে? তাঁর অজ্ঞাতে একেবারে উর্ম্মির কাছে অরুণ এই প্রস্তাব করিয়াছে! এটা কিছু অসঙ্গত হইলেও যোগীন্দ্রনাথ মনে মনে সত্যই বড় সুখী হইলেন, কারণ অন্তরের বাসনাই ছিল তাঁহার ইহা। যুবকের উদ্দাম চিত্ত—বড় বেশী ভাল বাসিয়াছে বুঝি, বাসিবারই ত কথা,—সহসা হয়ত ভাবের বড় একটা উদ্বেল উচ্ছ্বাসে মনের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে! তা এমন দোষই বা কি তাতে ওর দেওয়া যায়? মুখে একটু হাসি ফুটিতে ফুটিতে চাপিয়া ফেলিলেন,—অরুণের দিকে চাহিলেন। হাতে হাতে ধরাপড়া চোরের মত দণ্ডায়মান অরুণের নিতান্ত অপ্রতিভ মূর্ত্তি-খানি দেখিয়া দুঃখও হইল, আবার হাসিও একটু পাইল। কহিলেন, "কি অরুণ, কি হ'য়েছে? উর্ম্মিকে——"

"আজ্ঞে, আর লজ্জা দেবেন না আমায় কাকাবাবু। আমি

বুঝ্‌তে পারিনি—বড্ড বেয়াদবী হ'য়েছে, আগে আপনাকে কথাটা আমার বলা উচিত ছিল। তা যা ব'লেছি, তা ফিরিয়ে নেবনা—নিতে পারবও না। কিন্তু উর্ম্মির সঙ্গে আমার বিবাহে কি বাধা বড় কিছু আছে ?"

যোগীন্দ্রনাথ কিছু বলিতে পারিবার আগেই অনসূয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাধা আছে! যথেষ্ট আছে! তোমার এই আচরণই অতি অন্যায় হ'য়েছে, তাই যথেষ্ট বাধা হ'তে পারে। সেটা মাফ ক'ত্তে পাল্লেও—তোমাকে জানি, অসচ্চরিত্র নও তুমি, বন্ধুর পুত্র, স্নেহও যথেষ্ট করি,—সুতরাং এই একটা ভুল তোমাকে মাফ ক'ত্তে পারি, যদি ভুল বুঝে মনে মনে অনুতপ্ত তার জন্যে হ'য়ে থাক!"

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "আহা, আর কেন অনু? অরুণ ত ব'ল্‌ছে; আমাদের না জানিয়ে আগে উর্ম্মিকেই এটা বলা তার উচিত হয় নি!"

"বেশ কথা! ওটা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু আরও বাধা আছে, গুরুতর বাধা। উর্ম্মির যে অধঃপতন্ হ'চ্ছে, তা'তে ও প্রশ্রয় দেবে! এতদিন ধারণা ছিল, দীক্ষিত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম না হ'লেও ওরা উদার, উন্নত, পৌত্তলিকতা বর্জ্জন ক'রেছে! কিন্তু আজ শেষের দুই চারটে কথা আমার যা কাণে গেল, তাতে বুঝ্‌তে পাচ্ছি— কথাটা বলা হয়ত আমার উচিত হবে না—মাফ ক'রো অরুণ—তোমারও পৌত্তলিক মতিগতি হ'য়েছে। আর

ঊর্ম্মির সেই মতিগতি দেখেই তুমি তাকে বিবাহ ক'র্ত্তে চাচ্ছ। চোকে দেখ্‌লাম, রাস্তায় একটা পুতুলের দিকে চেয়ে তুমি নমস্কার ক'ল্লে! ঊর্ম্মি তোমাকে দেখিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল! বোধ হয় ভরসাও তুমি এই করছ, পৌত্তলিক মতেই পাথর আগুণের পূজো ক'রে ঊর্ম্মিকে তুমি বিবাহ ক'র্‌বে।"

"ও কথাগুলো—এখনও কিছু ভাবিনি কাকীমা। তবে—"

"তবে? কি তবে?—তাই ক'র্ত্তে হবে! নয় কি?"

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "কি ক'র্ত্তে হবে না হবে সে কথা নিয়ে আগেই এত ঝগড়া ক'র্‌বার কি দরকার অনু? সেটা—ভাল, অনিলের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখি—সে কি বলে শুনি, তারপর—"

"তারপর কি ক'র্‌বে? অনিলবাবু ব্রাহ্মমতে ছেলের বিয়ে দিতে রাজি হবেন? হ'লেও তিনি হ'তে পারেন,—অরুণ হ'বে না, ঊর্ম্মি হবে না!"

"আহা, আগেই অতটা মনে ক'রে নিচ্ছ কেন? এ সব অনুষ্ঠানের বাধা এখন নাই ধ'র্‌লে। এমনিই বল না, অরুণ কি ঊর্ম্মির অযোগ্য পাত্র?"

একটু ভাবিয়া অনসূয়া কহিলেন, "না, তা ব'ল্‌তে পারি না। তা—এ কথা আমি ব'লছি, ওদের মতিগতি যদি ফেরে, সমস্ত পৌত্তলিকতার সংস্রব থেকে মুক্ত পবিত্র ব্রাহ্মমতে যদি

বিবাহ হয়, আনন্দে আমি এ বিবাহে অনুমোদন ক'রব। আর তা যদি না হয়, বিবাহ হবে না! বেশ, তোমরা পরামর্শ ক'রে ব্যবস্থা এর একটা কর, ও দীক্ষিত হয়ে ব্রাহ্মমতে বিবাহ ক'র্‌বে কি না বুঝুক,—কিন্তু এর মধ্যে আমার নিষেধ—কিছু মনে ক'রো না অরুণ,—আমার principle (নীতি) আমি ত্যাগ ক'র্‌তে পারি না, conscienceকে (বিবেককে) অবজ্ঞা ক'র্‌তে পারি না,—এর মধ্যে, এ বাড়ীতে তুমি আর আস্‌বে না, উর্ম্মির সঙ্গে দেখা ক'র্‌বে না।”

বলিয়াই গম্ভীরভাবে অনসূয়া চলিয়া গেলেন।

অরুণ কহিল, “আসি তবে কাকাবাবু,—আমার বেয়াদবী মাফ ক'র্‌বেন।”

স্নেহে অরুণের কাঁধে হাতখানি রাখিয়া যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, “এস বাবা। বেয়াদবী—না বাবা, ও সব কিছু মনে ক'রো না। জান, আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম? সত্য বল্‌ছি অরুণ, বড় আনন্দিত হ'য়েছি আমি। যাও ঘরে যাও,—কিছু ভেবো না, উর্ম্মি তোমারই হবে। আমি বল্‌ছি, কোনও বাধায় আটকাবে না,—উর্ম্মিকে তোমার হাতেই আমি দেব।”

নীরবে ভূমিষ্ঠ হইয়া যোগীন্দ্রনাথকে অরুণ প্রণাম করিল, পদধূলি লইয়া মাথায় দিল। দুই ফোঁটা অশ্রু মাত্র তার প্রাণভরা সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা যোগীন্দ্রনাথের চরণে নিবেদন করিল। অরুণকে

দুই হাতে তুলিয়া বক্ষে ধরিয়া সাশ্রুনয়নে যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "সুখে থাক বাবা.—ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক !"

১২

অনেক কথা অনসূয়া ভাবিলেন। ব্রাহ্মসমাজে সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুশিক্ষিতা কন্যাদেরও যে সুপাত্র কত দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে, ইহা তাঁহার অবিদিত ছিলনা। বিলাত হইতে কোনও যুবক ফিরিয়া আসিলে, ধনী হিন্দুরাও অনেকে এমন ভাবে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়েন যে ব্রাহ্মকন্যার পক্ষে তাহাকে লাভ করা অতি কঠিন হইয়া পড়ে, যদিও এই সব সুশিক্ষিত যুবকের উপরে দাবী একমাত্র তাহাদেরই। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্য, অর্থলোভে ইহারা অনেকেই ব্রাহ্মকন্যার এই ন্যায্য দাবী অবজ্ঞা করিয়া ধনী হিন্দুর কন্যা বিবাহ করে। আজ কাল আবার হিন্দুরাও কিছু উদার হইতেছে,—মেয়েদের ইস্কুল কলেজে পড়ায়, অধিক বয়সে বিবাহ দেয়। কেন যে তারা বিবাহের বেলায় পৌত্তলিক আচার মানে, এইটুকুই তিনি বুঝিতে পারেন না। যাহা হউক, এই সব সুপাত্র প্রায়ই ব্রাহ্মসমাজের হাতছাড়া হইয়া এখন যাইতেছে। ব্রাহ্ম মাতারা অনেক চেষ্টা করিয়া তবে কচিৎ দুই একটি পাত্র হস্তগত করিতে পারেন। তাও যদি প্রচুর অর্থবল থাকে। তিনি দরিদ্রা না হইলেও বিশেষ অর্থবলের অধিকারিণীও নন। অনেক খোঁজ নিয়াছেন, ঊর্ম্মির জন্য এইরূপ মনোমত পাত্র-

লাভের সম্ভাবনা এ পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই। অবশ্য উর্ম্মি এখনও এমন বড় হয় নাই, যে old maid বা বয়োতীতা কুমারীর পর্য্যায়ে তাকে ফেলা যাইতে পারে। কিন্তু যোগ্য পাত্র না পাইলে সেই দলে ত গিয়া পড়িবে! কিছু উৎকণ্ঠাও এজন্য তিনি বোধ করিতে-ছিলেন। অরুণের কথা কখনও তিনি ভাবেন নাই, কারণ অরুণ উদার হইলেও হিন্দুপরিবারের ছেলে। আর পাঁচটা কাজে যতই উদার হউক, বিবাহের বেলায় কোনও উদারতা উহাদের দেখা যায় না। যাহা হউক, এখন অরুণ উর্ম্মিকে বিবাহ করিতে চায়, ওকে ভাল বাসিয়াছে। তার অবস্থা ভাল, নিজেও সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র, উন্নতি লাভ করিবে। সুতরাং সর্ব্বাংশে সে যোগ্য পাত্র বটে। এক বিলাত ফেরত নয়,—তা না হইলেও অবজ্ঞা করা যায় না।—উচ্চ পদমর্য্যাদা, অবস্থার সচ্ছলতা উহার ঘটিবে। আর একবার বিলাত যদি পাঠান যায়——কেন হইবে না? তবে ত সোণায় সোহাগা হইবে। না, না, এ সম্বন্ধ অবহেলা করি-বার নয়। এক বাধা—সেটা খুব শক্ত বাধাই বটে—ওরা হিন্দু, অরুণের মতিগতিও পৌত্তলিক কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াছে। সেটা হয়ত—উর্ম্মির অনুকরণেও ঘটিতে পারে। উর্ম্মিকে ও ভাল বাসিয়াছে। ভালবাসায় বড় সহানুভূতি জন্মে. তাহাতে ভাল-বাসার পাত্রপাত্রীর মতের অনুকুল মত লোকের হয়। এখন যদি উর্ম্মির মতিগতি এই কুপথ ছাড়িয়া সুপথে আসে,—সে যদি

বলে, ব্রাহ্মমত ছাড়িয়া পৌত্তলিক মতে বিবাহ করিব না,—তবে অরুণ বাধ্য হইয়াই ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিবে। তার পিতামাতা আপত্তি করিলেও সে তাহা শুনিবে না। বেশ, তাঁহারা হিন্দু আছেন, থাকুন,—অরুণ ব্রাহ্ম হইয়া উর্ম্মিকে বিবাহ করুক। কি এমন দোষ তায়? যোগীনও ত—মনে মনে যে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগ ছিল তা নয়, তবু নিজের আত্মীয়-স্বজনদের ছাড়িয়া তাঁহাকে বিবাহ করে। আর কে জানে, অনিল বাবুদের তেমন গোঁড়ামী ত কিছু নাই,—হয়ত এই উপলক্ষে ব্রাহ্ম হইয়া ব্রাহ্মসমাজেই একেবারে যোগ দিবেন। অমন একটি চমৎকার পরিবার তাঁহারা লাভ করিবেন! কিন্তু সব নির্ভর করিতেছে, ঐ উর্ম্মির উপরে। তাকে কি ফিরান যাইবে না? কিন্তু শাসনে হইবে না! শাসন ত কত করা হইল,—ফল উল্টা হইয়াছে। যোগীন্ ঠিক বলিয়াছিল, শাসনে হইবে না, বুঝাইয়া ওকে ফিরাইতে হইবে। কিন্তু বুঝাইবে কে? তিনি পারিবেন না,—পৌত্তলিকতার পক্ষে কোনও কথা শুনিলেই সমস্ত শরীর তাঁহার ঝঙ্কার দিয়া উঠে, মাথার ঠিক থাকে না। যোগীনের দ্বারাও হইবে না,—মনই তার সে দিকে নাই। বরং উর্ম্মির এই সব মতিগতিতে একটা সহানুভূতিরই উঁহার দেখা যাইতেছে। নহিলে, সে বলিলেই উর্ম্মি ফিরিত,—অন্ততঃ এ সব পড়া-শুনা ছাড়িয়া দিত, শেষে

সব ভুলিয়া যাইত। কিন্তু তা হইবে না, যোগীন্ কিছুই বলিবে না।

এক আচার্য্য মহাশয় আছেন। যোগীনের কথায় ভুলিয়া যাই তিনি সে দিন বলিয়া গিয়া থাকুন, অবস্থাটা সব ভাল করিয়া বুঝিলে আন্তরিক একটা চেষ্টা তিনি করিবেন। তাঁর সে চেষ্টা সফল হইতে পারে। উর্ম্মি বালিকা মাত্র, তার সাধ্য কি সকলের শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণ ঐ আচার্য্যমহাশয়ের জ্ঞানপূর্ণ যুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে? হাঁ, অবিলম্বে আচার্য্য মহাশয়ের সাহায্যপ্রার্থিনীই তাঁহাকে হইতে হইবে।

তখনই উঠিয়া অনসূয়া ভৃতকে গাড়ী আনিতে আদেশ করিলেন, তাড়াতাড়ি যথোচিত বেশবিন্যাস করিয়া প্রস্তুত হইলেন। গাড়ী আসিল,—কাহাকেও কিছু না বলিয়া আচার্য্য মহাশয়ের গৃহাভিমুখে তিনি যাত্রা করিলেন।

সে দিন রবিবার সন্ধ্যায় সমাজমন্দিরে উপাসনা অনুষ্ঠান তাঁহাকে সম্পাদন করিতে হইবে। সুতরাং পর দিন সন্ধ্যায় গৌরীচরণ যোগীন্দ্রনাথের গৃহে আসিলেন।

"এই যে যোগীন্, এসেছ আফিস্ থেকে? ভালই হ'য়েছে। অনসূয়া কাল গিয়েছিলেন আমার ওখানে। তাঁর ইচ্ছা উর্ম্মিমালার সঙ্গে—কি জান—এই একটু আলাপ আমি করি—আমার উপদেশে যদি তার মনটা ফেরে—"

"তা বেশ ত, করুন। উর্ম্মিকে ডাক্‌ব ?"

"এখানে সুবিধে হবে না বাবা,—একটু নিরেলা তার সঙ্গে কথা ব'ল্‌তে চাই। ছাদে ব'স্‌বার সুবিধে হবে ?"

"কেন হবে না ? তাই বসুনগে।—ওরে উর্ম্মি, এই যে, আয় এদিকে, আচার্য্য মশাই এসেছেন, তোর সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা ব'ল্‌বেন,—ছাদে একটা মাদুর টাদুর কিছু পেড়ে ওঁকে নিয়ে ব'স্‌গে যা,—আর তোর মাকে বল্‌, এক পেয়ালা চা চট ক'রে তৈরী ক'রে ওঁকে পাঠিয়ে দেন।"

উর্ম্মিকে লইয়া গৌরীচরণ ছাদে গিয়া বসিলেন,—চা ও কিছু খাবারও অবিলম্বে সেখানে প্রেরিত হইল। একটু একটু খাবার মুখে দিয়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে গৌরীচরণ কথাটা পাড়িলেন। সাকার ও নিরাকার উপাসনার তুলনা করিয়া ছোট একটি বক্তৃতা তিনি আরম্ভ করিলেন।—উর্ম্মি ধীর ভাবে তাঁর সব কথা শুনিল,—শেষে কহিল, "আচার্য্য মশাই, আপনার সঙ্গে কোনও তর্ক বিতর্ক এ নিয়ে আমি ক'র্ত্তে পারিনে, সেটা আমার পক্ষে বড় বাচালতাই হবে। তবে—মাফ ক'রবেন, একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব ?"

"কি, বল দিদি ?"

"আপনারা কার উপাসনা করেন ?"

"কেন, ভগবানের, অদ্বিতীয় সেই নিরাকার পরব্রহ্মের।"

"তিনি যদি মূর্ত্তি ধ'রে কারও প্রাণের মধ্যে দেখা দেন ?"

"মূর্ত্তি ধ'রে ? কি ক'রে তা হ'তে পারে দিদি ? তিনি যে নিরাকার।"

"সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি। ভক্ত যদি চায়, দয়া ক'রে মূর্ত্তি ধ'রে কি তার প্রাণে তিনি দেখা দিতে পারেন না ?"

"সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি পারেন না, এ কথা বলা চলে না। তবে এমন অনেক কাজ আছে—ধর, এই যেমন পাপ—যা তিনি করেন না।"

উর্ম্মি উত্তর করিল, "ভক্ত যদি কোনও মূর্ত্তি ধ্যান ক'রে সেই ভাবে তাঁকে পেতে চায়, আর দয়া ক'রে সেই মূর্ত্তি ধ'রে যদি তিনি তার প্রাণে আবির্ভূত হন, তবে সেটা কি পাপ হ'তে পারে আচার্য্য মশাই ?"

"পাপ—না, তা কি ক'রে বলা যায় ? তবে কি জান দিদি, আমরা বিশ্বাস করি, সাকার উপাসনার চেয়ে নিরাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ,—আর এই শ্রেষ্ঠ উপাসনাই যখন সকলে ক'র্ত্তে পারে, নিকৃষ্ট উপাসনা কেন ক'র্‌বে ?"

"আমার কি' মনে হয় জানেন ? সরল মনে ভক্তিতে যে উপাসনা করে, তার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ,—তা সে সাকারই হ'ক্, কি নিরাকারই হ'ক্। ধ্রুব প্রহ্লাদের গল্প প'ড়েছি—ঠাকুর মূর্ত্তি ধ'রে তাঁদের দেখা দিয়েছিলেন।"

"ওসব হ'ল গল্প—"

"গল্প হ'লেও যে তত্ত্ব তাতে পাওয়া যায়, তা ত অসার কি নিকৃষ্ট ব'লে মনে হবে না। ভাল, তা যেন গল্পই হ'ল,—কিন্তু চৈতন্যদেবের কথা প'ড়েছি—সে ত আর গল্প নয়, তিনি যে ঠাকুরের প্রেমে পাগল হ'য়ে সমস্ত দেশকে মাতিয়েছিলেন, সে ঠাকুরও সাকার হরিঠাকুর। সাধু রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব —এ ত সেদিনের কথা—তাঁরাও কালীর উপাসনা ক'ত্তেন। এঁদেরও কি নিকৃষ্ট শ্রেণীর উপাসক ব'ল্‌তে পারেন?"

গৌরীচরণ মনে মনে অনুভব করিলেন, এই বালিকার যুক্তির কাছে তাঁহাকে হার মানিতেই হইতেছে। একটু ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "কি জান দিদি, দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে একটা পদ্ধতির দোষগুণ কিছু বোঝা যায় না। মোটের উপর একটা সত্য এই দেখা যায়, দেবদেবীর মূর্ত্তি গ'ড়ে যারা পূজা করে, ধর্ম্মবুদ্ধিটাও তাদের সেই মূর্ত্তিরই মত ছোট হ'য়ে যায়, মূর্ত্তির উপরে আর তারা উঠ্‌তে পারে না, ভগবানের অনন্ত স্বরূপকে মনে আর ধর্‌তে পারে না।"

"সেটা বোধ হয় ছোটবুদ্ধি নিয়ে যারা ক'রে তাদেরই হয়, মূর্ত্তির দোষে হয় না। মন যার বড়, বুদ্ধি যার উদার উন্নত, ভক্তিতে যার প্রাণ ভ'রে গেছে, ঐ এতটুকু মূর্ত্তির মধ্যেই সে বিশ্বের ঠাকুরকে দেখ্‌তে পায়,—বিন্দু তার কাছে বিন্দু

থাকে না, অনন্ত সিন্ধু হ'য়ে ওঠে! আর তা যদি না হয়, নিরাকার অনন্ত ভগবান্‌কেও সে ছোট এক গণ্ডীর মধ্যে এনে ফেলে। আমাদের এই সমাজেও কি তা দেখা যায় না আচার্য্য মশাই?"

"তা যায় বই কি দিদি, তা যায় বই কি! নইলে, আমরা—নিরাকার উপাসনা করি, তাই ভাল বুঝি করি, বেশ। কিন্তু যারা মূর্ত্তি পূজা করে, তাদের পূজার কোনও সংস্রবে কেন আস্‌তে চাই না? কেন তাদের থেকে সাবধানে দূরে স'রে থাকতে চাই? কেন তাদের ভাই ব'লে আলিঙ্গন দিতে পারি না? কেন মনে করি, তারা যেন ভগবানের রাজ্যের বাইরে কোথাও হীন হ'য়ে প'ড়ে আছে?"

ঊর্ম্মি একটু হাসিল,—কহিল, "তাহ'লে আচার্য্য মশাই, আমাকে কি ব'ল্‌তে চান? আপনারা নিরাকার উপাসক, তাই ভাল লাগে, বেশ তাই করুন। আমার যদি সাকার উপাসনা ভাল লাগে, ধরুন শিব ঠাকুরকেই যদি আমি বিশ্বের ঠাকুর ব'লে ধ্যান ক'রে আনন্দ পাই, ভক্তিতে যদি তাঁর সাম্‌নেই আমার প্রাণটা মনটা নত হ'য়ে পড়ে,—তাকি ক'ত্তে পারব না?"

"তাইত! কি ব'ল্‌তে এলাম, আর কি বলাচ্ছ আমায় দিদি! কি জান, নিরাকার উপাসনাই বরাবর ক'রে আস্‌ছি, তাতেই আনন্দ পাই,—"

"তাই ক'র্বেন। আপনাকে ত ব'ল্‌ছি না আপনি সাকার উপাসনা করুন। কিন্তু আমি যে সাকার উপাসনাই ক'ত্তে চাই। শিবরূপে কি দুর্গারূপে তিনি যদি আমার প্রাণে আস্‌তে চান, কি ক'রে তাঁকে ঠেলে ফিরিয়ে দেব? কেনই বা দেব? একটা শ্লোক প'ড়েছিলাম—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে নাকি আছে—

'সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।
ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্থং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা॥'

চণ্ডীতেও একটি শ্লোক আছে—

'নিরাকারা চ সাকারা সৈব নানাভিধানভৃৎ।
নামান্তরৈর্নিরূপ্যায়া নাম্না নান্যেন কেনচিৎ॥'

এই দুইটি শ্লোকেই কি নিরাকার সাকার উপাসনার সকল বিরোধ সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসা হ'য়ে যায়নি আচার্য্য মশাই?"

গৌরীচরণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে কহিলেন, "তা হ'য়েছে দিদি। আমার চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ এর বিরুদ্ধে আর কোনও যুক্তি আন্‌তে পার্‌বেন কিনা জানিনা, তবে আমি স্বীকার না ক'রে পাচ্ছিনা যে হ'য়েছে। তার সঙ্গে একথাও স্বীকার ক'রে নিতে হচ্ছে, সাকার কি নিরাকার—ভক্তি যদি থাকে, যার যে ভাবে মন টানে, সেইভাবেই ভগবানকে উপাসনা ক'ত্তে পারে। কিন্তু—আর একটা কথাও ভাবতে হ'চ্ছে দিদি—"

"কি আচার্য্য মশাই?"

"সেদিন তোমার বাবার সঙ্গেও সেই কথা হচ্ছিল। কি জান, একটা সমাজ ভুক্ত হ'য়ে থাকতে হ'লে বিশেষ একটা ধর্ম্মপদ্ধতিও অনুসরণ ক'রে চ'লতে হয়।"

"কিন্তু যদি তাতে আমার মন তেমন না টানে? যদি অন্যরকম বিশ্বাস আমার মনে ধরে? আর সেই বিশ্বাসের অনুরূপ উপাসনাতেই মনের তৃপ্তি আমার হয়? ধরুন, আপনারা যে উপাসনা করেন তাতেও আমার আপত্তি কিছু নাই—এই ত কালও মন্দিরে গিয়েছিলাম আপনার প্রার্থনা শুনলাম, বেশ ত লাগল। কিন্তু তার চাইতেও কিছু মনে ক'রবেন না আচার্য্য মশাই, বেশী ভাল লাগে আমার শিবঠাকুরের ধ্যান, তাঁর মন্ত্র জপ, —তাঁকে যে এই শ্লোক প'ড়ে প্রণাম করি, তাই—

'নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।

নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ॥"

"বাঃ! চমৎকার শ্লোক ত! কে তোমায় শিখিয়েছে দিদি?"

"আমার দিদিমা।"

"ও তোমার বাবার পিসিমা—যিনিই এসে এইসব গোল বাধিয়ে গেছেন?—" বলিয়া গৌরীচরণ একটু হাসিলেন। ঊর্ম্মিও একটু হাসিয়া কহিল, "হাঁ, তিনিই। তাঁকে যে গুরু ব'লে মেনেছি আচার্য্য মশাই।"

"তা এমন প্রণাম, আত্মনিবেদনের এমন মন্ত্র যিনি শেখাতে পারেন, তাকে গুরু ব'লে মানতে পার বই কি দিদি।"

"হাঁ, আপনি কি ব'লছিলেন? কোনও সমাজে থাকতে হ'লে নির্দ্দিষ্ট একটা ধর্ম্মপদ্ধতি মেনে চ'লতে হবে; কিন্তু সেটা কি নিতান্ত দরকার? ভিন্ন ভিন্ন লোক—যদি তাদের রুচিমত, যার যেদিকে ভক্তি হয়, সেইভাবে উপাসনা করে, পরস্পর মানিয়ে নিয়ে কি এক সমাজে তারা থাকতে পারে না? হিন্দুদের মধ্যে শুনেছি কত রকম উপাসনার নিয়ম আছে,—তারা ত এক সমাজ হয়েই আছে? একটা বিশেষ পদ্ধতি, ভাল লাগুক কি না না লাগুক, সকলকেই মেনে চলতে হবে যদি বলেন, তবে মানুষের স্বাধীনতা কোথায় রইল? আমাদের চাইতে তাহ'লে হিন্দুর স্বাধীনতা যে অনেক বেশী আছে।"

গৌরীচরণ উত্তর করিলেন, "তোমার বাবার সঙ্গে সেই কথাই হ'চ্ছিল দিদি,—সেইটেই হ'ল শক্ত একটা সমস্যার কথা—যা এতদিন আমাদের সামনে আসেনি। তা আধ্যাত্মিক সাধনায় যতই স্বাধীনতা থাক্, সামাজিক অনুষ্ঠানে কতকগুলি বাঁধা নিয়মে হিন্দুদের চ'লতে হয়।"

"তা হয়,—কিন্তু তাতে বোধ হয় কারও আপত্তি তেমন হয় না। সবার সঙ্গেই সবাই তারা মানিয়ে চ'লতে পারে। আমরা কি তা পারব না?"

গৌরীচরণ আরও একটু ভাবিলেন—কহিলেন, "কি জান দিদি, কতকগুলি জিনিশ আমরা অন্যায় ব'লে বর্জ্জন ক'রেছি—এই যেমন পৌত্তলিক কোনও অনুষ্ঠান। এখন সামাজিক কোনও অনুষ্ঠানে তার কোনও সংস্রবে যদি আমাদের যেতে হয়, তবে—"

"তার কি প্রয়োজন কিছু আছে? ধরুন্, আমি ঘরে ব'সে আপন মনে যাই ভাবি, যাই করি, তাতে সমাজের কি এসে যাবে?"

গৌরীচরণ কহিলেন, "শুনলাম, তোমার বিবাহের কথা হ'চ্ছে ঐ অনিলের ছেলের সঙ্গে। তারা হিন্দু, এখন বিবাহ যদি হয়, তবে—অনুষ্ঠানটা—"

"ও, তা—ই? তা—বিবাহ—না হয় নাই হবে। তাতে যদি কোনও অসুবিধা আপনাদের হয়, বিবাহ—কি দরকার তার? থাক্, নাই হ'ল।"

গৌরীচরণ কহিলেন, "আমাদের আর অসুবিধা কি? তবে কি জান, সমাজ আর ব্যক্তির পরস্পরের অধিকারের সীমা কি, তার মীমাংসা দুদিনেই যে কিছু হবে তার সম্ভাবনা নাই। তবে ইতিমধ্যে তোমার বিবাহ যদি হয়, আর তোমার বাবা কোনও পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে তাতে যোগ দেন, তবে সমাজে—আপাততঃ—একটু অপদস্থ তাঁকে বোধ হয় হ'তে হবে। সেই কথাটাই ভাবছিলাম দিদি—"

"তা হ'লে—বাবাকে ব'লব—থাক্, বিয়েতে আর কাজ নাই। নিজের মনে নিজের যেমন ভাল লাগে, তেমনি ভাবে উপাসনা যদি আমি ক'ত্তে পারি, তাতেই কৃতার্থ হব। বিবাহে—কি দরকার? বাবা অপদস্থ হবেন—ছিঃ! বিয়ে আমার নাই হ'লে।"

বলিতে বলিতে ঊর্ম্মি একটি নিশ্বাস ছাড়িল। গৌরীচরণ ক'হলেন, "কিন্তু এই জন্য—তোমার নিজের আপত্তি যদি না থাকে—তবে মনোমত পাত্রে তোমার বিবাহে বাধা হবে, সেটাই বা কি ক'রে তিনি অনুমোদন ক'র্‌বেন? বড়ই সমস্যার কথা দেখ্‌ছি, দিদি, বড়ই সমস্যার কথা দেখছি! তারপর তোমার মা—কি জান দিদি, মনটা কি তোমার ফেরাতে পার না?"

আবার একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া ঊর্ম্মি কহিল,—"না আচার্য্য মশাই, তা পারব না। যদি কখনও আপনি ফেরে ফিরবে, জোর ক'রে ফেরাতে পারব না। বিবাহ? কি দরকার? নাই হ'ল। বাবা অপদস্থ হবেন, মা রাগ ক'রবেন,—কি ছার সুখের কামনায় বিবাহ ক'র্‌ব? না, কাজ নাই আচার্য্য মশাই!"

"দেখ, তাঁরা কি বলেন? কিন্তু তোমার আপত্তি না থাক্‌লে এতে বাদী হ'তে তোমার মার কি বাবা কারও অধিকার নাই। একরকম প্রাপ্তবয়স্ক' তুমি, তোমার জীবনের পথ তুমি নির্ব্বাচন ক'রে নেবে। সমাজ খুসী হয়, তোমাকে বর্জ্জন ক'ত্তে পারে।

তোমার মা বাপ, ভয় পান, তাঁরাও তোমাকে বর্জ্জন ক'র্ত্তে পারেন,—কিন্তু এতে বাদী তাঁরা হ'তে পারেন না! না, তা পারেন না! এ অধিকার তাঁদের নাই! আসি দিদি এখন,—আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও।"

যোগীন্দ্রনাথকে সংক্ষেপে তাঁহার মন্তব্য জানাইয়া গৌরীচরণ গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

২৩

"এই যে! এস যোগীন্! ভাল ত সব?—সুখে থাক!"

"আজ্ঞে, শরীরগতিক এক রকম ভালই আছি। আপনি ভাল আছেন ত?"

"এই ভগবান্ যেমন রেখেছেন। তা কি মনে ক'রে বাবা?"

"একটা কথা আপনাকে নিবেদন ক'র্ত্তে এলাম—"

"নিবেদন কি বাবা? মানুষের সম্বন্ধে ও কথাটা ব'লতে নেই। নিবেদন মানুষ ক'রে ভগবানের কাছে।"

একটু হাসিয়া যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "মাফ করুন। খুব সাবধানেই আপনার সামনে কথা ব'লতে হয়, তবে মনে থাকে না। যাই হ'ক, একটা কথা আপনাকে জানাতে এলাম।"

"কি, বল।"

"আমি অরুণের সঙ্গেই ঊর্ম্মির বিবাহ দেব স্থির ক'রেছি।"

"তা বেশ। উর্ম্মিরও ত তাই ইচ্ছে?"

"ইচ্ছে—হাঁ, মনে মনে সেই তার ইচ্ছে বই কি? তবে আপত্তি খুব ক'রেছিল।"

"তারপর?"

"আপত্তি তার নিজের কিছুই নাই। ক'রেছিল আমার খাতিরে। আমার অসুবিধে হবে, অশান্তি হবে, তাই। কিন্তু তার জন্যে তার পিতা হ'য়ে তার সুখে কি আমি বাদী হ'তে পারি?"

"না, তা পার না। কেবল তার সুখের কথা বলেই নয়, এই বিবাহে তার যদি কোনও আপত্তি না থাকে, সুখদুঃখের সব বিবেচনা ছেড়ে দিলেও কি অধিকারে তুমি বাদী হ'তে পার? প্রাপ্তবয়স্কা সন্তানের উপরে পিতার অধিকার এতদূর যেতে পারে না। আমিও সেই কথাই সে দিন ব'লেছিলাম। তা অনুষ্ঠান ত হিন্দুমতেই হবে?"

"তাঁরা হিন্দু গৃহস্থ, ছেলের বিয়ে দেবেন,—প্রচলিত যে অনুষ্ঠান তাঁদের আছে, তা ত্যাগ কেন ক'র্‌বেন? আমিই বা কি ক'রে তা বলি?"

"কোনও কথাও হয় নি?"

"কথা—হাঁ, তা একটু হ'য়েছিল বই কি? অনিল জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, হিন্দুমতে বিবাহের অনুষ্ঠান হ'তে আমার আপত্তি আছে কি না।"

"আপত্তি কি তোমার নাই? তুমি ত ব্রাহ্ম।"

যোগীন্দ্রনাথ কহিলেন, "দেখুন, কথাটা এই রকম আমি ভেবেছি। বিবাহসভায় শালগ্রাম থাক্‌বে, আর যজ্ঞ হবে। আমি ঠিক শালগ্রাম আর অগ্নির দেবত্ব না মানি, তাঁরা ত মানেন। তারা যদি তাঁদের ধর্ম্মবিধি মেনে শালগ্রামকে সাক্ষী রাখেন, আর অগ্নিকে পূজা করেন, আমার তাতে আপত্তি ক'র্‌বার কি কারণ থাকতে পারে? যজ্ঞে অগ্নির কাছে মন্ত্র প'ড়্‌বে অরুণ আর উর্ম্মি, তাতে আহুতি দেবে তারা,—আমি নই। তাদের এতে আপত্তি নাই,—আমি আপত্তি কেন ক'র্‌ব? আমি কেবল মন্ত্র প'ড়ে কন্যা দান ক'র্‌ব। তা সংস্কৃত ভাষায় ত পাপ কিছু নাই।"

"হুঁ—! তা মোট অনুষ্ঠানটা—অংশে অংশে ভাগ ক'রে দেখ্‌ছ—বাস্তবিক তোমার কোনও দ্বিধা—কোনও আপত্তি নাই যোগীন?"

"না। বরং এই কথাটাই আমার মনে হচ্ছে, ব্রাহ্ম কারও একটা উদার হওয়াই উচিত, অন্যের ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানের সংস্রবকে যাতে সে বর্জ্জন ক'ত্তে না চায়। যে ভাবেই যে করুক, এক ভগবানেরই পূজা ত ক'চ্ছে। তাদের যে ভাবে ভাল লাগে করুক, আমার যে ভাবে ভাল লাগে ক'র্‌ব। প্রীতিতে কোনও উপলক্ষে পরস্পরের অনুষ্ঠানে কেন যোগ দেব না? হাঁ, তেমন দ্বিধা যদি কারও থাকে, সে তা ক'র্‌বে না। আমার সে দ্বিধা নাই।"

"বেশ, তবে তাই কর। কিন্তু তোমার স্ত্রী——"

"না, তাঁর সম্মতি পাই নাই, পাবও না। আর এজন্যে বড় অশান্তিও বোধ হয় আমায় ভোগ ক'ত্তে কিছুদিন হবে,—ঊর্ম্মি অরুণের সঙ্গে সামাজিক সংস্রবেও বোধ হয় কিছুদিন আর আস্‌তে পারবে না। তা উপায় নেই। সে ভয়ে এই কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হ'তে আমি পারি না।"

"ভাল, তাই হ'ক্ তবে।"

"আপনার অনুমতি আর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর্চ্ছি।"

"অনুমতি——না, আপত্তির কোনও কারণ সত্যই আমি দেখ্‌তে পাচ্ছিনে যোগীন্। তবে মনটা খুঁৎ খুঁৎ ক'চ্ছে,—সেটা হয়ত আমার দুর্ব্বলতা, বহুদিনের অভ্যাসজাত সংস্কারের প্রভাব। তা অনুমতি—যদি আমার অনুমতি তুমি চাও, সচ্ছন্দে তা দিচ্ছি। আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি, তোমার আর তোমার কন্যাজামাতার জীবনে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক্।"

"আর একটি প্রার্থনা আমার। বিবাহসভায় উপস্থিত থাক্‌তে আপনার আপত্তি কিছু আছে?"

গৌরীচরণ একটু—একটু কাল ভাবিলেন,—শেষে কহিলেন, "না, কিছু নাই। তোমরা অসাধু কাজ ত কিছুই ক'চ্ছ না। সরল বিশ্বাসে যা ভাল বুঝ্‌ছ, তাই ক'চ্ছ। বিবাহ অতি পবিত্র অনুষ্ঠান। শালগ্রাম, অগ্নি—তা তাঁরা মানেন, পূজা ক'র্‌বেন,

করুন। চোকে দেখ্‌তে আমার বাধা কি? বেশ, আমি যাব,—বিবাহ সভায় উপস্থিত থেকেই তোমার কন্যা জামাতাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব। কি জান বাবা, মতের পার্থক্যের জন্য পরস্পরকে ত্যাগ না ক'রে, এই ভাবে মিল্‌তে পাল্লেই বোধ হয় সকল ধর্ম্মের সমন্বয় একটা সম্ভব হ'তে পারে—যা নাকি ব্রাহ্ম সমাজের লক্ষ্য। এস তবে বাবা, মঙ্গল হ'ক্! দেখি এই পথেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তন, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা সার্থক হয় কি না!

সত্যং শিবং সুন্দরম্।"

যুক্ত করে গৌরীচরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথও ভূনত হইয়া সেই সত্য শিব সুন্দরকে প্রণাম করিলেন।

সম্পূর্ণ।

উপন্যাস সিরিজের

দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম পুস্তক—

আশ্বিন সংখ্যা

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—

বামুনের মেয়ে

কার্ত্তিক সংখ্যা

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

লক্ষ্যপথে

অগ্রহায়ণ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত—

পরিণয়

পৌষ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত—

অনিমন্ত্রিত

মাঘ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত—

লক্ষ্মী

ফাল্গুন সংখ্যা

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

হিন্দু-গৃহ